গোয়েন্দা

অজিত কুমার।

শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।

কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী
হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

হাওড়া ২১৪নং খুরুট রোড, বিজয় প্রেস হইতে,
শ্রীনফর চন্দ্র সরকার দ্বারা মু।

১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

গোয়েন্দার গল্প লিখিব, এমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বে আমার ছিল না। প্রিয় সুহৃৎ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ায় আমি অজিতকুমারকে বঙ্গীয় পাঠকগণের সম্মুখে হাজির করিয়া দিলাম। বীরেন্দ্র বাবু আমাকে "এল্ডিন্ ডিটেক্‌টিভ ষ্টৈরিজের" কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিতে দেন। তন্মধ্যে মসিয়ে আর্মাণ্ডের কাহিনীটি আমার মনোনীত হওয়ায় আমি তাহারই ছায়া অবলম্বনে এই পুস্তক প্রণয়ন করিলাম।

গ্রন্থকার।

স্নেহলতার চক্ষুঃ জ্বলিয়া উঠিল; শেষ কথা বলিয়া সে বাহিরে যাইতেছিল, সুকুমার তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিল, "লতা, তাকে তুমি জান?" সুকুমারের কথা গলায় বাধিতে লাগিল।

"জানি। না জানিলে তাহাকে হত্যা করিতে বলিব কেন?"

"সে কি তোমার শত্রু?"

"শত্রু! পরম শত্রু!—সে জীবিত থাকিলে আমি বাঁচিয়া সুখ পাইব না। আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই অতৃপ্ত যৌবন রসাতলে যাইবে। হত্যা কর—বল হত্যা করিবে?"

এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে স্নেহলতা বাঁচিয়া সুখ পাইবে না—তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার যৌবন রসাতলে যাইবে—কথাটা শুনিয়া সুকুমারের রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সুকুমার আর একবার লক্ষ্য-শূন্য দৃষ্টিতে যুবতীর বদন নিরীক্ষণ করিল।

স্নেহলতা টেবিলের উপর বসিল। বলিল, "এখনও কি ভাবিতেছ?"

"আমি তাহাকে হত্যা করিব, ইহাই কি অভিপ্রায়?"

"হাঁ; নচেৎ তোমাকে একথা শুনাইতাম না।"

"যদি সমর্থ হই?"

"আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিব, তোমার দাসী হইয়া থাকিব।"

রাহ সুকুমার অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। তাহার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত লাগিল। ঝাড়ের লম্বিত ত্রিকোণ কাচখণ্ডে দীপ-রশ্মি প্রতি-হইতেছিল—সুকুমার [illegible] কর পরিবর্ত্তে কাচখণ্ড সমূহের [illegible] বর্ণের রশ্মি দেখিতে লাগিল।

[illegible] হলতাও কাঁপিতেছে।

স্নেহলতা যুবকের অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল—"দেখ সুকু... পিতা জীবিত থাকিলে তোমার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিতেন। তিনি নাই, এখন আমি স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন করিব। পিতা যে তোমাকে কম স্নেহ করিতেন, তাহা নহে, কিন্তু এখন তিনি নাই—সে স্নেহের দাবি আমি না শুনিতেও পারি। আমি ঐশ্বর্য্যশালিনী, তুমি দরিদ্র—আমার ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তুমি অতি দীন। পিতার দুই এক জন বন্ধু এখনও আমাকে দেখিতে আসেন—তাঁহারা যে তোমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন আমি এক ভবঘুরেকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আমার সহ্য হইবে না। তুমি আমার কথা অনুসারে কাজ কর, তোমাকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিব—তাহার পর তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিব।"

সুকুমারের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। স্নেহলতা তাহা বুঝিয়া বলিল "আমি তোমার অবমাননা করিতেছি না; আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। বোধ হয় আমার মনও তুমি জানিয়া থাকিবে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ উপভোগ করিতে চাহি। দুর্ভাবনায় অশান্তির সৃষ্টি করিয়া আমার এই অতৃপ্ত জীবন কাটাইতে চাহি না। বল, তুমি আমার দুশ্চিন্তা দূর করিবে?"

সুকুমার যুবতীর রূপপ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল স্নেহলতার মুখচ্ছবি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় পাপপুণ্য ভুলিয়া সে স্নেহলতাকে বলিল, "আমি সঙ্কল্প করিলাম।"

"কি সঙ্কল্প করিলে? সেই সয়তানকে হত্যা করিবে?"

"করিব।"

"শুধু সঙ্কল্প নহে, প্রতিশ্রুত হও।"

"প্রতিশ্রুত হইলাম।"

যুবতীর মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়াই স্নেহলতা বলিল "তবে এখন বিদায় লইলাম।" যুবতী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুকুমার আবার কি বলিতে যাইতেছিল; আর বলা হইল না। পালঙ্কের উপরে সেই অবস্থাতেই বসিয়া রহিল। স্নেহলতা যদি আর একবার কক্ষে প্রবেশ করে, এই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ আসিল না, সামান্য পদশব্দও পরিশ্রুত হইল না। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া সুকুমার উঠিল; আর একবার তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। স্নেহলতা কি করিতেছে, জানিবারও চেষ্টা করিল না। বাটী হইতে বাহির হইয়া সুকুমার বন-পথ ধরিল; ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গের দিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালির বাঁধ।

ত্রিবেণী পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী গঞ্জ ছিল; এখনও ত্রিবেণী বাণিজ্য-কেন্দ্র, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য নাই। পূর্ব্বে তীর্থক্ষেত্র ও বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধি ছিল, এখন তীর্থক্ষেত্রের জন্যই ত্রিবেণীর নাম আছে; বাণিজ্য যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় সামান্য মাত্র। সেই বড় বড় অট্টালিকা, সেই জনবহুল হাট, গঙ্গার ঘাটে সেই অসংখ্য বজরার সমাবেশ—এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ত্রিবেণী ঘাটের রাস্তার যে অংশে নবশ্রী বা নয়া-সরাইয়ের রাস্তা মিলিত হইয়াছে, সেই অংশে পূর্ব্বেও কয়েকটি শিব-মন্দির ছিল, এখনও আছে। মন্দিরের পার্শ্বে একখানি পুরাতন বাড়ী। তাহারই একটি কক্ষে বিস্তৃত শয্যার উপরে সুকুমার শয়ন করিয়া আছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই; দুশ্চিন্তায় সুকুমারের নেত্রে নিদ্রার আবেশ হয় নাই। সুকুমার কেবলই ভাবিতেছে।

ভাবনার অন্ত নাই। একবার নরহত্যার চিন্তা, একবার স্নেহলতার ন্যায় সুন্দরী যুবতী-লাভের আ[illegible]নও বা সেই অপরিচিত[illegible] রূপের সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান—এই সকলের জন্য সুকুমারের চিত্ত-বিকার

উপস্থিত হইল। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া বসিল।

সুকুমার আপন মনে ভাবিতে লাগিল—সে কে? সে স্নেহলতার শত্রু কেন হইবে?

সুকুমার আবার ভাবিল—যে কারণেই হউক, সে স্নেহলতার শত্রু; পরম শত্রু না হইলে স্নেহলতা তাহাকে হত্যা করিতে বলিবে কেন? কিন্তু সে স্নেহলতার শত্রু, আমার কে? আমার ত কোন অনিষ্টই সে করে নাই; তবে আমি তাহাকে হত্যা করিব কেন? স্নেহলতাকে লাভ করিতে পারিব বলিয়া? তবে কি নরহত্যা করিয়া রমণীর প্রেম-ভিক্ষা করিতে হইবে?—না, তাহা আমি পারিব না।

সুকুমারের সব গোল হইয়া গেল; ক্ষণকালের জন্য স্নেহলতার সৌন্দর্য্য তাহার মানস-নয়নে সমুদ্ভাসিত হইল। সে আবার ভাবিল —পারিব না; কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুত হইয়াছি! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ মহাপাপ। কিন্তু নরহত্যার অপেক্ষাও পাপ কি? বিনা অপরাধে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের পাপ কি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর? আমি কেন প্রতিশ্রুত হইলাম! যুবতীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেন হিতাহিত জ্ঞান হারাইলাম! আমি আবার যাইব, স্নেহলতাকে বলিয়া আসিব, একার্য্য আমার দ্বারা হইবে না; প্রতিশ্রুত হইব যে একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না। কিন্তু এ প্রতি-শ্রুতিতে সে বিশ্বাস করিবে কেন?

সুকুমারের মনে হইল যেন স্নেহলতা তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছে; তাহাকে দেখিয়া সে মুখ ফিরাইতেছে। এ চিন্তা সুকুমারের দুঃসহ হইল। সুকুমার ভাবিল—সে [illegible] শত্রু নহে, কিন্তু স্নেহলতার শত্রু। সে জীবিত থাকিলে স্নেহলতার বাঁচিয়া সুখ হইবে না। তাহাকে

হত্যা না করিলে স্নেহলতার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, সর্ব্বস্ব রসাতলে যাইবে। না, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। আমি স্নেহলতাকে ভালবাসি, তাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিব। আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইব না, কেবল সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া স্নেহলতার সুখের পথ সরল করিয়া দিব। আমি স্নেহলতার পাণিগ্রহণ করিব না, কেবল সেই শত্রুকে হত্যা করিব।

এমন সময়ে কাহারও পদ-শব্দে সুকুমারের চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার চাহিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের জন্য ঘাটে অবতরণ করিতেছেন। স্নানার্থীর সুন্দর গঠন, বলিষ্ঠ দেহ,—নিশ্চিন্ত মনে তিনি সোপানাবলী অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স সুকুমারের অপেক্ষা অধিক নহে, বোধ হয় উভয়েই সমবয়স্ক। কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া তিনি এক স্থানে আপনার পরিধেয় রক্ষা করিলেন; সুকুমারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না; ধীরে ধীরে তিনি জলে অবতরণ করিলেন।

সুকুমারের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে একাগ্রচিত্তে স্নানার্থীর স্নানাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবকের স্নান শেষ হইল; সোপানে উঠিয়া তিনি আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তসরের বস্ত্র পরিধান করিলেন; গাত্রে নামাবলী দিলেন; পরে ধীর পাদ-বিক্ষেপে যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিয়া গেলেন।

সুকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল —ইহাকে হত্যা করিতে হইবে! এমন সুন্দর গঠন, এমন প্রাতঃস্নাত ভক্তিপরায়ণ যুবককে হত্যা করিতে হইবে? ইহার ভিতরে কলুষিত পাপ আছে বলিয়া কে সন্দেহ করিবে? আমি সন্দেহ করিতে পারি না। আমি ইহাকে হত্যা করিতে পারিব না। দেখিলে ভক্তি হয়, ইহাকে

আমি হত্যা করিতে পারিব না। আমি স্নেহলতাকে বলিব, তাহার প্রেম আমার নিকটে তুচ্ছ; প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য মহাপাপ হয় হউক, এ কার্য্য আমাকে দিয়া হইবে না।"

সুকুমার উঠিল। গঙ্গার তীরে তীরে গমন করিতে লাগিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; রাত্রির অন্ধকার তখনও অপসৃত হয় নাই; নিঃশব্দে সুকুমার প্রেতবনের সমীপবর্ত্তী হইল। চিন্তার তরঙ্গাঘাতে হতবল হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বন-পথ ধরিল না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছাগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সুকুমার দস্যুগৃহের সম্মুখীন হইল।

গৃহের বাহিরের দ্বার তখনও রুদ্ধ; সুকুমার কপালে হাত দিয়া দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। গৃহের ভিতরে দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। সুকুমার বুঝিল, স্নেহলতা উঠিয়াছে। আবার তাহার চিন্তা বাড়িয়া উঠিল। স্নেহলতার সহিত দেখা হইলে সে তাহাকে কি বলিবে—কিরূপে আপনার চিত্তপরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইবে! সুকুমারের আবার সব গোল হইয়া গেল। বলা হইবে না স্থির করিয়া সে স্থানান্তরে যাইবার জন্য উঠিল। সেই দণ্ডে বাহির-দ্বারের অর্গল খুলিয়া গেল। সুকুমার ফিরিয়া চাহিল না। স্নেহলতা সুকুমারকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল; ডাকিল "সুকুমার!"

"কেন" বলিয়া সুকুমার দাঁড়াইল। স্নেহলতা তাহাকে আহ্বান করিল। সুকুমারের যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্নেহলতা যখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আসিবে না?" তখন সুকুমারের মনের তেজঃ নষ্ট হইল, বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন কথা না কহিয়া সুকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

স্নেহলতা বলিল, "সুকুমার, কাল তুমি গৃহে যাও নাই ?"

"গিয়াছিলাম।"

"তবে এত ভোরে এখানে আসিয়াছ কেন ?"

"কথা আছে, তাই আসিয়াছি।" সুকুমার প্রকাশ্যভাবে বলিতে যাইতেছিল যে সে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে না; কিন্তু সে কথা তাহার অন্তরেই থাকিয়া গেল; সে বলিল "কথা আছে, তাই আসিয়াছি।"

"কি কথা সুকুমার ?" স্নেহলতার নেত্রে বিজলি হাসিল; সুকুমারের বুক দুড়-দুড় করিয়া উঠিল। আবার স্পষ্ট কথা বলা হইল না; সুকুমার বলিল, "আমি বড় ভাবনায় পড়িয়াছি।"

স্নেহলতা মনে করিয়াছিল যে, তাহার প্রণয়ের আশায় সুকুমার চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে; গতকল্য রাত্রিকালে সে তাহাকে যাহা শুনাইয়াছে, যে আশার আলোক তাহার নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছে, সেই কথা সেই আলোকই সুকুমারকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে; তাই সুকুমার প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু সুকুমারের মুখে ভাবনার কথা শুনিয়া চতুরা স্নেহলতা প্রকৃত বিষয় আভাসে বুঝিল। তখন ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বক্রদৃষ্টিতে স্নেহলতা বলিল "ভাবনা কিসের শুনিতে পাইব কি ?"

"কেন পাইবে না, তোমাকে বলিব বলিয়াই ত আসিয়াছি।" স্নেহলতার যে হাব-ভাব দেখিলে সুকুমার আত্মবিস্মৃত হয়, স্নেহলতার বেশ ও মুখের ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া সুকুমার হৃদয়ে [illegible] পাইল। সে প্রকৃত কথা বলিবার চেষ্টা করিল।

স্নেহলতা বলিল, "কি বলিবে বল, হয়ত আমি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।"

"আমি পারিব না।"

"সে আমি বুঝিয়াছি; তোমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না, তাহা আমি জানি। তবে তোমাকেই আমি সহায় বলিয়া মনে করি, তাই তোমাকে সেকথা বলিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তুমি আমাকে ভালবাস; আমার সুখের জন্য তুমি সবই করিতে পার, তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তোমার ভালবাসা মৌখিক জানিলে, একথা তোমাকে জানাইতাম না।"

সুকুমার দেখিল, স্নেহলতার বদনে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সে ভাবিল যে, স্নেহলতার কোমল হৃদয়ে বুঝি সে আঘাত করিল। তাহার মনের বল কমিয়া আসিল। কম্পিতস্বরে সে বলিল, "দেখ, তাহাকে আমি জানি না; তাহার অপরাধ কি তাহা বুঝি না, সে কেন শত্রু, তাহা শুনি নাই--আমি তাহাকে হত্যা করিব কেন?"

স্নেহলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল; সুকুমারের কথা শুনিয়াই সে কোপনস্বভাবা ফণিনীর ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তোমার জানিবার বুঝিবার শুনিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাই তোমাকে বলি নাই। তবে তুমি হত্যা করিবে কেন, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? শোন, আমি বলিতেছি, এই জন্য হত্যা করিবে!"

সুকুমারের হস্তপদ কাঁপিয়া উঠিল। স্নেহলতা আবার বলিল— "কালু সর্দ্দার বৃথায় তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; তাঁহার আশ্রয় অপেক্ষা ত্রিবেণীর টোলে তোমার আশ্রয় লওয়া উচিত ছিল। সর্দ্দার তোমাকে যত্ন করিতেন, তোমাকে অস্ত্র-শিক্ষা দিয়া মানুষ করিলেন, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম—তথাপি তুমি বলিতেছ, পারিবে না! কাজ নাই; তুমি স্থানান্তরে যাও।" স্নেহলতা ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া সুকুমার বালুকাস্তূপে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল; বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর বচন-পবনে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল সুকুমার বলিল, "শোন স্নেহ; আমি অকৃতজ্ঞ নহি। তুমি"—

কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম! এখনও কথা কহিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না? আমার মত যুবতী তোমার পায়ে সর্ব্ব অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল, তুমি আমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করি বার জন্য প্রতিশ্রুত হইলে! তাহার পর আবার তর্কের বোঝা লইয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে আসিয়াছ? দেখ সুকুমার, আমি প্রতিশ্রুতি পালন করিব—যে আমার শক্রকে নিপাত করিতে পারিবে, আমি তাহারই হইব! তোমাকে পাইলে আশাতিরিক্ত সুখী হইতাম; ত তুমি যদি অসমর্থ হও, অপরে সমর্থ হইবে—তোমার শ্রীচরণে থাকায় সুখ, সে সুখে না হয় বঞ্চিত হইব। পৃথিবীতে সকল সুখ মেলে না!

সুকুমার আবার সৌন্দর্য্য তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিল; স্নেহলতা মধুরতামিশ্রিত শ্লেষবাক্যে আত্মবিস্মৃত হইল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছি বলিল, "বেশ, আমাকে একটা কথা বুঝাইয়া বলিবে কি?"

"কি শুনিতে চাও?" স্নেহলতার নয়নে আবার বিদ্যুৎ ছুটিল

"সে কে?"

"সে আমার শক্র, পরম শক্র। তাহার নাম অজিতকুমার। যখ চুঁচুড়ায় ছিলাম, তখন হইতে সে আমার সর্ব্বনাশসাধনে তৎপ হইয়াছে; চুঁচুড়া হইতে বর্দ্ধমানে পলায়ন করিয়াছিলাম, সেখান হইত কল্যাণশ্রী গ্রামে পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। শক্র সেখানে আমার সন্ধান পাইয়াছিল। এখন প্রেত-বনে আসিয়াছি, দেখিতে এখানেও নিস্তার নাই। তাহাকে হত্যা না করিলে আমি কো নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না।"

" সে কেন তোমার সন্ধান করিতেছে ? "

" সে কথা পরে বলিব ; আগে তাহাকে হত্যা কর, পরে দাসী হইয়া তোমাকে সকল কথাই বলিব। "

" কাল গঙ্গার ঘাটে কই সে ত তোমাকে কোন কথা বলিল না ? "

" সুযোগ পায় নাই ; আমাকে তাহার কোন কথা বলিবারও নাই, আমাকে সে হত্যা করিবে ! "

সুকুমার চমকিত হইল ; বলিল, " আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না লতা ! "

" পরে বুঝিবে ! "

" বেশ, এবার স্থির জানিও আমি তাহাকে হত্যা করিব। কিন্তু"—

"বুঝিয়াছি ; তোমাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে বলি না। তাহাকে আহ্বান কর, উভয়ে বলপরীক্ষা কর। তোমার শৌর্য্য আমার জানা আছে, সে অবশ্যই প্রাণ হারাইবে। তুমি কালু সর্দ্দারের শিষ্য, কাপুরুষ হইয়া তাহাকে হত্যা করিও না। তবে একটা কথা ; সে তরবারি চালনায় সুদক্ষ, তুমি পিস্তল ব্যবহার করিও। "

" বেশ ; তবে একবার শত্রুকে দেখিয়া আসি। স্নেহ, তোমার জন্য আমি সকল কর্ম্মই করিতে পারি। " সুকুমার চলিয়া গেল।
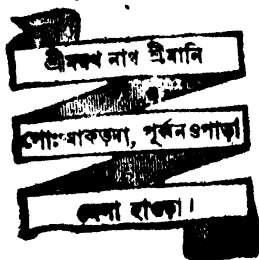
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা।

বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান দস্যুবৃত্তি করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং দস্যুতা না করিলেও, অর্থব্যয় করিয়া দস্যুর দল রাখিতেন। কেহ কেহ এই সকল দস্যুর কল্যাণেই ভাবী বংশধরদিগের জন্য জমিদারী রাখিয়া গিয়াছেন।

কালাচাঁদ সিংহ কায়স্থের সন্তান; কিন্তু এইরূপ দস্যু। তাঁহার দলে অনেক লোক ছিল; তিনি স্বয়ং দস্যুতা করিতেন। কালাচাঁদ কোথাও দস্যুতা করিতে গেলে সহজে কাহারও প্রতি উৎপীড়ন করিতেন না। কেহ তাঁহার কার্য্যে গুরুতরভাবে বাধা প্রদান না করিলে তিনি তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করিতেন না। তবে তিনি অনেক সময়ে অর্থ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোমত যুবক বা বালক দেখিতে পাইলে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিতেন। শেষে তাহাকেও দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিতেন।

দস্যু হইলেও কালাচাঁদের হৃদয়ে মানবসুলভ কোমল চিত্তবৃত্তিগুলির অসদ্ভাব ছিল না। পরোপকারী ও দরিদ্রের সহায় বলিয়া এই দস্যুর খ্যাতি ছিল। তাঁহার বাসস্থান কোথায়, কেহ তাহা জানিত না।

কিন্তু নিতান্ত বিপদে পড়িয়া যে কালাচাঁদকে ডাকিয়াছে, যে ব্যক্তি দশ জনকে কালাচাঁদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে এক পক্ষকালের মধ্যে কালাচাঁদ তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। রোগীর সেবা করিয়া, অন্নক্লিষ্ট জনের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া, অসমর্থের অর্থকষ্ট দূর করিয়া তিনি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার নাম শুনিলে কেহ বা কাঁপিত, কেহ বা যুক্তকরে ভগবানের নিকটে তাঁহার কল্যাণ কামনা করিত।

শুনা যায় দলুই বাজারের কোন দীন ব্রাহ্মণ সন্তান পিতৃশ্রাদ্ধের সময় জমিদারের শরণাপন্ন হন; কিন্তু জমিদার ব্রাহ্মণ-কুমারকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে ব্রাহ্মণকুমার সজলনয়নে নিজের কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তিল-তণ্ডুলের দ্বারাই পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই কথা কালাচাঁদের কোন শিষ্যের কর্ণগোচর হয়। বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অনেক স্থানেই কালাচাঁদের চর ছিল।

কালাচাঁদের শিষ্য কালাচাঁদকে সকল বিষয় নিবেদন করিলে তিনি একদল দস্যুকে জমিদার-বাটী লুণ্ঠন করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধের উপকরণাদি ও যথেষ্ট অর্থ লইয়া রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ-কুমারের কুটিরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ-কুমারকে কোন কথা না বলিয়া তিনি দ্রব্যসম্ভার ও অর্থ তাঁহার দ্বারে রক্ষা করিয়া চলিয়া যান। এদিকে দস্যুদল জমিদারের বাটী আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তৎসমুদায় জমিদারের গৃহের দ্বার দেশে রাখিয়া আসে। পরদিন প্রাতঃকালে জমিদারের বাটীতে ডাকাতি ও ব্রাহ্মণ তনয়ের সাহায্যের কথা যখন প্রকাশ পাইল, তখন সকলেই বুঝিল এ কার্য্য কালাচাঁদের। জমিদার তখন নিজের অপরাধ বুঝিতে

পারিয়া স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ-তনয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করাইলেন।

দস্যুদলের সকলেই কিছু কালাচাঁদ ছিল না। কেহ কেহ কালাচাঁদের অজ্ঞাতসারে লোকের উপর উৎপীড়ন এবং গোপনে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। কালক্রমে কালাচাঁদের দলের কেহ কেহ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শেষে যেখানে যে ডাকাতি হইত, দস্যুকর্ত্তৃক যেখানে উৎপীড়ন হইত, সেই খানেই লোকে বলিতে লাগিল—কালাচাঁদের দলই ইহা করিয়াছে; কালাচাঁদ করিয়াছে, একথা কেহ বলিত না। এইরূপ দুর্নাম কালাচাঁদের অবিদিত রহিল না। তিনি গোপনে তাঁহার সহচরদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে একে একে পাঁচ জন সহচরের শিরশ্ছেদ করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই দস্যুর উপদ্রবের কথা ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল। বারংবার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ দস্যুদমনের ব্যবস্থা করিলেন।

চুঁচুড়ায় তখন কর্ণেল বেন্‌সন্ ফৌজদার ছিলেন। তিনিও দস্যুদমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অমলেন্দু নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন; অমলেন্দু তৎকালে ইংরাজের অধীনতায় গোয়েন্দাগিরি করিতেছিলেন। তিনি যুবক হইলেও মেধাবী গোয়েন্দা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মিঃ বেন্‌সন্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বাবু! কে কালাচাঁদ ডাকাত আছে, সে বড় অত্যাচার করিতেছে; তাহার দলকে পাকৃড়াও করিতে হইবে। আমি তোমাকে এই কার্য্য দিতে চাই।"

অমলেন্দু বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি কালাচাঁদ উৎপীড়ক নহে; তাহার দলের কেহ কেহ উৎপীড়ন করিতেছে। যাহা হউক, আপনি যখন বলিয়াছেন, তখন আমি দস্যুদিগের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।"

অমলেন্দু সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজের আবাসে গেলেন। কালাচাঁদ দস্যু হইলেও কালাচাঁদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। দস্যুদমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে দিবস তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি কর্ণেল বেন্‌সন্‌কে জানাইলেন যে চূর্ণির মুখে কয়েকদিনের মধ্যে ৩।৪ বার নৌকালুণ্ঠন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বিশ্বাস, এ কার্য্য কালাচাঁদের দলের লোকেই করিয়াছে। তিনি নৌকা-লুণ্ঠনের তদন্তে গমন করিবেন বলিয়া সাহেবের নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ প্রার্থনা করিলেন।

সাহেবের অনুমতিক্রমে আট জন বোটে সমেত একখানি ছিপ প্রস্তুত হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ অমলেন্দু ছিপে আরোহণ করিলেন; তখন বেলা ১১টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ত্রয়োদশীর জোয়ারে ছিপ্ ভাসিয়া চলিল; পাল তুলিয়া দেওয়া হইল; ছিপ্ দ্রুত ছুটিল।

ছিপ্ কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অমলেন্দুর আদেশ অনুসারে মধ্যে মধ্যে ছিপ্ তীরে লাগান হইতেছে; অমলেন্দু ক্ষণ-কালের জন্য তীরে উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; আবার ছিপে উঠিতেছেন—ছিপ্ ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। সন্ধ্যার সময় আকাশে মেঘ উঠিল। অমলেন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন গঙ্গার কোথাও কোন নৌকা নাই। একজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কোন্ স্থান?" মাঝি উত্তর করিল, "কালীগঞ্জ।" "ছিপ্ লাগাও" বলিয়া অমলেন্দু ছিপের ছাদে আসিয়া বসিলেন। ছিপের বাহিরে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; অমলেন্দু সেই আলোক ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলেন্দু একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রাম কতদূরে?"

"৩।৪ রশি হইবে।"

" বর্ষার মেঘ উঠিতেছে না কি ? "

" সেইরূপ দেখিতেছি ; এ পর্য্যন্ত একদিনও বৃষ্টি হয় নাই, এ মেঘে জল হইলেও হইতে পারে। "

" তোমরা আহারের ব্যবস্থা কখন্ করিবে ? "

" যে কারণে আসিয়াছেন, তাহার জন্য আরও দুই এক প্রহর অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা সময় বুঝিয়া আহারের যোগাড় করিব। "

"বেশ" বলিয়া অমলেন্দু তাহাকে বিদায় দিলেন। অন্ধকারে দূরবর্ত্তী স্থান লক্ষ্য হইবে না বুঝিয়া অমলেন্দু আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে অমলেন্দু দেখিলেন দূরে একটা আলোক দেখা যাইতেছে। আবার মাঝিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে ? "

" ঐ স্থানে শব-দাহ হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহারই আলোক।

" ভুল ; নৌকা আসিতেছে ; ছিপ্ খোল। "

" বিদ্যুতের আলোকে মাঝিও বুঝিল নৌকার আলোক। সে বলিল, " নৌকা এই দিকেই আসিতেছে ; এতক্ষণ এই আলোক ছিল না, এখন দেখা যাইতেছে—নৌকা এই দিকেই আসিবে। হয় ত ঝড় উঠিবে।"

"যদি সেই নৌকাই হয়, তাহা হইলে এদিকে আসিবে না ; তাহারা সাবধানতার সহিত নৌকা চালায়।"

মাঝি পুনরপি বলিল, "ঝড় উঠিবে।"

"প্রাণের মায়া করিও না ; আমাদের ছিপ ভাল, আগে তাহার যাইবে ; তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তীরে তীরে চল।"

মাঝি ছিপ্ খুলিল; পাল তুলিল না; দাঁড় বাহিয়া চলিল। অমলেন্দু ছাদের উপরেই রহিলেন; দেখিলেন আলোক ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

অমলেন্দুর ছিপ্ তীরে তীরে চলিল; কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মাঝি বলিল, "ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, বোধ হয় এখনই জল হইবে।"

অমলেন্দু দূরবর্ত্তী আলোকের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন; মাঝির কথার কোন উত্তর দিলেন না; মাঝিও পুনরপি কোন কথা বলিল না। ছিপ চলিল; অল্পক্ষণ পরেই ঝড় উঠিল; ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মাঝি বলিল, "ভিতরে যান"।

অমলেন্দু অন্ধকারে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আলোক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন ভিতরে যাওয়া হইবে না। নৌকা কত দূরে হইবে?

"নিকটেই আসিয়াছে।"

"আমাদিগকে দেখিতে পাইবে কি?"

"বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পারে, নৌকা নিকটে আসিয়াছে।"

"এইবার ছিপ লাগাও। চারিজন পুলিশের বেশ ধর; সময় বুঝিয়া তাহারা তীরে অপেক্ষা করিবে।"

মাঝি অমলেন্দুর অভিপ্রায় বুঝিল; তাঁহার কথা অনুসারে কার্য্য হইল। ঝড় আরও একটু প্রবল হইল। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা নঙ্গর করিতেছে না কেন?"

"বুঝা যাইতেছে না; এ ডাকাতেরই নৌকা, নতুবা এত দুঃসাহস হইত না।"

সহসা নৌকার আলোক নিবিল; অমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলোক নিবিয়া গেল কি?" কেহ উত্তর দিল না।

আলোক জ্বলিল না দেখিয়া অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝিতেছ? আবার ছিপ খোল।"

মাঝি এবার জানাইল যে ভীষণ ঝড় উঠিতেছে, ছিপ খোলা সঙ্গত হইবে না। এমন সময় নৌকায় একবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল, আবার নিবিয়া গেল। ভয়ানক ঝড় উঠিল। অমলেন্দু বলিলেন, "খোল; বিলম্ব করিও না।" মাঝি আবার ঝড়ের কথা বলিল। অমলেন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার না আসা উচিত ছিল; সব পণ্ড করিবে কি?" মাঝি অগত্যা ছিপ খুলিল। বায়ুর তাড়নায় ছিপ দুলিতে লাগিল। দুইজন লোক রশি ধরিয়া ছিপ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যুতের আলোকে অমলেন্দু দেখিলেন, নৌকা তীরে লাগিয়াছে। ঝড় ভীষণতর হইয়া উঠিল; মাঝি আরও দুইজনকে গুণ ধরিবার জন্য নামাইয়া দিল; পবনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুইজনে ছিপ সামলাইতে অসমর্থ হইয়াছিল।

অমলেন্দু ছিপের ছাদে বসিয়া ভিজিতেছিলেন; মাঝিকে নৌকার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া তিনি ভিতরে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটা প্রবল বাত্যা আসিল; নৌকার নঙ্গর গঙ্গাতীরে বালির উপর রাখা হইয়াছিল, বালি সরিয়া গেল, নৌকা নঙ্গর টানিয়া বাহির জলে ভাসিয়া গেল। মাঝি সাবধান হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বেগে ঝড় আসিল, সেই ঝড়েই নৌকা ডুবিল।

"গয়ারাম, নৌকা যে ডুবিল" বলিয়াই অমলেন্দু গঙ্গার জলে পড়িলেন, গয়ারামও ঝাঁপ দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

তখনও ঝড় বৃষ্টি থামে নাই। অন্ধকারে অমলেন্দু জলমগ্ন জনগণের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। একবার গা ভাসান দিয়া কান পাতিয়া রহিলেন, যদি কাহারও সন্তরণজনিত শব্দ শুনিতে পান, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না—কেবল মেঘগর্জ্জন ও পবনের শন্ শন্ শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এইভাবে কিছুক্ষণ সন্তরণ ও জলমগ্ন জনগণের সন্ধান করিবার পর হতাশ হইয়া অমলেন্দু গয়ারামকে ডাকিলেন। দুই তিন বার আহ্বানের পর গয়ারাম দূর হইতে উত্তর দিল। অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহারও সন্ধান পাইলে?" গয়ারাম উত্তর দিল "না"। অমলেন্দু তাহাকে তীরে উঠিতে বলিলেন। উভয়ে তীরে উঠিলেন।

তীরে উঠিলে উভয়েরই কম্প বোধ হইল। গয়ারাম বলিল "ছিপে গিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিবেন চলুন।" অমলেন্দু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরে কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে মহাশয়?"

অমলেন্দু উত্তর দিলেন, "আমরা যাত্রী, হয় ত আমরা আপনারই সন্ধান করিতেছি

প্রশ্নকর্ত্তা নিকটে আসিলেন, বিদ্যুৎ চমকিল। তিনি উভয়কে তিলেকের আলোকে দেখিয়া বুঝিলেন যে এক জন ভদ্রলোক, অপর ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাঁহার ভৃত্য। অমলেন্দু দেখিলেন যে প্রশ্নকর্ত্তাও একজন ভদ্রলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নৌকাই কি ডুবিয়াছে?"

"হাঁ, আমরা বিপন্ন হইয়াছি।"

"আমরা? আপনার সহিত আর কে কে আছে?"

"আমার এক কন্যা আছেন। আমরা শান্তিপুর হইতে আসিতে-ছিলাম, পথে বিপন্ন হইয়াছি।"

"চিন্তিত হইবেন না; আপনার কন্যা কোথায়?"

"ভগবানের কৃপায় তাহাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি। আপনারা কে মহাশয়?"

"আমরাও যাত্রী; ঝড়ের জন্য ছিপ তীরে লাগাইয়াছিলাম, আপ-নাদের নৌকা নোঙ্গর ছিঁড়িল ও ডুবিল দেখিয়াই আমরা আপনা-দিগের উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম।"

"ভগবান আপনাদিগের মঙ্গল করুন—এখন আপনারা কোথায় যাইবেন?"

অমলেন্দু আগন্তুকের কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে সন্দেহও হইল। তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আমরা কাটোয়া হইতে আসিয়াছি, কলিকাতায় যাইব।" গয়ারামকে বলিলেন, "দেখ একটা আলোক লইয়া আইস।" গয়ারাম প্রভুর কথা বুঝিল। আগন্তুক আলোক আনিতে নিষেধ করিলেও সে চলিয়া গেল। অমলেন্দু বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে কন্যাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন? আমার ছিপে বিশ্রাম করিবেন কি?"

আগন্তুক কি ভাবিলেন; শেষে বলিলেন, "আপনি আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, আপনার কথা ঠেলিতে পারিব না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন; আমার কন্যা নিতান্ত বালিকা, তাহাকে লইয়া আসি; আহা, তাহার বড় কষ্ট হইয়াছে।"

অমলেন্দুর মনে হইল, আগন্তুক যেন কথাগুলি সাজাইয়া বলিতেছেন। যাহা হউক তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর যাইয়া আগন্তুক ডাকিলেন, "কোথায় মা?" বালিকা উত্তর দিল, "এসেছেন, এই যে আমি।"

আগন্তুক বালিকাকে তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিতে বলিলেন এবং অমলেন্দুর কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চারি জন লোক তাঁহাদিগের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন ঝড় ও জল অনেকটা থামিয়া গিয়াছে।

অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

চারিজনের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" আগন্তুক কন্যাকে আপনার নিকটে টানিয়া লইলেন।

অমলেন্দু বলিলেন, "আমরা যাত্রী, অদূরে আমার নৌকা বাঁধা আছে; আর আমার সঙ্গী দুই জনের নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, আমি ইহাদিগের সন্ধান করিবার জন্য নৌকা হইতে আসিয়াছিলাম।"

পথরোধকারী বলিল, "তোমার নৌকা আমরা দেখিয়াছি। ইহারা তোমার কে?"

"আমি কোন কথার উত্তর দিব না, তোমরা কে আগে তাহা বল।"

"আমরা পুলিশ—তোমার সঙ্গে কে কে আছে?"

"পুলিশ! এখানে ত লোকালয় নাই; এ দুর্য্যোগে এখানে পুলিশ কেন?"

"ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে! ওরা কে?"

"পিতা পুত্রী—আমার পরিচিত নহেন; তবে দস্যুও নহেন।"

"স্ত্রীলোক আছেন? যাই হউক, আমরা গ্রেপ্তার করিব।"

"আমরা ত দস্যু নহি, কেন গ্রেপ্তার করিবে?"

প্রশ্নকারী ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোক তিন জনের মুখের উপর ধরিল; শেষে বলিল, "আচ্ছা, চলিয়া যাও।" সে নিজেও পুলিশের অপর তিনজনকে লইয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ আগন্তুক কোন কথা কহেন নাই; এখন তিনি বলিলেন, "আপনি আবার এক দায় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু আর আমরা আপনার নৌকায় যাইব না; আমাদের জন্য আপনার অনিষ্ট হইতে পারে; এখনই ত আপনাকেও গ্রেপ্তার করিত।"

"ভদ্রলোকের বিপদে যদি ভদ্রলোক সাহায্য না করিবে, তবে কে করিবে? এতক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে আছেন, আর থাকিবেন না, আপনাদের পীড়া হইবে, বিশেষ আপনার কন্যা নিতান্ত বালিকা"

আগন্তুক কাজেই নৌকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। পুলিশের লোকেরা ক্ষিপ্রতার সহিত ছিপে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। অমলেন্দু আগন্তুক ও তাঁহার কন্যাকে ছিপে তুলিয়া দিয়া আপনি উঠিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে গয়ারাম ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। সকলে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অতঃপর আহারের উদ্যোগ হইল। আহারান্তে আগন্তুক জানাইলেন যে তাঁহারা চুঁচুড়ায় যাইতে পারেন। অমলেন্দু তাঁহাদিগকে চুঁচুড়ায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

ছিপে আসিয়া অমলেন্দু দেখিলেন যে আগন্তুকের কন্যা বালিকা সত্য, কিন্তু বালিকার হাবভাব তাহার নাই। অমলেন্দুর বোধ হইল যে বালিকা অতিরিক্ত চতুরা, যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতেছে। বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে অমলেন্দু ছিপ খুলিবার আদেশ দিলেন। ভাটার মুখে ছিপ্ দ্রুত চলিল। অমলেন্দু অপরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "আপনার সাহচর্য্যে বড় প্রীত হইলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত আপনার পরিচয় না লওয়ায় বোধ হয় বড় অপরাধ করিয়াছি।"

"যেরূপ বিপদ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে তাহাতে আমারও এ বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে। আমার নাম জগদানন্দ সিংহ, নিবাস শান্তিপুর। চুঁচুড়ায় আমার এক আত্মীয় আছেন, কোন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারই নিকটে যাইতেছি।

"সেখানে আমি কিছুদিন ছিলাম, কে আপনার আত্মীয়?"

"হরিপ্রসন্ন রায়—ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি সেখানে থাকেন।"

"না, চিনিতে পারিলাম না।"

"মহাশয়ের পরিচয়টা জানিতে পারিব কি?"

"আমার নাম কৈলাস চন্দ্র বসু; কৃষ্ণপুরে আমার বাড়ী, সেখানে কিছু জমিজমা আছে; তাহার উপর কলিকাতায় ব্যবসায়ও আছে।"

"আপনি যে মহাশয় লোক, আপনার ব্যবহার দেখিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। আপনি আমার কন্যার জীবন দান করিলেন; আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

অতঃপর আরও দুই একটী কথা হইলে অমলেন্দু তাঁহাকে শয়ন করিতে বলিয়া নিজে ছিপের বাহিরে আসিলেন। জগদানন্দ সিংহ ইহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন যে ছিপের বাহিরে শয়ন করায়

তিনি অভ্যস্ত, ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, অমলেন্দু অধিকক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না।

রাত্রিশেষে সুযোগ বুঝিয়া অমলেন্দু গয়ারামকে বলিলেন, "দেখ, আমার সন্দেহ হইতেছে; চুঁচুড়ায় ব্যবসায়ী হরিপ্রসন্ন রায় কে? যাহাই হউক, তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে।" অমলেন্দু গয়ারামকে কিছু উপদেশ দিলেন।

যথাসময়ে ছিপ চুঁচুড়ার অদূরে ঘাটে গিয়া লাগিল। একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার ছিপ?"

গয়ারাম উত্তর দিল, "সওদাগরী।" সিপাহী ফিরিয়া যাইতেছিল, গয়ারাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাজার কতদূরে?" সিপাহী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, "কাছেই।" অমলেন্দু তখনও ছিপের ছাদে ছিলেন, জগদানন্দ ও তাঁহার কন্যা ভিতরেই ছিলেন। গয়ারাম নামিয়া গেল।

জগদানন্দ কন্যাকে লইয়া অমলেন্দুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। বলিলেন "আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

"বেশ! এমন কথা বলিতেছেন কেন?" জগদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আসি"—বালিকা নমস্কার করিল। অমলেন্দু এখনও দেখিলেন, বালিকার সেই ভাব। উভয়ে ছিপ হইতে তীরে নামিলেন। অমলেন্দু ছিপের ভিতরে গেলেন। তাঁহার মনে আবার সন্দেহ হইল; এখানে আত্মীয়ের বাড়ী, আমি কলিকাতায় যাইব শুনিলেন, অথচ একবারও আমাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন না? অমলেন্দু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ছিপ হইতে নামিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পরই একজন পুলিশ কর্ম্মচারী জগদানন্দকে আটক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"জগদানন্দ সিংহ ; কেন মহাশয়?"

"প্রয়োজন আছে ; আপনার নাম জগদানন্দ নহে, কালাচাঁদ সিংহ ; নহে কি?"

"জগদানন্দ হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "কালাচাঁদ সিংহ কে?"

"আপনি—আমি আপনাকে চিনি। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

জগদানন্দ যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "বেশ, আমাকে যদি কালাচাঁদ বলিয়াই মনে করেন, তবে আমার অপরাধটা কি, তাহা শুনিতে পাইব না কি?"

"অপরাধ, দস্যুতা।"

"আমি দস্যু?" জগদানন্দ আবার হাসিয়া উঠিলেন। শেষে কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল মা, এক পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি দেখিতেছি।"

"পাগল হইলেও আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

এইবার উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। অমলেন্দু গোলমাল শুনিয়া ছিপের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জগদানন্দ বাবু? গোলযোগ কিসের?"

জগদানন্দ ক্রোধভরে বলিলেন, "পুলিশের কাজ পাইয়া লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ; বলে আমি কালাচাঁদ! দেখুন ত ম'শায়!"

অমলেন্দু ধীরে ধীরে তীরে আসিলেন, দেখিলেন বালিকা ছল ছল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। অমলেন্দু পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে মহাশয়? ভদ্রলোককে আটক করিয়াছেন কেন?

"ইনি দস্যু; গ্রেপ্তারের হুকুম আছে।"

অমলেন্দুও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দস্যু কি এই রকম? উনি যে আমার সঙ্গে আসিলেন; তবে আমাকেও দস্যু বলিয়া গ্রেপ্তার করিবেন না কেন?"

"ইহাঁকে চিনি, আটক করিয়াছি, আপনাকে চিনিলে আপনাকেও আটক করিতাম।"

"বলি, দস্যুর সঙ্গে কি সৎলোক থাকে? আমিও ত দস্যু হইতে পারি?"

"বেশ, না হয় গ্রেপ্তার করিব না; একবার থানায় যাইতে দোষ কি?"

জগদানন্দ বাবু কথাটা শুনিয়াই বলিলেন, "হাঁ, কেন যাইব না? চল; কোথায় যাইতে হইবে চল।" অমলেন্দু বলিলেন, "ভয় কি মহাশয়, চলুন আমিও যাইতেছি।"

সকলে থানায় গেলেন। পুলিশ জগদানন্দকে ও তাঁহার কন্যাকে একটি ঘরে বসাইয়া রাখিল। অমলেন্দু বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; একজন প্রহরী তাঁহাকে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমলেন্দু রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া জগদানন্দ বাবুর নিকটে গমন করিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী একখানি কাগজ দেখিলেন, কয়েকবার জগদানন্দ সিংহের

মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে বলিলেন, "ভুল হইয়াছে, আপনি যাইতে পারেন।"

জগদানন্দ ও তাঁহার কন্যা উঠিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "পুলিশ কেবল নাকাল করিতেই পারে।" পুলিশ কর্ম্মচারী অমলেন্দুর গা টিপিয়া কানে কানে বলিলেন, "কাজটা ভাল করিলেন না।"

থানা হইতে বাহির হইবার পর জগদানন্দের কন্যা অমলেন্দুকে বলিলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে আসিবেন? আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নহে।" অমলেন্দু এইবার জগদানন্দের কন্যার বালিকা-সুলভ হাবভাব দেখিলেন। তিনি বলিলেন, "থাক্‌, আমাকে কলিকাতায় যাইতেই হইবে, ফিরিবার সময়ে অবশ্যই দেখা করিয়া যাইব। জগদানন্দের কন্যা রাজপথে আবার ভূমিষ্ঠা হইয়া অমলেন্দুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ নমস্কার করিল। পরে সকলে পৃথক দিকে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্যর্থ চেষ্টা।

ত্রিবেণী ঘাটের অদূরে তৃণক্ষেত্রের উপরে বসিয়া অজিতকুমার তাঁহার বন্ধু ভূপতিচরণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। গঙ্গায় মাঝিরা নৌকার সারিতে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তিহেতু কেহ বা নৌকায় বসিয়া সূতা কাটিতেছে, আর কেহ বা গান গায়িতেছে। সন্ধ্যার সমাগমে যেন সেই ক্লান্তি, সেই অবসাদ গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিন পরে ভূপতিচরণ আজ অজিত কুমারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাই গঞ্জের কোলাহলের বাহিরে গঙ্গাতীরে অজিতকুমার তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত। এমন সময় সুকুমার পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিল। অজিতকুমার অপরের অলক্ষ্যে তাহা দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটিল না।

কথায় কথায় অজিতকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; দূরে বসিয়া সুকুমার সেই হাসির অনুকরণ করিল। সুকুমারের আচরণে অজিতকুমারের ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিল না, কিন্তু ভূপতিচরণ বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি অজিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে হে? পাগল না কি?"

"না" বলিয়া অজিতকুমার পূর্ব্বকথার অবতারণা করিলেন। কিন্তু ভূপতিচরণের দৃষ্টি সুকুমারের প্রতি ন্যস্ত হইল। তিনি দেখিলেন সুকুমার তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া হাসিতেছে, নানারূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। তিনি অজিতকে বলিলেন, "দেখ, লোকটা আমাদিগকেই দেখিতেছে, আর হাসিতেছে। তুমি ওকে চেন না কি ?"

"না"।

"তবে লোকটা এত স্থান থাকিতে আমাদিগের নিকটে আসিল কেন, আর আমাদিগকে দেখিয়া অমন পাগলামি করিতেছে কেন ?"

"নিকটে আর কই ? অনেক দূরে বসিয়াছে। যাক্, ওদিকে তুমি চোখ ফিরাইতেছ কেন ?"

"দেখ, দেখ—লোকটা ত ভারি বদমায়েস, করিতেছে দেখ !"

"তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি !"

"না, এ কেমন কথা—এমন বেয়াদপ লোক ত কখন দেখি নাই। লোকটার কিছু উদ্দেশ্য আছে।"

"যা থাকে, এখনই প্রকাশ পাইবে।" অজিত হাসিলেন।

"তুমি হাসিতেছ যে ? লোকটাকে জান না কি ? তুমিও হাসিলে, আর ও ব্যক্তিও হাসিল, লোকটা তোমারই উপর দেখিতেছি। চলত আমরা আর একটু দূরে যাই, দেখি ও কি করে।"

"কি আর করিবে ? ও ব্যক্তিও যাইবে।"

"ও ! বুঝিয়াছি—তবে যে বলিতেছ, ওকে জান না ?"

"সত্যই জানি না, কিন্তু একপ্রকার অনুমান করিতেছি।" অজিতকুমার ও ভূপতিচরণ অন্যত্র উঠিয়া গেলেন। সুকুমার আরও একটু দূরে গিয়া বসিলেন। ভূপতিচরণ আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ব্যাপারটা কি আমাকে জানিতে হইতেছে।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া

একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"তবে এখন আসি।" ভূপতিচরণ অজিতের নিকট হইতে ফিরিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুকুমার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার বাড়ী কোথায়?"

ভূপতিচরণের বড় রাগ হইল, তিনি বলিলেন "যমের বাড়ী"।

"তা যাক, আপনার বাড়ীতে আমি যাইতে চাহি না; আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

ভূপতিচরণ দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"কি কথা?"

"ঐ লোকটি আমাকে দেখিয়া কেন হাসিতেছিলেন, বলিবেন কি?"

"তিনি কেন হাসিবেন, আপনিই ত হাসিতেছিলেন!"

"আমি নিজের মনে হাসিতেছিলাম। আমি তাঁহাকেও হাসিতে দেখিয়াছি, তিনি কেন হাসিতেছিলেন?"

"আপনার রকম দেখিয়া আমারও হাসি পাইতেছিল।"

"তা আপনি হাসুন; তিনি কেন হাসিবেন? তিনি আমাবসম্বন্ধে কিছু বলিতেছিলেন কি?"

ভূপতিচরণ কৌতুহলী হইয়া বলিলেন, "বলিতেছিলেন যে আপনি পাগল।"

সুকুমার আর কোন কথা না বলিয়া অজিতকুমারের দিকে অগ্রসর হইল। ভূপতিচরণ বলিলেন "আপনি ওদিকে যাইতেছেন কেন?"

"আমি পাগল, তিনি আমাকে এত বড় কথা বলেন!" সুকুমার আর কোন কথা না শুনিয়া অজিতকুমারের কাছে গেল। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি ম'শায়, আপনি আমাকে পাগল বলিয়াছেন কেন?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি কি নিজের কাণে শুনিয়াছ?"

"ঐ ভদ্রলোকটি আমাকে বলিলেন। আরও, আপনি আমাকে তুমি বলিবার কে?"

"উনি যদি বলিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাগল বলিয়াছি।"

"আবার তুমি?"—এই বলিয়াই সুকুমার অজিতকুমারকে দুই তিনবার মুষ্ট্যাঘাত করিল। ভূপতিচরণ দৌড়িয়া আসিলেন। অজিত হাসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না—কিছু বলিও না। দেখিতেছ না, লোকটা পাগলই বটে।"

"আবার ঐ কথা!" বলিয়াই সুকুমার আবার মুষ্ট্যাঘাত করিল। অজিতকুমার আবার হাসিলেন। ভূপতিচরণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি অবাক হইয়া অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুকুমার ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি এমন কাপুরুষ! এমন জানিলে তোমার গায়ে হাত তুলিতাম না।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন,—"আমি পুরুষ, তাই রাগ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" সুকুমার চলিয়া গেল। ভূপতিচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, তুমি আমাকে অবাক করিয়াছ। কথাটা কি বল ত?"

"লোকটা বিবাদের চেষ্টায় ফিরিতেছিল। আমাকে বেশ দুই এক ঘা দেবে, অথবা হত্যা করিবে, এই ইচ্ছা।" ভূপতিচরণ আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"বল কি?" অজিতকুমার বলিলেন,—"অনেক কথা, পরে জানাইব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

অজিতকুমার রাগ করিলেন না; কাজেই বিবাদ পাকিয়া উঠিল না, সুকুমারেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কোনরূপে বিবাদের সৃষ্টি করা এবং আপনাকে অজিতকুমারের শত্রু বলিয়া পরিচয় দেওয়াই সুকুমারের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু চতুর অজিতকুমারের নিকটে সুকুমারের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তথাপি সুকুমার ভাবিল যে, অজিত-কুমার ত বলিয়াছেন যে, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সুকুমার এই আশায় গঙ্গার তীরপথ ধরিয়া প্রেতবনের দিকে অগ্রসর হইল—উদ্দেশ্য, একবার স্নেহলতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

প্রেতবনের সমীপবর্ত্তী হইয়া সুকুমার গঙ্গাতীরে উপবেশন করিল। সে প্রেতবনে প্রবেশ করিতেছে, পাছে কেহ ইহা দেখিতে পায়, সেই জন্যই এই অছিলা করিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—রমণীরত্ন লাভের আশায় নরহত্যা করিতে বসিয়াছি; কালাচাঁদ সর্দ্দারের যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, তাহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, দস্যুদিগের সহিত কিছুকাল বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন মহাপাপ করি নাই। আজ তাহা করিবার সংকল্প করিয়াছি। স্নেহলতা কোথায় ছিল, অনেক দিন তাহার কোন সন্ধানই রাখি নাই, তাহাকে লাভ করিবার

আকাঙ্ক্ষাও ছিল না; কিন্তু সেদিন কেন যে দেখা হইল, কেন যে সে প্রেতবনে লইয়া গেল—কেনই বা সে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল, তাহা কে জানে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, আমার হাতেই যদি অজিতের মৃত্যু লিখিত থাকে, তবে তাহার প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সুকুমার দেখিল যে রাত্রি ক্রমশঃ বাড়িতেছে; চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল; রাত্রিকালে যতটুকু নজর যায়, দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন সে গঙ্গাতীর হইতে উঠিল; ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

দস্যুগৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া সুকুমার দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিল—একবার, দুইবার, তিনবার করাঘাত করিল, স্নেহলতার কোন সাড়া পাইল না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থান করিবার পর আবার একটু জোরে আঘাত করিল, তথাপি কেহ অর্গল খুলিল না। দ্বারপার্শ্ব হইতে এক খণ্ড ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বাটীর ভিতরে নিক্ষেপ করিল, ইষ্টক সশব্দে দেওয়ালে আহত হইল, তথাপি কেহ অর্গল খুলিল না। সুকুমারের ভাবনা হইল।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুকুমার দ্বারে আবার করাঘাত করিল। শেষে স্থির করিল যে একবার স্নেহলতাকে ডাকিবে। কিন্তু পাছে তাহার কণ্ঠস্বর বনের বাহিরে যায়, এই ভয় হইল। সুকুমার ব্যস্ত হইয়া পড়িল, শেষে ডাকিল—কিন্তু স্নেহলতা উত্তর দিল না।

সুকুমার তখন স্নেহলতার বিপদাশঙ্কা করিয়া প্রাচীরের সন্নিহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল; বৃক্ষশাখা হইতে প্রাচীরে অবতরণ করিল, শেষে লাফ দিয়া বাটীর ভিতরে পড়িল। গৃহের চারিদিকে অন্ধকার। একে একে সকল কক্ষের দ্বারেই গেল, দেখিল সব দ্বারই খোলা। অন্ধকারে

সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, স্নেহলতা যে গৃহে আছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। যে কক্ষে বসিয়া সেদিন স্নেহলতার সহিত সুকুমার কথোপকথন করিয়াছিল, সে কক্ষে সুকুমার হস্তপ্রসারণ করিয়া বুঝিল যে পালঙ্ক আছে, কিন্তু রৌপ্য পাত্রাদি নাই; দেওয়ালে হাত দিয়া দেখিল, আয়নাগুলিও নাই। দীপের অভাবে সুকুমার প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। স্থির করিল, কাল প্রত্যূষে এখানে আসিয়া রহস্যোদ্ভেদ করিবে।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সুকুমার বহির্দ্বারে আসিল; অর্গল খুলিবার সময়ে দেখিল যে অর্গলের সহিত একখণ্ড বড় কাগজ আঁটা রহিয়াছে। সুকুমার কাগজখানি লইয়া নিঃশব্দে প্রেতবন হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিজের আবাসে গিয়া সুকুমার কৌতূহল বশতঃ কাগজখানি দীপালোকে ধরিয়া দেখিল। দেখিল যে তাহাতে স্নেহলতা তাহাকেই কয়েকটি কথা লিখিয়াছে। লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা বিশেষ কোন কারণে প্রেতবন হইতে চলিয়া যাইতেছে, দুই একদিনের মধ্যেই ফিরিবে। পত্রে স্নেহলতা তাহাকে তাহার সংকল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে; অজিতকুমারের মৃত্যু ব্যতিরেকে স্নেহলতা কোথাও সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, একথাও জানাইয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া সুকুমারের চিত্তে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল। স্নেহলতা তাহাকে প্রতারণা করিতেছে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে স্থান পাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছলনা।

নানা চিন্তায় রাত্রিতে সুকুমারের নিদ্রা হইল না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সুকুমার শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার প্রেতবনে গেল। এবার আলোক জ্বালিবার উপকরণ লইয়া গেল।

প্রেতবনে স্নেহলতার গৃহদ্বারের অদূরে উপস্থিত হইবামাত্র সুকুমারের মনে হইল, কে যেন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সুকুমার বনমধ্যে অন্ধকারে স্পষ্ট তাহাকে চিনিতে পারিল না, তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সুকুমারের বোধ হইল যে সে স্নেহলতা, অপর কেহই নহে। সুকুমার একবার স্নেহলতা বলিয়া ডাকিল, সে সেই মুহূর্ত্তে দ্রুত পাদবিক্ষেপে কোথায় চলিয়া গেল। সুকুমার অনেক সন্ধান করিল, আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সুকুমারের সন্দেহ আরও বাড়িল।

রাত্রিকালে স্নেহলতা প্রেতবনে ছিল কিনা তাহা জানিবার জন্য সুকুমার দস্যুগৃহে গেল। দেখিল সন্ধ্যার পর অনুভূতির সাহায্যে সে গৃহের যেরূপ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তখনও সেইরূপই আছে। রাত্রিকালে সেই গৃহে যে কেহ ছিল, তাহার কোন লক্ষণই সুকুমার দেখিতে পাইল না। কিন্তু বনমধ্যে সে যে স্নেহলতাকেই দেখিয়াছে,

এ সন্দেহও তাহার মন হইতে দূর হইল না। স্নেহলতা কেন তাহাকে দেখিয়া লুকাইল, এই চিন্তা করিতে করিতে সুকুমার গৃহে ফিরিল। তখন প্রভাত হইয়াছে।

সুকুমার আহার নিদ্রা ভুলিল; চিন্তায় সে অধীর হইয়া পড়িল। অজিতকুমারকে একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে সে প্রহার করিয়াছে, অথচ অজিতকুমার তাহার প্রতিশোধ লইলেন না—সুকুমার একবার তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ভাবিল; আবার পরক্ষণেই স্নেহলতার সহসা স্থানান্তর গমন এবং বনমধ্যে তাহার সাক্ষাৎলাভের কথা তাহার মনে পড়িল। উভয়বিধ চিন্তায় সুকুমার বিচলিত হইয়া পড়িল।

কোনওরূপে দিবাভাগ অতীত হইলে অজিতকুমারের সাক্ষাতের আশায় সুকুমার গঙ্গাতীরে গমন করিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু অজিতকুমারের সহিত দেখা হইল না। গঙ্গাতীর হইতে উঠিয়া সুকুমার পুনরায় প্রেতবনে গেল। দেখিল গৃহের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। অগত্যা সে গৃহে ফিরিল।

রাত্রিতে আহারাদি সমাপন করিয়া সুকুমার স্থির করিল যে গৃহে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, ইহার অপেক্ষা গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাওয়া ভাল। সুকুমার বাটী হইতে বাহির হইল, কিন্তু গঙ্গাতীরে গেল না—বড় রাস্তা ধরিয়া বিপরীত দিকে ত্রিবেণীর প্রান্তভাগে গমন করিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে সুকুমার দেখিল একখানি অশ্বযান আসিতেছে। গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইলে সুকুমার শুনিল, গাড়ীর ভিতরে যেন কোন স্ত্রীলোক ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে "ওগো আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।"

সুকুমার স্থির করিল যে, কোন রমণীকে কেহ ধরিয়া লইয়া যাই-তেছে। "কে গা? কি হয়েছে?" বলিয়া সুকুমার গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া গেল। তখনই এক ব্যক্তি রমণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গাড়ী ছুটাইল। সুকুমার নিকটবর্ত্তী হইলে রমণী অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিল।

সুকুমার বলবান পুরুষ। রমণীর প্রেমের আশায় সে নরহত্যা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। স্নেহলতার রূপ ও ঐশ্বর্য্য তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে; নতুবা সুকুমার পিশাচ নহে। লোকটা গাড়ী ছুটাইয়া পলায়ন করায় সুকুমারের ক্রোধ হইল। একবার মনে করিল, গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া লোকটাকে দণ্ড দিবে, কিন্তু রমণীকে অসহায়া অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়াও সে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল না। সুকুমার নিরুপায় হইয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোন ভয় নাই, আমাকে আপনার ভাই বলিয়া মনে করিবেন। কে আপনাকে লইয়া যাইতেছিল?"

রমণী কথা কহিল না, নড়িল না।

সুকুমার আবার বলিল, "আপনার বিপদের কথা না বলেন, ক্ষতি নাই। আপনাকে কোথায় রাখিয়া আসিতে হইবে বলুন, আমি আপ-নার সঙ্গে যাইতেছি।"

রমণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার কাছে লজ্জা করিয়া লাভ নাই। আমি কোন ধনবান ভদ্রলোকের কন্যা, এখন আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পরে সব কথাই বলিব।"

সুকুমার দেখিল, রমণী সুন্দরী। রমণীর হাবভাবে বুঝিল যে সে সুকুমারকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সুকুমার বলিল, "যাই

হোক, রাত্রিকালে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নহে, কোথায় যাইতে হইবে বলুন।”

দূরে আর একখানি গাড়ী আসিতেছিল। সুকুমার বলিল, “গাড়ী ভাড়া করিব কি?” রমণী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। রমণীর কথা অনুসারে গাড়োয়ানকে গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। উভয়ে গাড়ীতে উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ত্রিবেণীর প্রান্ত সীমায় একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলে রমণী গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া রমণী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; সুকুমার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, কিন্তু রমণী বলিল, “আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, একবার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিন। আপনাকে দেখিলে সকলে সুখী হইবেন।”

সুকুমার ভাবিল—এ কেমন কথা! রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের এরূপ বিপদ। ইহা ত গোপনীয়। বাড়ীর লোকও কি ইহা জানে?—সুকুমার বিস্মিত হইয়া রমণীর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

রমণী সুকুমারকে দ্বিতলে লইয়া গেল। সুকুমার বাড়ীর সজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে ধনবানের অট্টালিকা বটে। দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষে উভয়ে প্রবেশ করিল। কক্ষটি নানাবিধ আলেখ্য, বহুমূল্য আলোকাধার প্রভৃতিতে সুশোভিত। সুকুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, “আপনারা খুব ধনবান সন্দেহ নাই, কিন্তু বাড়ীতে অপর কাহাকেও ত দেখিতেছি না?”

“সকলে নিদ্রিত আছেন। যাই হোক, আপনি কখনও এ দিকে আসেন নাই কি?”

“না, আমি কয়েকদিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। এ অঞ্চলে একদিনও আসি নাই।”

" আপনার বড় কষ্ট হইয়াছে ; আপনি একটু বসুন, আমি আসি-তেছি। " রমণী চলিয়া গেল। সুকুমার আত্মবিস্মৃত হইয়া সুন্দর মখমলে আবৃত কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল ; অথচ রমণী আর আসিল না। সুকুমার ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার মনে আবার এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। সুকুমার ভাবিল, কেহ তাহাকে ছলনা করে নাই ত ? আরও কিছুক্ষণ অতীত হইলে সুকুমার স্থির করিল যে নীরবে এই অট্টালিকা হইতে চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সুকুমার উঠিল। কক্ষের বাহিরে দালানে আসিল। দেখিল দালানের দ্বার রুদ্ধ। রমণী দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সুকুমার তাহা জানিতেও পারে নাই। সুকুমারের এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কেহ শয়তানী করিয়াছে।

অজিতকুমারকে হত্যা করিবার জন্য সুকুমার সর্ব্বদাই জামার পকেটে পিস্তল ও ছোরা রাখিত, এই বিপদের সময়ে সুকুমার স্থির করিল যে, যদি কোন দস্যু তাহার সম্মুখীন হয়, তবে সে তাহাকে হত্যা করিতে কণামাত্র বিচলিত হইবে না। আত্মরক্ষার জন্য সুকুমার প্রস্তুত হইল।

পিস্তল লইবার জন্য সুকুমার পকেটে হাত দিল ; দেখিল পিস্তল নাই, এক খণ্ড প্রস্তর আছে। অপর পকেটে হাত দিয়া দেখিল ছোরা নাই। সুকুমার তখন শঙ্কিত হইল। রমণী যে গাড়ীতে কোন সময়ে এ গুলি সংগ্রহ করিয়াছে, সুকুমার তাহা বুঝিল ; মৃত্যু যে নিকটবর্ত্তী সুকুমারের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি অজিতকুমার।

সুকুমার অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে সহসা কাহার কণ্ঠধ্বনি সুকুমারের শ্রুতিগোচর হইল—"কে, সুকুমার?"

সুকুমার ফিরিয়া চাহিল—দেখিল সম্মুখে অজিতকুমার। সুকুমারের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। অজিতকুমার বলিলেন, "তুমি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলে?"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুকুমার বলিষ্ঠ ও সাহসী। বিপদে মূঢ়তা প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নহে। অজিতকুমারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে সুকুমার বলিল, "ও! তুমিই এই ছলনার নায়ক!"

"এ কি ছলনা?"

"ছলনা নহে ত কি? তুমি জান যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না, তাই এই চাতুরী করিয়াছ। কেবল আমাকে—"

"কেবল তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য।"

"প্রবঞ্চক! বল' যে হত্যা করিবার জন্য।" সুকুমার ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

"ভুল বুঝিয়াছ, আমি তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই এই কার্য্য করিয়াছি।"

"তবে আমাকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে কেন?"

"তাহা না করিলে তোমার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইত।"

সুকুমার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "আর প্রাণরক্ষার কথা বলিও না। প্রাণরক্ষার পথ ত আটক করিয়াছ!"

"বুঝিতেছ না সুকুমার। তোমার ক্রোধের সময়ে জ্ঞান থাকে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। ক্রোধের সময়ে অস্ত্র হাতে থাকিলে হয়ত তুমি আমাকে আক্রমণ করিতে পার, তাহা হইলে আমাকে তোমার প্রাণনাশ করিতেই হইবে—এই জন্য তোমাকে নিরস্ত্র করিয়াছি। তোমাকে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"আমরা পরস্পর শত্রু, তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না।"

"ভুল সুকুমার, আমি তোমার শত্রু নহি, তোমার সুহৃৎ।"

"যাই হও, এখন তোমার হাতে পড়িয়াছি, হত্যা করিতে হয়, হত্যা কর।"

"না; তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমরা পরস্পরকে ত জানিতাম না—কাল তুমি যখন আমাকে অবমানিত করিয়াছ, সেই সময় হইতে তোমার সহিত আমার যাহা কিছু সম্বন্ধ। তৎপূর্ব্বে কিছু ছিল কি?"

"আমি আর কোন কথা বলিতে চাহি না।"

"তুমি না বল, আমি বলিতেছি। তুমি আমাকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলে; সেই জন্য বিবাদের অছিলায় আমাকে প্রহার করিয়াছিলে, আমি জানি তুমি গুপ্তভাবে হত্যা করিবে না—"

"কে বলিল—" সুকুমার বিস্মিত হইল।

" আমি বলিতেছি। যাই হোক, এখন বলপরীক্ষা করিতে পার। করিতে পার কেন বলিতেছি, তুমি করিতে বাধ্য। যে কোন অস্ত্র চাও, আমি দিতেছি।"

" কোথায় পরীক্ষা হইবে ? এইখানে ?—এখানে ত আমাকে হত্যা করাই তোমার উদ্দেশ্য।"

অজিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ সুকুমার, তুমি প্রতারিত হইয়াছ।"

সুকুমার বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল "যাহা হউক, তবু স্বীকার করিতেছ যে, আমি প্রতারিত হইয়াছি।"

"সত্যই তুমি প্রতারিত হইয়াছ—সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মোহে তুমি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছ।"

সুকুমার বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে একবার অজিতকুমারের দিকে চাহিল। স্নেহলতার কথা অজিতকুমার জানে ; সে যে সুকুমারকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়াছে, অজিত তাহাও শুনিয়াছে—এইরূপ চিন্তা সুকুমারের হৃদয়ে স্থান পাইল। সুকুমার একটু চালাকি করিয়া বলিল, "তুমি যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, তবে আমাকে দ্বার খুলিয়া দাও।"

"দিতেছি ; আর একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। তুমি আমাকে প্রহার করিয়াছ, অবমানিত করিয়াছ।"

"হাঁ করিয়াছি।"

"কোন প্রকারে বিবাদ করিয়া বলপরীক্ষা, অথবা এক কথায় আমাকে হত্যা করাই তোমার অভিপ্রেত ছিল।"

"হাঁ, তাহাই ছিল।"

"তবে এস বলপরীক্ষা করিব।"

"তুমি ছলনা করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছ, এ বিষয়েও চাতুরী করিতে পার, তোমাকে বিশ্বাস নাই।"

"না, কোন প্রকার চাতুরী নাই।"

"আমি বলপরীক্ষা করিতে চাহি না।"

"করিতেই হইবে। তুমি আমাকে প্রহার করিয়াছ, অবমানিত করিয়াছ, আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।"

"সেইভাবে গঙ্গাতীরে যাইও, সেখানে পরীক্ষা হইবে। তোমার গৃহে আবদ্ধ হইয়া আমি তোমার সহিত বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না।"

"নরঘাতকের পক্ষে এইরূপ কাপুরুষতাই শোভা পায় বটে। যাই হোক সুকুমার, তুমি বেশ জানিও, স্নেহলতাকে তুমি বিবাহ করিতে পাইবে না।"

অজিতকুমার দুইখানি অসি বাহির করিলেন। সুকুমারের সম্মুখে অসি দুইখানি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে বড়ই অবমানিত করিয়াছ। আজ হয় তুমি আমার প্রাণ গ্রহণ করিবে, নতুবা আমি তোমার প্রাণ গ্রহণ করিব। গত্যন্তর নাই সুকুমার; যে অসি ইচ্ছা গ্রহণ কর। সত্য বলিতেছি, এ বাড়ীতে অপর কেহ নাই, অসি গ্রহণ কর।"

"তবে তাহাই হউক" বলিয়া সুকুমার একখানি অসি গ্রহণ করিল। উভয়ে প্রস্তুত হইলে সুকুমার বলিল, "একজনকে মরিতেই হইবে; আমার একটি নিবেদন আছে—এখানে লিখিবার সরঞ্জাম আছে কি?"

"আছে" বলিয়া অজিতকুমার সমস্ত বাহির করিয়া দিলেন। সুকুমার একখানি পত্র লিখিল, আর একখানি কাগজে ঠিকানা লিখিয়া দিল। লেখা শেষ হইলে বলিল, "আর একটি কথা বলিবার আছে।

আমার মৃত্যুর পর তুমি দয়া করিয়া এই পত্রখানি পাঠাইয়া দিও। এই কাগজে ঠিকানা রহিল।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তোমারই যে মৃত্যু হইবে, তাহার স্থিরতা কি? তুমি কালাচাঁদ সর্দ্দারের শিষ্য,—"

সুকুমার শিহরিয়া উঠিল! অজিতকুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমার কথা শুনিয়া তুমি বিস্মিত হইতেছ? তুমি বহুকাল পূর্ব্বে কালাচাঁদ সর্দ্দারের শিষ্য ছিলে, তাহা জানি। তুমি দস্যুতাকে ঘৃণা কর বলিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহাও জানি। আমার কথায় বিস্মিত হইও না। কি বলিতেছিলাম, তুমি কালাচাঁদ সর্দ্দারের শিষ্য অস্ত্র-চালনায় সুপটু, তুমি যে আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না, তাই বা কে বলিল?"

"ছলনা-জাল যে ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে আমি নিজের মৃত্যুই নিশ্চিত বলিয়া বুঝিতেছি। যদি অস্ত্রযুদ্ধে আমার জয়ের আশা দেখা যায়, তোমার কোন সহচর আসিয়া ত আমাকে হত্যা করিতে পারে?"

"তুমি এই সন্দেহ করিতেছ? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এখানে তুমি ও আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেহই নাই। এই সুষুপ্ত রজনীতে লোকালয়ের বাহিরে, এই দ্বিতল অট্টালিকার মধ্যবর্ত্তী কক্ষে, উভয়ে ধর্ম্মযুদ্ধ করিব। তুমি নরঘাতক হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, আমি নরঘাতক নহি। যাহা হউক, তোমার পত্র, আমি জীবিত থাকিলে, অবশ্যই প্রেরিত হইবে। এখন অসি গ্রহণ কর, প্রস্তুত হও।"

সুকুমার অসি গ্রহণ করিল। উভয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উভয়ের অসি ঘুরিতে লাগিল। সেই স্তব্ধ রজনীতে ত্রিবেণীর

প্রান্তভাগে দীপালোকে অত্যুজ্জ্বল কক্ষে অসির সংঘর্ষ জনিত শব্দ হইতে লাগিল। যাহার জন্য দুইটি মানবের জীবন লইয়া এই মহা অসি-ক্রীড়া, সেই স্নেহলতা ইহার কিছুই দেখিল না, কিছুই জানিল না।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে অজিতকুমার সুকুমারকে অসি সংবরণ করিতে বলিলেন। সুকুমার অসি নামাইল। অজিতকুমার বলিলেন, "এখন বোধ হয় বুঝিতেছ যে, কে বাঁচিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। এখন বোধ হয় বুঝিতেছ যে, আমি অস্ত্রচালনায় তোমার অপেক্ষা অল্প পটু নহি। তুমি এ বিষয়ে সুদক্ষ, সুতরাং তুমি বুঝিয়াছ যে দুইবার আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। তোমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তোমাকে প্রথম বারেই হত্যা করিতে পারিতাম।"

সুকুমার বুঝিয়াছিল যে অজিতকুমার দুইবার সুযোগ হারাইয়াছেন। সুকুমারের ধারণা হইয়াছিল যে অজিতকুমার অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ নহেন, নতুবা এই দুইবারে তাহার প্রাণরক্ষা হইত না। কিন্তু অজিতকুমারের মুখে সুযোগ দুইটির কথা শুনিয়া সুকুমার স্তম্ভিত হইল ; বলিল, "বুঝিয়াছি।"

অজিতকুমার বলিলেন "বেশ, তবে আবার প্রস্তুত হও।" আবার অসির ঝনৎকার কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। গতবারে অজিতকুমার কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবারে তিনি সুকুমারকে আক্রমণ করিলেন। সুকুমার সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। সহসা সরিয়া গিয়া অস্ত্রত্যাগ করিল।

অজিতকুমার বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, "কাপুরুষের ন্যায় অস্ত্রত্যাগ করিলে কেন? ইহাতে তোমার নরশোণিত-পিপাসা মিটিল কই?"

সুকুমার গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি গলা পাতিয়া দিতেছি, আমাকে হত্যা কর।"

অজিতকুমার আরও হাসিয়া বলিলেন, "এখনও ভুল করিতেছ সুকুমার? যাহাই হউক, অসি-যুদ্ধে যদি অসমর্থ হও, পিস্তল দিতেছি।" অজিতকুমার দুইটি পিস্তল বাহির করিলেন। সুকুমার বলিল, "আমি পিস্তল গ্রহণ করিব না।"

"তাহাও কি হয়? তুমি আমাকে অবমানিত করিয়াছ, আমাকে তাহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে!"

"আমি বক্ষঃ পাতিয়া দিতেছি, গুলি কর।"

নরঘাতকেরা সেভাবে প্রতিশোধ লইবে, আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে চাই। ধর, প্রস্তুত হও।"

"আমি কোন অস্ত্র গ্রহণ করিব না। তোমার হাতে পড়িয়াছি, তুমি যে কোন উপায়ে প্রতিশোধ লইতে পার।"

"বেশ, তবে তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম, ইহাই প্রতিশোধ। কিন্তু জানিও, অসি বা পিস্তল, কিছুতেই তুমি আমার সমকক্ষ নও। ইহা আমার মুখের কথা নহে, আমি দেখাইতেছি।"

অজিতকুমার কক্ষের এক প্রান্তে টেবিলের উপরে ছোট ছোট তিনটি কাগজের গুলি বিভিন্ন স্থানে রাখিলেন। পরে কক্ষের ভিতরে দ্রুত পদচরণা করিতে করিতে উপর্য্যুপরি তিনবার আওয়াজ করিলেন সুকুমার দেখিল, টেবিলে পিস্তলের গুলির চিহ্নমাত্র নাই, কাগজগুলি উড়িয়া গিয়াছে, দেওয়ালে গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুকুমার বুঝিল অজিতকুমারের লক্ষ্যবেধ অনন্যসাধারণ।

ইহার পর অজিতকুমার একটি আলেখ্যের সহিত দুই গাছি সূত্র বাঁধিলেন; দুইটি আলু সেই সূত্রদ্বয়ে আবদ্ধ হইল, আলু দুইটি ঝুলিতে

লাগিল। অজিতকুমার তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে সহসা সূত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন ; আলু দুইটি নিম্নে পতিত হইবার পূর্ব্বেই অজিতকুমার আবার দুইবার তরবারি চালনা করিলেন। সুকুমার দেখিল আলু দুইটির মধ্যস্থল ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুকুমার স্তম্ভিত হইল।

তখন অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "সুকুমার! এখন বোধ হয় বুঝিতেছ যে, তোমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি অনায়াসেই তাহা পারি। কিন্তু আমি জানি, তুমি মোহে পড়িয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তোমাকে আমি হত্যা করিব না। আমি প্রথমাবধি তোমাকে বলিতেছি যে তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই তোমাকে আমি নিরস্ত্র করিয়াছি। এখন বোধ হয় আমার কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলে। শোন সুকুমার, তুমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছিলে। স্নেহলতার চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছিলে। বেশ জানিও, এই যুদ্ধে আমি হত হইলেও তুমি রক্ষা পাইতে না।"

"কেন, সে কি আমাকে হত্যা করিত?"

"দস্যুপালিতা স্নেহলতার অধীন যে কোন নরপিশাচ নাই, একথায় তুমি বিশ্বাস করিও না। স্নেহলতা তাহার সাহায্যেই তোমার প্রাণ-সংহার করিত। অনেকে এইভাবে প্রাণ হারাইয়াছে।"

সুকুমারের ভাব দেখিয়া অজিতকুমার বুঝিলেন যে সুকুমার তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তখন তিনি বলিলেন, "বিশ্বাস হইতেছে না? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিয়া সে লুকাইল কেন?"

সুকুমারের নয়নে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। অজিতকুমার বলিলেন, "তুমি আমাকে অবমানিত করিবার পর তাহার সহিত দেখা

করিতে গিয়াছিলে, দেখা পাও নাই; কাগজ পড়িয়া বুঝিয়াছিলে যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে। কিন্তু একথা যে ঠিক নহে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ, শেষ রাত্রিতে বন মধ্যেই তাহাকে তুমি দেখিয়াছ।"

সুকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অজিতকুমার এ সকল গোপনীয় সংবাদ কিরূপে জানিলেন! সুকুমার হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বড় অপরাধ করিয়াছি, আপনি কে, তাহা জানি না; আমি বারংবার আপনার অবমাননা করিয়াছি।" সুকুমার আর "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিল না।

অজিতকুমার তাহার চিত্তবিকার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি অজিতকুমার, তোমার বন্ধু।"

"আমি সব বুঝিতেছি, কেবল একটা কথা বুঝিতেছি না। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন কেন?"

"তুমি যে আমার বন্ধু!"

"বন্ধু নহি; কখনও ছিলাম না, এখনও নহি। নিশ্চয় আমার প্রাণরক্ষায় আপনার কোন স্বার্থ আছে।"

"আছে।"

"ও! স্বার্থসিদ্ধির জন্য?" সুকুমার ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিল।

"কি স্বার্থ, শোন। স্নেহলতা জানে যে তুমি তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়াছ। সুতরাং তোমার দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।"

"ওহো, আগে তাহা বলেন নাই কেন? একটা স্ত্রীলোকের প্রাণহানি করাই উদ্দেশ্য।" সুকুমার ঘৃণার সহিত কথাগুলি বলিল।

"তুমি এখনও ভুল বুঝিতেছ! তাহার প্রাণ গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে এতই কষ্টসাধ্য? তা নয়; সে যাহাতে কাহারও প্রাণ গ্র

করিতে না পারে, তাহার মতি গতি যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহার উপায় করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"আপনি ত তাহাকে আনায়াসে পুলিশের হাতে দিতে পারেন। ফৌজদারকে সংবাদ দিলে যে কার্য্য হয়, তাহার জন্য এত আয়োজন কেন?"

"পুরুষ হইয়া একটা সামান্য স্ত্রীলোকের এই ভাবে অনিষ্ট করিব? যে কার্য্য আমি নিজে পারি, সে কার্য্যের জন্য ফৌজদারের দ্বারস্থ হইব কেন? বাঙ্গালীর মেয়েকে বাঙ্গালী সোজা করিতে পারিবে, তাহার জন্য ইংরাজকে ডাকিব কেন? আমি স্বয়ং উদ্‌যোগী হইলে তাহার বিপত্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু তোমাকে সে বিশ্বাস করে, তুমি পরোক্ষ-ভাবে চেষ্টা করিলে সে কোনরূপ সন্দেহ করিবে না—আমার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে।"

সুকুমারের চক্ষে জল আসিল। এমন মহাপুরুষের প্রাণনাশের সংকল্প করিয়াছিল বলিয়া তাহার হৃদয়ে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। সে যুক্তকরে যথোচিত বিনয়ের সহিত বলিল, "আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনি দয়া করিয়া আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি প্রাণপাত করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব। এখন বলুন, আপনি কে?"

অজিতকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন "আমি দেবতাও নহি, অদ্ভুত কোন জীবও নহি। আমি অজিতকুমার।"

"না বলুন, আপনি কে?"

"আমি অজিতকুমার।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অভিনব সঙ্কল্প।

গঙ্গাতীরে সুকুমার অজিতকুমারকে অবমানিত করিয়াছিল; অজিত-কুমার এই ভাবে সেই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। সুকুমার তাঁহার অনুগত হইল সত্য, কিন্তু তখনও তাহার ধাঁধা ঘুচিল না। অজিতকুমার কে, কেন একটা স্ত্রীলোকের পশ্চাতে ফিরিতেছেন, কেনই বা তিনি তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন, এই সকল চিন্তা সুকুমারের হৃদয়ে স্থান পাইল। অজিতকুমার কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সুকুমার তাঁহারই পার্শ্বে বিভিন্ন আসনে উপবেশন করিল, বারংবার অজিতকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু সন্দেহের কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। চতুর অজিতকুমার তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে সুকুমারের সন্দেহ এখনও অপনোদিত হয় নাই। তাই তিনি বলিলেন, "সুকুমার এখনও তুমি ভাবিতেছ যে আমি তোমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছি, নয়?"

অজিতকুমারই কথাটা পাড়িলেন দেখিয়া সুকুমার আশ্বস্ত হইল। সে তাহার সন্দেহের কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। অজিতকুকারের প্রশ্ন শুনিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, "সত্য কথা বলিতে কি, আমার মনে বড়ই ধাঁধা উপস্থিত হইয়াছে।"

"বেশ, তোমার সন্দেহ আমি দূর করিয়া দিতেছি; কিন্তু আগে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব; তুমি সরল ভাবে সে কথার উত্তর দিতে পারিবে কি? মিথ্যা কথা কহিও না, কাপট্য করিও না, আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিব না।"

"আমার সহিত সদ্ভাবে আপনার স্বার্থ আছে, তাহা আমি বুঝিতেছি; সুতরাং আপনি আমার অনিষ্ট করিবেন না, তাহাও স্বীকার করিতেছি। যাই হোক, আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, বলুন; আমি সরল ভাবেই আপনার কথার উত্তর দিব।"

অজিতকুমার সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, ওভাবে কথা কহিলে চলিবে না; রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত নাক টিপিয়া চোখ বুজিয়া কথা কহিলে চলিবে না। আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি যে আমি তোমার বন্ধু; তুমি প্রাণ খুলিয়া বল যে বন্ধুর কাছে অকপট ভাবে সকল কথার উত্তর দিবে।"

"আচ্ছা, আমি যদি কপটতা করি?"

"তা' হলেও আমি তোমার অনিষ্ট করিব না, তুমি কপটতা করিলেও আমি তোমার বন্ধুই থাকিব। তবে কপটতা করিলে আসল কথাটা তোমার কাছে প্রকাশ করিব না; তোমার সন্দেহ দূর করিতে গেলে যে সকল কথা তোমাকে বলা আবশ্যক, সে সকল কথা তোমাকে বলিবনা।"

সুকুমার একটু চালাকি করিয়া বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইতেছে—আমি যদি কপটতাই করি, আপনি তাহা কিরূপে জানিবেন?"

অজিতকুমার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সুকুমার বোকার মত কথা কহিতেছ কেন? যে লোক তোমার নাড়ী নক্ষত্রের খবর জানে, সে তোমার সামান্য কপটতাটুকু বুঝিতে পারিবে না?"

সুকুমার অপ্রতিভ হইল ; কিন্তু মুখের ভাব সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তাই যদি পারিবেন, তবে আমি কপটতা করিব কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

"ইহাও এক রকম পরীক্ষা। জেনো সুকুমার, তুমি সত্য কথাই বল, আর মিথ্যা কথাই বল, আমার বুঝিতে কিছুই বাকী থাকিবে না। তবে তোমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি জান ? তোমার মনের বল বুঝিবার জন্য।"

"আচ্ছা আপনি বলুন, আমি সরল ভাবেই কথার উত্তর দিব।"

"না, প্রতিশ্রুত হও।"

"তবে আবার প্রতিশ্রুতি কেন ?"

"কেন জান ? যদি প্রতিশ্রুত হইবার পরও তুমি মিথ্যা কথা বল, তবে বুঝিব তুমি আমার কার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত, তুমি পুরুষের মধ্যে অধম।"

"বেশ, প্রতিশ্রুত হইলাম।"

অজিতকুমার গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্নেহলতাকে ভালবাস ?"

সুকুমার শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বল না, তাহাতে আর লজ্জা কি ?"

"এ কথার উত্তর আমি এখন দিতে পারিলাম না।"

"তবে তুমি সরল হইতেছ কই ? এই মাত্র ত তুমি বলিলে যে তুমি আমার সকল কথার সরলভাবে উত্তর দিবে ?"

"বলিয়াছি সত্য, কিন্তু স্নেহলতাকে ভালবাসি কি না, সে বিষয় জানিবার প্রয়োজন কি, তাহা ত বুঝিতেছি না।"

অজিতকুমার বলিলেন, "যদি আমার কাজ কর সুকুমার, তাহা হইলে অনেক সময় আমার প্রয়োজন কি তাহা না বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। যাই হোক, তুমি কেন যে সরল হইতে পারিতেছ না, তাহা আমি বুঝিতেছি। আমি বুঝিতেছি যে তুমি এখনও আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পার নাই—আমার ভাবগতিক দেখিয়া, আমার পৌরুষ দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইয়াছ, সেই বিস্ময়ের ফলেই তুমি স্বীকার করিয়াছ যে আমার কাজ করিবে, কিন্তু আমি যে তোমার বন্ধু, আমি যে সরল ভাবেই তোমার সহিত কথা কহিতেছি, এটা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। কেমন, নহে কি ?"

বাস্তবিকই সুকুমার সম্পূর্ণরূপে অজিতকুমারকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অজিতকুমার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি, এই কথা ভাবিয়াই সুকুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথায় পরিচালিত হইতেছিল। সে যখন বুঝিল যে, অজিতকুমার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন তাহার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জন্মিল। সে সত্য কথাই বলিল। বলিল যে তাহার মনে বড়ই ধাঁধা লাগিয়াছিল।

অজিতকুমার বলিলেন,—কিসে তোমার সন্দেহ হইতেছে সুকুমার ?

"আমার মনে হয় যে আপনি কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেন করিয়াছেন ?—স্নেহলতার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, তাহার সর্ব্বনাশের পথে আমাকে যন্ত্ররূপে পরিচালন করিবার জন্য—নহে কি ?"

"সর্ব্বনাশের কথা কি বলিতেছ সুকুমার ? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে ইচ্ছা থাকিলে আমি বহু পূর্ব্বেই তাহা করিতে পারিতাম। অনেকদিন পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বর্দ্ধমানে বল, চুঁচুড়ায়

বল, শান্তিপুরে বল, এই ত্রিবেণীতে বল—যেখানে সেখানে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা—"

সুকুমার অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল "তবে কি আপনি গোয়েন্দা ?"

অজিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি গোয়েন্দা।"

সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এখন ব্যাপার অনেকটা বুঝিতেছি।"

"দেখ সুকুমার, আমি যে কে তাহা তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি যদি আমার কাজ কর, তোমার দারিদ্র দূর হইবে, পরম সুখে থাকিবে, শত শত স্নেহলতা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে। তোমাকে আবার বলিতেছি শোন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করিতে, তাহা হইলে তুমিও নিস্তার পাইতে না। স্নেহলতার অধীন দস্যু বা নরঘাতক এখনও আছে, তাহারাই তোমার প্রাণ সংহার করিত।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "এমন শয়তানীকে আপনি রক্ষা করিতেছেন কেন ?"

"ঠিক বলিয়াছ সুকুমার, সে শয়তানী। তোমার মত অনেকে তাহার আশায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। দুই একজন গোয়েন্দাও নাকাল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। শেষে আমি সাধ করিয়া এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি স্নেহলতাকে বেশ জানি। বাল্যকাল হইতে তাহাকে শয়তানী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাই সে শয়তানী। তাহার অন্তর মন্দ নহে, তাহাকে সুপথে চালাইতে পারিলে সে আবার অনেকের আদর্শ হইতে পারে। আমি তাহাকে সুপথে চালাইতে চাই।"

"আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু আপনি কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এরূপভাবে ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিলে কি ফল হইবে ?"

"শোন সুকুমার, তবে সকল কথাই তোমাকে বলি। কেশবপুরের নাম শুনিয়াছ কি?"

"শুনিয়াছি।"

"কেশবপুরের জমিদারকে বোধ হয় জান না?" সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে জমিদারকে অবগত নহে।

"এই জমিদারের বাড়ীতে কালাচাঁদ একবার ডাকাতি করে। জমিদারের চারি বৎসরের কন্যা ললিতাকে সে ধরিয়া আনে এবং স্নেহলতাকে যে ভাবে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাকেও সেই ভাবে প্রতিপালন করিতে থাকে। ললিতা যখন দুই বৎসরের, সেই সময়ে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, ললিতার পিতা তাহার পর আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কন্যাকে লাভ করিবার জন্য নানাস্থানে কালাচাঁদের স্তুতিগান করিয়া বেড়ান। অভিপ্রায় এই যে কালাচাঁদের কোন লোক যদি সে কথা কালাচাঁদকে জ্ঞাপন করে, তবে কালাচাঁদ দয়া করিয়া তাঁহার কন্যাকে ফিরাইয়া দিতে পারে। কেশবপুরের জমিদারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। কালাচাঁদ পরোপকারী ও দয়ার্দ্র-হৃদয় ছিল, সে জমিদারের মানসিক অবস্থার কথা শুনিয়া, এক বৎসর পরে, ললিতাকে তাহার পিতৃভবনে রাখিয়া আসে। কেশবপুরের জমিদার ললিতাকে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রার্থনা করেন—আমার কন্যা নিতান্ত বালিকা, দস্যু কর্ত্তৃক এক বৎসর প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাকে সংসারে গ্রহণ করিলে আমার বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে কিনা, তাহা বলুন।" নানাস্থানের ব্রাহ্মণগণ এই নিমন্ত্রণে আসিয়া একবাক্যে বলেন যে কন্যা এখনও পূর্ণ পাঁচ বৎসরের হয় নাই, তাহার এই প্রবাস ধাত্রীগৃহবাস বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে

প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা দেন। জমিদার মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক চাল চালেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া তাঁহার জমিদারির সম্বন্ধে এক লেখাপড়া করেন লেখাপড়ার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার জমিদারির চতুর্থাংশ তাঁহার পোষ্যপুত্র অথবা ভাবিষ্যতে যদি তিনি বিবাহ করেন এবং সেই বিবাহের ফলে যদি তাঁহার সন্তান হয়, তবে সে পাইবে; দ্বিতীয়বারের পত্নী উহা হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন। বিবাহদি না করিলে ললিতার প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা জমিদারীর এই অংশ পাইবে। জমিদারীর বার আনা রকম অংশ ললিতাকে সেই দণ্ডেই দেওয়া হইল। তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ জমিদারির ভূমি ললিতার দানরূপে তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। সমগ্র জমিদারির বাকি অর্দ্ধাংশ ললিতার; তিনি যতদিন বাঁচিবেন, ততদিন কন্যার অন্নেই তিনি থাকিবেন এবং কন্যার জমিদারী দেখিবেন। ইহা ছাড়া লেখাপড়ায় আরও অনেক কথা থাকে। সে সকল কথা তোমাকে পরে বলিব।"

সুকুমার একমনে এই কথা শুনিতেছিল। সে বুঝিল যে কথাটি সে সম্পূর্ণ শুনিতে পাইল না; তথাপি বলিল, "জমিদার এখনও বাঁচিয়া আছেন?"

"না, ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।"

"ললিতার কি হইল?"

"তাহাই তোমাকে বলিব। ললিতাকে প্রতিপালন করিবার জন্য এক ধাত্রীকে তিনি বাড়ীতে রাখেন। এই ধাত্রীই জমিদারকে মানুষ করিয়াছিল, সুতরাং ধাত্রীর আদরে ললিতা মাতৃবিয়োগ বুঝিতে পারে নাই।"

"এখন ধাত্রীই বুঝি ললিতাকে প্রতিপালন করিতেছে?"

"হাঁ, ব্যস্ত হও কেন? আমিই তোমাকে সকল কথা বলিতেছি। জমিদারের মৃত্যুর পর ধাত্রী ললিতাকে প্রতিপালন করিতেছিল। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। ইতোমধ্যে কালাচাঁদ সর্দ্দার খুন হয়।"

"খুন! আমি শুনিয়াছি যে রোগে সর্দ্দারের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছিল।"

"সেটি ভুল, খুন অথবা আত্মহত্যা এই দুইয়ের একটী ঘটিয়াছিল। তাহার দলের লোকের অত্যাচারে কার্ণেল বেন্‌সন্ যখন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময়ে সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এইরূপই শুনা যায়। কিন্তু স্নেহলতা সকল দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া প্রচার করে যে আমিই তাহাকে খুন করিয়াছি।"

"আপনার উপর স্নেহলতার যে ক্রোধ, ইহাও তাহার একটা কারণ বোধ হয়।"

"হইতে পারে। যাক্, কালাচাঁদের মৃত্যুর পর স্নেহলতা এই ললিতাকে আবার ধরিয়া আনে। ধাত্রী তখন কেশবপুরে ছিল না; অন্যত্র নায়েব তাহাকে আহ্বান করায় তাহাকে যাইতে হইয়াছিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তিন দিন লাগে। এই তিন দিনের মধ্যে স্নেহলতা কেশবপুরে গমন করিয়া বাড়ীর ঝি চাকরদিগকে প্রভূত অর্থ উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করে এবং তাহার কার্য্য প্রকাশ পাইলে সকলকেই খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তিনজন পরিচারিকা এবং দুইজন চাকরকে অর্থবলে হস্তগত করিয়া স্নেহলতা প্রচার করায় যে ললিতা খুন হইয়াছে, দস্যুগণ তাহাকে খুন করিয়াছে। গ্রামে অনেকে বলে যে তাহারা ললিতার দেহ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় গ্রামের প্রান্তরে

দেখিয়াছে। ধাত্রী একথায় বিশ্বাস করে নাই, সে হুগলিতে কর্ণেল বেন্সনের নিকটে একখানি পত্র ও ললিতার ফটো প্রেরণ করে। আমি সেই অবধি ললিতার সন্ধানে ফিরিতেছি।"

"ললিতা কি সত্যই বাঁচিয়া আছে?"

"আমার এইরূপই বিশ্বাস।"

"স্নেহলতা কেন ললিতাকে ধরিয়া আনিল?"

"আমার মনে হয় যে একবৎসর তাহার সহিত বাস করায় স্নেহলতা ললিতাকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার পর ললিতার পিতা যে লেখাপড়া করিয়া যান, তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল সর্ত্ত বলিলাম, তাহা ছাড়া এইরূপ সর্ত্ত আছে যে, ললিতাকে যে প্রতিপালন করিবে সে বিশ সহস্র টাকার অধিকারী হইবে; ললিতার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার সমস্ত বিষয় প্রতিপালকের হইবে। সুতরাং স্নেহলতার লোভও জন্মিয়া থাকিতে পারে। আমি এই সকল কথা জানি, অধিকন্তু ধাত্রীর পত্রে আমি ললিতার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি, এই কারণেই স্নেহলতা আমাকে ইহজগত হইতে বিদায় করিতে চাহে।"

সুকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখন সব বুঝিলাম। এখন স্বীকার করিতেছি যে আপনি যে কার্য্য বলিবেন সেইকার্য্যই করিব।"

"স্নেহলতার চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া গলিয়া যাইবে না?"

"না।"

"তাহার চতুরতায় ও কথার ছলনায় তোমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে না?"

"না।"

"স্নেহলতার নিকটে যে কাহিনী শুনিয়াছ এবং আমার নিকটে যে কাহিনী শুনিলে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টায় তোমার বিশ্বাস হয়?"

"আপনার কথাতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে। ললিতার সন্ধান করাই আপনার উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধনে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব।"

"পুনরায় বলি, স্নেহলতা আবার যদি তোমাকে কিছু বলে, তাহা হইলে তাহার কথায় ভুলিবে না ?"

"না।"

"শোন, যদি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হও, আমার কথা ভুলিয়া যাও, আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি বাধ্য হইয়া তোমাকে খুন করিব।"

"বেশ; তাহার কাজ করিলে মৃত্যু, আপনার কাজ না করিলে মৃত্যু—ইহা আমি বুঝিলাম।"

"দেখ, স্নেহলতা যে সে স্ত্রীলোক নয়, খুব সাবধান।"

"তাহাই থাকিব।"

"এইবার একটা কথা। সত্য বল, স্নেহলতাকে ভালবাস ?"

"তাহার রূপে ও ঐশ্বর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন আর তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

"শোন" বলিয়া অজিতকুমার অতি মৃদুস্বরে সুকুমারকে কয়েকটি কথা বলিয়া দিলেন। সুকুমার হাসিতে হাসিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। পরে দুইজনে অভিবাদন করিলেন। সুকুমার ত্রিবেণীর প্রান্তভাগে সেই হর্ম্ম্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিচিত্র বার্ত্তা।

পর দিবস শয্যা হইতে উঠিতে সুকুমারের বেলা হইয়া গেল। নিদ্রা-ভঙ্গের পর সুকুমার নিজ বাসগৃহের চারিদিকে একবার বেড়াইল, কাহা-কেও দেখিতে পাইল না। তখন সে ধীরে ধীরে নিজের শয্যার উপর আসিয়া উপবেশন করিল। গত রাত্রির সকল ঘটনা একে একে তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। অজিতকুমারের সঙ্কল্পের কথা মনে হইবামাত্র সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

সুকুমার একবার ভাবিল যে আজ একবার সে স্নেহলতার সন্ধান করিয়া আসিবে। কিন্তু অজিতকুমারের কথায় তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। সুকুমার গঙ্গাস্নানের উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সুকুমার দেখিল যে পথিপার্শ্বে ৪।৫ জন লোক বসিয়া ধূমপান করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মহা তর্কও করিতেছে। সুকুমার ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে তাহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল।

একজন বলিতেছে—"যাই বল ভাই, এ এক নূতন রূপ। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, সে এক বুঝি। তা নয়, দুটি লোকে যুদ্ধ। এ কেমন ধারা কে জানে!"

অপর একজন বলিল,—"তাইত; ডাকাতেরা চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করে, এ শুনেছি বটে। কিন্তু দুজন কথায় কথায় রাগারাগি ক'রে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে, এমন কথা কবে কে শুনেছে?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"ওসব শোনা কথায় কেন কান দিস্? চখের ওপর লড়াই হয় ত বুঝি। আমার ও কথাটা মনে লাগ্‌ছে না।"

সুকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের নিকটে গমন করিয়া বলিল, "স্নানে যাইতেছি, একবার তেল-তামাক করিয়া যাই।"

কথাটা শুনিয়া একজন ব্যস্তভাবে বলিল, "এস মশায়; এই নাও"—বলিয়া সে কলিকাটি সুকুমারের হস্তে প্রদান করিল। সুকুমার করপুটে কলিকা লইয়া ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইল। যে ব্যক্তি সুকুমারকে আহ্বান করিয়া বসাইল, সে তখন বলিল, "আচ্ছা মশায়, আপনি কিছু শুনেছ, এখানে নাকি কি চিঠি দিয়ে লড়াই হবে?"

সুকুমার যেন বিস্মিত হইয়া বলিল—সে আবার কি?

"গঞ্জময় কথাটা রাষ্ট হয়ে গেল, আর আপনি কিছু শোন নি? কাল নাকি দুটি ভদ্দর লোক কথায় কথায় রাগারাগি করেছে, আর বলেছে যে খাঁড়া নিয়ে দুজনে লড়াই করবে।"

সুকুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি! আচ্ছা আমি এর খবরটা নিচ্ছি।" এই বলিয়া সুকুমার চলিয়া গেল। যাইবার সময় আপন মনেই ভাবিতে লাগিল যে এসব গোয়েন্দারই চাল।

ঘাটের অদূরেও সুকুমার শুনিল যে কয়েকজন দোকানদার এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। সুকুমার মনে মনে হাসিতে

লাগিল। ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র একজন বেশভূষাসম্পন্ন ভদ্রলোক একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ হাতে লইয়া সুকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল এবং বলিল, "মশায়, আপনি ইংরাজী পড়িতে পারেন?"

"কেন?"

"এই অস্ত্রযুদ্ধের খবরটা পাঠ করুন ত।"

"আমি ত ইংরাজী তেমন জানি না। ঐ নৌকায় একজন কাগজ পাঠ করিতেছেন না? চলুন ঐখানে যাই।"

উভয়ে সেই নৌকার নিকট গমন করিয়া অধ্যয়নরত একটি ভদ্রলোককে আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন "ব্যাপারটা এদেশে নূতন। এদেশে দুজনে রাগারাগি হইলে গালাগালি করে, বড় জোর একটা মারামারি হয়; কিন্তু ফরাসী দেশে এ রকম রাগারাগি হইলে উভয়ে পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করে। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সময়ে উভয়ে তরবারি বা বন্দুক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য অনেকে সেখানে উপস্থিত থাকে। তাহার পর যুদ্ধ হয়; একজন অবশ্যই খুন হয়— এই খুনের জন্য অপরকে ফাঁসি যাইতে হয় না, মোকদ্দমাও হয় না।"

একজন শ্রোতা বলিল, "এ ত বড় তাজ্জবের কথা!"

ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এখানেও নাকি এই রকম একটা ব্যাপার হইতেছে। গত পরশ্ব নাকি একজন ভদ্রলোক এই আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছেন এবং শেষে উভয়ে উভয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। এদেশে ত এমন যুদ্ধের রীতি নাই, সেইজন্য আজই গঞ্জে সিপাহী সান্ত্রী আসিবে।"

কথাটা শুনিয়া মাঝিমল্লারা ভয় পাইল। সুকুমার ও অপর ভদ্রলোকটি "তাইত, এ আবার কি হাঙ্গামা" বলিয়া ফিরিয়া আসিল।

স্নানান্তে সুকুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, যে একটি অপরিচিত লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুকুমার আসিবামাত্র লোকটি তাহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। সুকুমার আর্দ্র বস্ত্রেই তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। সুকুমার পড়িল,—

"প্রিয় সুকুমার! আজ রাত্রিকালে বাড়ীতে থাকিও। রাত্রি দশটার সময় আমারই একটি লোক গাড়ী লইয়া তোমার নিকট যাইবে, তুমি সেই গাড়ীতে উঠিও, সে তোমাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। বিশেষ প্রয়োজন; পত্রে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না। ইতি

চিরানুগতা স্নেহ—"

পত্রখানি পাঠ করিয়াই সুকুমার চাহিয়া দেখিল যে পত্রবাহক চলিয়া গিয়াছে। সুকুমার নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল, পরে যথাস্থানে আহারের জন্য গমন করিল। যাইবার সময় করণা করিল যে রাত্রিকালে দেখা করিবার প্রয়োজন কি, এখনই প্রেতবনে যাইয়া সে স্নেহলতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

বেলা দুইটার পর সুকুমার প্রেতবনের দিকে যাত্রা করিল। পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেইজন্য সে গঙ্গার তীর বাহিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়াই সুকুমার দেখিল যে ঘাটে তিনখানি নূতন বজরা আসিয়াছে। সকল বজরাতেই সিপাহী ও পুলিশ পাহারা দিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে সুকুমারের বিলম্ব হইল পূর্ব্বেই খবরের কাগজ পাঠ করাইয়া সুকুমার শুনিয়াছিল যে আজ পুলিশ আসিবে; ইহারাই যে সেই সকল পুলিশ সুকুমার তাহা বুঝিল।

যাহা হউক, সুকুমার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে চলিল; শেষে সুযোগ বুঝিয়া প্রেতবনে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া দেখিল যে স্নেহলতার গৃহের বহির্দ্বার সেইরূপই অর্গলবদ্ধ।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুকুমার ভিতরে প্রবেশ করিল। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা এই দুই দিন এখানে আসে নাই। হতাশ হইয়া সুকুমার প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

চারিদিন পূর্ব্বে স্নেহলতার জন্য সুকুমারের মন যেরূপ আকুল হইত, এখন আর তেমন হয় না—অজিতকুমারের মোহিনী শক্তির বলে সুকুমারের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই স্নেহলতার পত্র প্রাপ্তির পরও সুকুমার আর স্নেহলতার জন্য বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইল না। কোন প্রকারে দিনটা তাহার কাটিয়া গেল।

রাত্রি ঠিক দশটার পূর্ব্বে সুকুমার গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক মিনিট পরেই একখানি অশ্বযান্ তাহার নয়নপথে পড়িল। গাড়িখানি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একব্যক্তি গাড়ির ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল, "আমি আপনার নিকটেই আসিয়াছি।"

সুকুমার বলিল, "কে তোমাকে পাঠাইয়াছে?"

"মনিব ঠাকুরাণী—স্নেহলতা।"

"কি জন্য আসিয়াছ?"

"আপনাকে ঠাকুরাণীর নিকটে লইয়া যাইতে।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"সে কথা বলিবার হুকুম নাই।"

সুকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বটে! তুমি ঠাকুরাণীর হুকুম তামিল কর, হুকুমের বাহিরে কোন কাজ কর না।"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

সুকুমার মনে মনে বলিল, চালাকি আমার সঙ্গে আর খাটিবে না, আমি অজিতকুমারের চেলা। যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি

জানিয়া লইয়াছি। প্রকাশ্যে সুকুমার বলিল, "তবে বাপু তুমি ঠাকু রাণীর নিকট ফিরিয়া যাও, নূতন হুকুম লইয়া আইস।"

"কি হুকুম বলিতেছেন?"

"আমাকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আমি জানিতে চাই।"

সে ব্যক্তি চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সুকুমার বলিল, "চুপ করিয়া থাকিলে কি হইবে? একথাটা বলিবার জন্য হুকুম লইয়া আইস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

"কিন্তু—"

"ও কিন্তু মিন্তু চলিবে না বাপু। আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা আমি জানিতে চাই।" গত রাত্রির ঘটনার কথা সুকুমার তখনও বিস্মৃত হয় নাই। সে ভাবিতেছিল যে একবার এইভাবে অজিত-কুমারের হাতে পড়িয়াছি, আবার কি স্নেহলতার হাতে পড়িব?

লোকটি গাড়ি হইতে বলিল "আপনাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। প্রেতবনের নিকটেই আমরা যাইব।"

"তোমার ঠাকুরাণী ত প্রেতবনে নাই।"

"না, তিনি সেখানে নাই, তবে নিকটেই আছেন।"

"বেশ যাইতেছি" বলিয়া সুকুমার গাড়ীতে উঠিল। সুকুমার মনে করিয়াছিল যে গাড়িতে উঠিলে লোকটি অবশ্যই দশ কথা কহিবে, কিন্তু সে কথা কহিল না। তখন সুকুমার বলিল, "আজ আমার নিকট কে পত্র লইয়া আসিয়াছিল?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি।"

"পত্রের উত্তর লইয়া গেলেনা কেন?"

"উত্তর আবার কি?"

"তবে কি সেটা তোমার ঠাকুরাণীর আদেশ নাকি?"

"আমি এইরূপই জানিতাম।"

"তবু অপেক্ষা কর নাই কেন?"

"অপেক্ষা করিবার হুকুম ছিল না।"

"আচ্ছা, তোমার ঠাকুরাণী কখন ফিরিলেন?"

"জানি না।"

"কাল তিনি কোথায় ছিলেন?"

"জানি না।"

"তুমি তবে জান কি?"

"কিছু না।"

এইভাবের কথোপকথন হইতে হইতে গাড়ি আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। লোকটি সুকুমারকে বলিল, "আসুন।" সুকুমার নির্ভয়ে একটি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীর এক অংশে একটি কক্ষে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুকুমার গালে হাত দিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইয়া যে স্নেহলতা কি তাহাকে খুন করিবে? আবার সে ভাবিল, স্নেহলতার কাজ যখন শেষ হয় নাই তখন সে খুন করিবে না। হৃদয়ে বল-সঞ্চারের জন্য সুকুমার আবার ভাবিল, অজিতকুমার যাহার সহায়, যমালয়েও তাহার ভয় নাই।

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে সেই ঘরের সংলগ্ন একটি দ্বার খুলিয়া গেল—সেই দ্বার দিয়া সর্ব্বাবয়বভূষিতা স্নেহলতা পান চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রবেশ করিল। রূপার ডিবা ভরিয়া এক ডিবা পান সুকুমারকে দিল। পানের ডিবাটি হাতে লইয়া সুকুমার একবার স্নেহলতার মুখের দিকে চাহিল, ক্ষণেকের জন্য সুকুমারের সব গোল হইয়া গেল।

স্নেহলতা সুকুমারের অবস্থা বুঝিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "কই সুকুমার, আমি কত যত্ন করিয়া স্বহস্তে পান সাজিয়া আনিলাম, তুমি ত মুখেও দিলে না।"

পানের সহিত বিষ আছে কি না, সুকুমার তাহাই ভাবিতেছিল। স্নেহলতার কথা শুনিয়া সুকুমার এক চাল চালিল। একটু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া সুকুমার বলিল, "এত আদর করিবার কোন প্রয়োজনই নাই ; আমাকে কেন আসিতে বলিয়াছ ?"

স্নেহলতা সুকুমারের আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "একি কথা সুকুমার ! কেন, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?"

গম্ভীরভাবে সুকুমার বলিল, "করিয়াছি।"

"কেন, কি অপরাধ করিলাম ?"

"তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ।"

স্নেহলতা আরও সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "প্রতারণা ! কথা সুকুমার ? আমি আপনাকে প্রতারিত করিতে পারি, তোমাকে প্রতারিত করিতে পারি না। আমি তোমার সহিত প্রতারণা করিব, স্বপ্নেও তুমি এমন কথা ভাবিও না সুকুমার।"

"তুমি প্রেতবনের বহির্দ্বারে যে পত্র রাখিয়াছিলে, তাহাতে লিখিয়াছিলে যে তুমি প্রেতবন হইতে চলিয়া যাইতেছ, দুই একদিন মধ্যেই ফিরিবে। কিন্তু আমি তোমাকে প্রেতবনেই সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

"ভুল সুকুমার ; আমাকে অন্যত্র দেখিয়া থাকিতে পার, কিন্তু প্রেতবনে দেখ নাই। আমি লিখিয়াছিলাম যে প্রেতবন হইতে যাইতেছি, ত্রিবেণী হইতে যাইতেছি. এমন কথা লিখি নাই। আমি আমা।

শত্রুর ভয়ে কোনস্থানে ২।৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি না। এই ত্রিবেণীতেই আমার নানাস্থানে আড্ডা আছে।"

"তা থাকিতে পারে। কিন্তু আমি তোমাকেই প্রেতবনে দেখিয়াছিলাম।"

"তবে হয়ত যে সময় আমি চলিয়া যাই, সেই সময়েই দেখিয়া থাকিবে। যদি দেখিয়াছিলে, তবে ডাকিলে না কেন? তোমার সহিত দুইটা কথা কহিবার সৌভাগ্যও কি আমার নাই?"

স্নেহলতা যেন কতই কাতরা এইরূপ ভাণ দেখাইল। সুকুমার একটু ব্যথিত হইল। পরক্ষণেই বলিল "আমি তোমাকে ডাকিয়াছিলাম, আমার মনে হইয়াছিল যে তুমি ইচ্ছা করিয়াই লুকাইতেছ।"

"ছি! ছি! এমন কথা মনে করিও না!"

সুকুমার মনে মনে বলিল—একথা সত্য হয় ভালই; আর যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেও আর বিশেষ ক্ষতি নাই। প্রকাশ্যে বলিল, "লতা তুমি কি সত্য সত্যই অজিতকুমারের জন্য কোথাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছ না?"

"সত্য, আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি।" স্নেহলতা বুঝিল যে সুকুমারের মন নরম হইয়াছে। তখন বস্ত্রাঞ্চলটি অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে সে বলিল, "সে যাহাই হউক, কোন সংবাদ নাই কি?"

স্নে। "কি সংবাদ চাও?"

"তুমি কি অজিতকুমারের সহিত বিবাদ করিয়াছ?"

সুকুমার চেয়ারে ভাল করিয়া ঠেস দিয়া বলিল, "তুমি একথা এরূপে জানিলে?"

"খবরের কাগজে এইভাবের একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে, আমি কাগজ পাঠ করাইয়া জানিয়াছি; ত্রিবেণীর সর্ব্বত্রই আজ এই কথা।

আমার ধারণা যে তুমিই বোধ হয় অজিতকুমারের সহিত বিবাদ করিয়াছ।”

“তাই।”

“তবে কি তুমি অজিতকুমারের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে?”

“এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না।”

“কেন?”

“কথাটা প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। আজ তিনখানি বজরায় সিপাহী পুলিশ আসিয়াছে।”

“তা ঠিক; পুলিশ আমি দেখিয়াছি। তা এক কাজ কর না কেন—ত্রিবেণী হইতে অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাও, সেখানে যুদ্ধ করিবে।”

“আমি না হয় যাইব; অজিতকুমার যাইবে কেন?”

“তা যাইবে, সে কাপুরুষ নহে।”

“আচ্ছা লতা, তুমি আমায় ভালবাস?” সুকুমার একটু হাসিল।

“ভালবাসি—কত ভালবাসি তাহা মুখে আর কি করিয়া জানাইব?”

“এতই যদি ভালবাস, তবে অজিতকুমারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তুমি এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ কেন? এ যুদ্ধে ত আমার মৃত্যু হইতে পারে।”

“ভগবান তা না করুন। নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইব, এই আশাতেই অজিতকুমারকে বধ করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইতেছি।”

সুকুমার আবার হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা লতা, তাহাই হইবে।”

“কোথায় যুদ্ধ করিবে?”

“কলিকাতায়।”

" তুমি কলিকাতায় যাইবে ? „

" যাইব, অজিতকুমারকে অসির নিমন্ত্রণ করিব। "

" কোথায় তাহার দেখা পাইবে ? "

" তাহা আমি জানি—তুমি কেবল সময়ের প্রতীক্ষা কর। তবে এখন চলিলাম। " সুকুমার উঠিল। স্নেহলতার নয়নে একবার বিজলী খেলিল। সুকুমার তাহা দেখিল বটে, কিন্তু তাহার সংকল্প ভুলিল না।

পরদিবস সুকুমার কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। স্নেহলতা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখিল যে সুকুমার তরণী যোগে কলিকাতায় চলিল। যতদুর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরণীখানি কেমন ভাবে যাইতে লাগিল, স্নেহলতা তাহা দেখিল। তরণীখানি অদৃশ্য হইলেও স্নেহলতা উঠিল না ; গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিল।

নানা চিন্তায় স্নেহলতা বিব্রত হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, —সুকুমার ত কলিকাতায় গেল, অজিতকুমার ত এখনও যাত্রা করিল না। দূরে একখানি সুন্দর বজরা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা যে অজিতকুমারের, তাহারই বা স্থিরতা কি অজিতকুমার কাপুরুষ নহে, সে যাইবে—কিন্তু যদি না যায়, তবেই ত আমার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়া গেল।

এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা আসিয়া স্নেহলতার অঙ্গস্পর্শ করিল। স্নেহলতা চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল "কে ?"

বৃদ্ধা বলিল, "কি ভাবিতেছ ?"

বৃদ্ধাকে দেখিয়া স্নেহলতা আশ্বস্ত হইল। বলি, "কে, তুমি ? এসেছ, বেশ করেছ। খবর কি ? প্রস্তুত ত ?"

"প্রস্তুত। আরও এখানে কেন ?"

"যাহার জন্য আসিলাম, সে কই ?"

"সে আসিতেছে, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, সে আসিতেছে।" বৃদ্ধাও বসিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। স্নেহলতা তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, তুমি এখানে বসিয়া থাকিও না। তুমি যাও। সে যখন আসিতেছে, তখন তুমি যাও। আমিও এই দণ্ডেই কলিকাতায় যাইব, তুমি যাও।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। গঙ্গাতীরে কেহ কেহ স্নেহলতার হাবভাব দেখিয়া নানারূপ সন্দেহ করিল। কেহ বলিল, ছুঁড়িটা পালাইবে। কেহ বা বলিল, মেয়েটা পাকা ব্যবসায়ী। কেহ বা বলিল, ঐ বুড়িটাই পোড়ারমুখীর মাথা খাইতেছে। অনেকে অনেক কথা বলিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই স্নেহলতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ময়রার দোকানের একটি ছেলে—বয়সে বোধ হয় স্নেহলতার অপেক্ষা দুই এক বৎসরের ছোট—একটু দুঃসাহসের কাজ করিল। সে সেইমাত্র ময়দা মাখিয়া আসিতেছে, হাতের চারিদিকে ময়দা, গাত্রের এক একস্থানে তৈলাক্ত হস্তের ছাপ, কাঁধে একখানি অতি ময়লা গামছা—সে একটু অগ্রসর হইয়া স্নেহলতাকে বলিল, "কি গো, আমাকে চেন ব'লে বোধ হয় কি?"

স্নেহলতা ফিরিয়া চাহিয়া রসিকবরের চেহারাটা দেখিল; পরে বলিল, "ছি বাবা, এমন কথা কি আমাকে বলে?"

রসিক উত্তর শুনিয়া চলিয়া গেল। এমন সময়ে স্নেহলতা দেখিল যে অজিতকুমার বজরায় উঠিলেন। বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্নেহলতাও উঠিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শয়তানী।

কলিকাতায় আসিয়া অজিতকুমার প্রথমেই সুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময়ে অজিতকুমার বাগবাজারের খালের নিকটে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে দুই তিনখানি ঘর; কোন ঘরেই তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি উপরি-তলে উঠিলেন। সেখানে সুকুমার তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। অজিতকুমারকে দেখিবামাত্র সে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল। অজিতকুমার বলিলেন, "বসিবার জন্য আসি নাই, তোমার স্নেহলতা—"

সুকুমার কথাটায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার" এমন কথা বলিবেন না—আমি আর এখন সে সুকুমার নহি।

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ; স্নেহলতা যে কলিকাতায় আসিয়াছে!"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলেন কি, আমি তাহাকে না দেখিলে এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না!"

"এখন আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেও বলিতেছি না। শীঘ্রই তাহার দেখা পাইবে। তোমার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়াই সে আসিয়াছে।"

সুকুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন দেখা করিবে, বলিতে পারেন কি ?"

"পূর্ব্বেই সেই কথা তোমাকে জানাইয়া রাখিব বলিয়া আমি আসিয়াছি। আমি বাঁচিয়া থাকি কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সে আসিয়াছে। আমার মৃতদেহ বিশেষরূপে দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে। যাই হোক্, তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই। তাহার শয়তানির প্রমাণ আজই পাইবে। তাহার সঙ্গে সদ্ভাবের ভাণ দেখাইয়া কথা কহিবে। সে যাহা বলিবে, তাহাই করিতে স্বীকৃত হইবে। ভয় পাইও না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "সেটা আমি বেশ বুঝিয়াছি। আপনি সহায়স্বরূপ থাকিলে আমি যমালয়ে যাইতেও ভয় করি না। এখন সে শয়তানিটা কিরূপ করিবে, তাহা শুনি।"

"এখন বলিব না, বলিবার অবসরও নাই। আমি এখনই চলিলাম। তুমি সাবধানে থাকিও।" অজিতকুমার চলিয়া গেলেন। সুকুমার তখন বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে একব্যক্তি আসিয়া সুকুমারের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সুকুমার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে সে ব্যক্তি বলিল, "বাবু আপনাকে একবার যাইতে হইবে।"

সুকুমার পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "কোথায় বাপু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"নিকটেই যাইতে হইবে।"

"তুমি আমাকে চেন ?"

"চিনি।"

"কে আমি ?"

"আমার মনিব—সুকুমার।"

লোকটির উত্তর শুনিয়া সুকুমার মনে মনে বলিল—এ ব্যক্তি স্নেহলতারই চর, নতুবা চাকরের এত বুদ্ধি হইতে পারে না। প্রকাশ্যে সুকুমার বলিল, "কে আমাকে ডাকিয়াছে ?"

"আজ্ঞে, আমার মনিব ঠাকুরাণী স্নেহলতা।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "দূর আহাম্মক্, তবে আমি তোমার মনিব হইতে পারিলাম না। যাই হোক, চল।"

এই বলিয়া সুকুমার লোকটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুক্ষণ পদব্রজে যাইবার পর লোকটি একখানি দ্বিতল বাড়ীতে প্রবেশ করিল, সুকুমারকে প্রবেশ করিতে বলিল। সুকুমার বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বিতলের একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রেতবনের গৃহ মধ্যে যেরূপ সাজ সজ্জা ছিল, এই গৃহের সাজ সজ্জাও সেইরূপ।

সুকুমার গৃহের সকল আসবাব পত্রের প্রতি নজর করিবার পূর্ব্বেই স্নেহলতা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকুমারকে বলিল, "এই যে, এসেছ।"

সুকুমার অতিশয় বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "এ কি, লতা, তুমি এখানে! তুমি আমাকে ডেকেছ ?"

স্নেহলতা হাসিয়া বলিল, "অবাক্ হইতেছ নাকি ? কেন, আমার চাকর ত সে পরিচয় তোমাকে দিয়াছে।"

"হ্যাঁ, তা বটে ; কিন্তু তাহার কথাটায় বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

চেয়ারের উপর একখানি পরিচ্ছন্ন তোয়ালে ছিল, স্নেহলতা সেই

খানি সরাইয়া রাখিবার সময়ে বলিল, "ছোট লোকের কথার ভাব সকল সময়ে বুঝা যায় না। যাই হোক, ব'স, অনেক কথা আছে।"

সুকুমার চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিল। পরে পা দুইটি দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "তুমি কখন এসেছ?"

"প্রায় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছি। তোমাকে সু-খবর দিই, অজিতকুমারও আসিয়াছে।"

সুকুমার ব্যস্তভাবে স্নেহলতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বটে! ঠিক হইয়াছে, তবে সে পত্র অজিতকুমারেরই।"

স্নেহলতা ললাটের উপর হইতে চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিল, "কোন্ পত্র সুকুমার?"

"সন্ধ্যার সময়ে একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে, আমি প্রস্তুত, যথাসময়ে দেখা পাইবে। এখন বুঝিতেছি, এ পত্র অজিতকুমারের।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই অজিতকুমারের। আমি ত তোমাকে বলিয়াছি যে সে কাপুরুষ নয়, সে অবশ্যই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "আমিও ত সে জন্য প্রস্তুত।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমার শত্রু নিপাত কর, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হই। দেখ সুকুমার, স্বচক্ষে তাহার মৃতদেহ দর্শন করিব, বেশ জানিব যে ইহজগতে আমার পরম শত্রু আর নাই, সেই জন্যই আমিও কলিকাতায় আসিলাম। তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তাহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া তুমি আমাকে সুখী করিবে।"

সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা অজিতকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাতের কথা জানে না। সুকুমার সোহাগের ভাব দেখাইয়া বলিল,

"দেখ লতা, তোমার মত রমণীরত্ন লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। সে সৌভাগ্য কি আমার হইবে?"

স্নেহলতা কথাটায় বাধা দিয়া বলিল, "লজ্জা দিও না, আমাকে ভালবাস বলিয়াই সুরূপা মনে কর।" স্নেহলতা মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল, পরে হাতের বলয় ঘুরাইতে ঘুরাইতে আবার বলিল "আচ্ছা, একটা কথা ভাবিয়াছ কি? কোথায় যুদ্ধ করিবে?"

"সে ফন্দি আঁটিয়াছি। নিতান্ত মেয়ে মানুষের বুদ্ধি লইয়া জগতে আসি নাই।"

স্নেহলতা থপ্ করিয়া সুকুমারের পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "পাগল হইয়াছ? আমি কি তোমাকে কখনও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছি?"

সুকুমার মনে মনে বলিল, আগে বরং করিতে পারিতে, এখন আর পার না। অজিতকুমারের কল্যাণে এখন সুকুমারের বুদ্ধিটা পাকিয়াছে। প্রকাশ্যে সুকুমার বলিল, "দেখ, তোমাকে বলিব, তাহাতে আর দোষ কি? যুদ্ধ করিবার জন্য একটা স্থান আমি ঠিক করিয়াছি। আমার বাসা জান কি?"

স্নেহলতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, তাহা জানিলে বহুপূর্ব্বে তোমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইতাম। তুমি বাগবাজারের দিকে গিয়াছিলে, এই পর্য্যন্ত জানি। এইটুকু জানিয়াই তোমার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম। আমার নাকি বরাত ভাল, তাই সে তোমার দেখা পাইয়াছে।" স্নেহলতা হাসিয়া কথাটা বলিল।

সুকুমার বলিল, "যাক্, বাগবাজারের খালের ধারে একটি বাড়ী পাইয়াছি, সে বাড়ীতে কেহ থাকে না, নিকটে লোকালয়ও নাই। সেইখানে যুদ্ধ করিব স্থির করিয়াছি।"

"বেশ কথা; কি অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবে?" স্নেহলতার আগ্রহ তাহার মুখের ভাবে প্রকাশ পাইল। সুকুমার তাহা দেখিয়া বলিল, "তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিব।"

"না, না—তরবারি লইও না; সে তরবারি চালনায় সুদক্ষ, তুমি পিস্তল লইয়া যুদ্ধ করিও।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "তরবারি চালনায় আমিই কি অপটু? অজিতকুমার যে আমার সমকক্ষ, এমন ত মনে হয় না।"

স্নেহলতা আরও ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না সুকুমার, তুমি তাহাকে জান না, সে তরবারি চালনায় অতিশয় সিদ্ধহস্ত।"

"হইলেই বা; আমি তরবারি লইয়াই যুদ্ধ করিব। কলিকাতা সহরে পিস্তল ব্যবহার করিলে যে ধরা পড়িব; এ কি ত্রিবেণী?"

স্নেহলতা যেন কথাটার মর্ম্মগ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তা বটে।—আচ্ছা. দেখ আমি তোমাকে দুইখানি তরবারি দিব। আমি এমন উপায় করিয়া দিব, যাহাতে অজিতকুমার তোমার হাতে অবশ্যই প্রাণ হারাইবে।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি লতা?"

"দেখ সুকুমার, আমি তোমাকে যে তরবারি প্রদান করিব, তাহা অজিতকুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে।"

সুকুমার শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি তরবারিতে বিষ মাখাইয়া দিবে?"

স্নেহলতার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "ক্ষতি কি? আমি তাহাই করিব। বস, আমি অস্ত্র আনিতেছি।" স্নেহলতা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে দুইখানি তরবারি লইয়া সেই কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই নাও সুকুমার, এই তরবারি।"

সুকুমার তরবারি দুইখানি দেখিয়া বলিল, "কোন্‌খানি আমি গ্রহণ করিব ?"

"এইখানি, এই একটি চিহ্ন দেখ।" স্নেহলতা সুকুমারকে একটি দাগ দেখাইয়া দিল।

সুকুমার তাহা দেখিয়া বলিল, "কিন্তু অজিতকুমার যদি আমার অস্ত্র গ্রহণ না করে ? সে যদি নিজের অস্ত্র গ্রহণ করে ?"

"বেশ ত ; তাহা হইলেও তুমি ত নিজের অস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। শোন সুকুমার তুমি এই তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিও, সে অবশ্যই প্রাণ হারাইবে।"

সুকুমার বুঝিল যে অজিতকুমার ঠিকই বলিয়াছেন, স্নেহলতা শয়তানীই বটে। স্নেহলতার নিকট নিজের মনোভাব গোপন রাখিয়া সুকুমার বলিল, "তবে এখন [illegible]।" সুকুমার তরবারি দুইখানি গ্রহণ করিল।

"দাঁড়াও, অস্ত্র দুইখানি খাপের ভিতরে দিই, একখানি ব[illegible]ইয়া দিই, নতুবা রাস্তায় ধরা পড়িবে।" স্নেহলতা তাহাই করিল, পরে বলিল, "দেখ সুকুমার, আমার সকল আশা ভরসাই তুমি। কখন্ আবার তোমার দেখা পাইব ?"

"যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে যুদ্ধের পর আবার দেখা করিব।"

স্নেহলতা সুকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "একটা কথা, প্রতিশ্রুত হও যে অজিতকুমারকে বধ করিয়াই তুমি আমার নিকট আসিবে।"

"আসিব।"

"তাহার শবদেহ দেখাইবার জন্য আমাকে লইয়া যাইবে ?"

"এ অতি অস্বাভাবিক অনুরোধ।"

"সুকুমার, এ ব্যাপারের কোন্‌টা স্বাভাবিক? তাহার মৃতদেহ স্বচক্ষে না দেখিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আমি তোমাকে আবার বলিতেছি সুকুমার, যে দণ্ডে তুমি আমাকে তাহার মৃতদেহ দেখাইবে, সেই দণ্ডে তুমি আমার অগাধ ভালবাসার প্রমাণ পাইবে, আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে—তখনই আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইব। আমি পুরোহিত ঠিক করিয়া রাখিব, দেবতা সাক্ষ্য করিয়া তোমাকে পতি বলিয়া সম্বোধন করিব। বল তুমি আমাকে তাহার শবদেহ দেখাইবার জন্য লইয়া যাইবে।"

সুকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে।" সুকুমার অস্ত্র দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল, স্নেহলতা রাজপথ পর্য্যন্ত তাহাকে রাখিয়া আসিল।

সুকুমার নিজের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল; দেখিল অজিতকুমার তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। সুকুমারকে দেখিয়াই অজিতকুমার বলিলেন, "স্নেহলতার সহিত দেখা হইয়াছে?"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "হইয়াছে।" পরে তরবারি দুইখানি রাখিয়া সুকুমার উপবেশন করিল এবং রুমালে মুখ মুছিয়া বলিল, "আপনি দেবতা, আপনি সব জানেন।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি দেবতা নহি; তবে সব বিষয় পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারিলে যদি দেবতা হওয়া যায়, তাহা হইলে না হয় স্বীকার করিতেছি যে আমি দেবতার ব্যবসায় করি। যাক্, বাজে কথা; উহাতে কি আছে?"

"তরবারি।"

"তরবারি! কেন? যুদ্ধ করিবার জন্য নাকি?"

"হাঁ।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আবার একবার দেবতা হওয়া যাক্। স্নেহলতা তরবারি দিয়া কি বলিল?"

"বলিল যে একখানিতে বিষ মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি সেইখানি লইয়া যুদ্ধ করিব, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই প্রাণ হারাইবেন।" সুকুমার তরবারি দুইখানি বাহির করিল।

"কোন্ খানিতে বিষ আছে?"

সুকুমার চিহ্ন দেখিয়া বিষাক্ত তরবারিখানি অজিতকুমারের হস্তে প্রদান করিল। অজিতকুমার বলিলেন, "এখানিতে বিষ নাই?"

"না।"

"তা নয় সুকুমার; আমরা উভয়েই যাহাতে ইহজগত হইতে বিদায় লই, স্নেহলতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি এ কি বলিতেছেন?"

"শুধু বলিতেছি কেন, দেখাইতেছি।" অজিতকুমার পকেট হইতে দুইটি ক্ষুদ্র মূষিক বাহির করিলেন। সুকুমার তাহা দেখিয়া বলিল, "পকেটে এ সব কেন?"

"খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য ইহাদিগকে রাখিতে হয়। যাই হোক্, এই মূষিকটির গাত্রে বিষাক্ত তরবারিখানি লইয়া একটু খোঁচা দাও, ভাল করিয়া কাটিবার কোন প্রয়োজন নাই।" সুকুমার তাহাই করিল; মূষিকটি ছটফট্ করিতে লাগিল, শেষে তাহার অঙ্গ কঠিন হইয়া গেল। অজিতকুমার তখন বলিলেন, "এখন ঐ তরবারিখানি লইয়া এই মূষিকটিকে একটু খোঁচা দাও।" সুকুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ অজিতকুমারের আদেশ প্রতিপালন করিল। এই মূষিকটিও ছট্‌ফট্ করিতে

করিতে মরিয়া গেল। সুকুমারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ! কি শয়তানি!"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেমন, এখন আমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে কি? আমি যে তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমাকে হত্যা করিলেও তুমি রক্ষা পাইবে না, সে কথা এখন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে কি?"

"আর আমার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই—ওঃ! কি শয়তানীর মোহেই পড়িয়াছিলাম!"

"এখনও তাহার প্রতি তোমার ভালবাসা আছে কি?"

"আপনি কি পাগল হইয়াছেন? যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে আমি ভালবাসিব?"

"যাক্, স্নেহলতা তোমার উপর সন্দেহ করে নাই ত?"

"না, সে জানে আমি তাহারই।"

"বেশ, অপরাধীকে মুঠার ভিতরে রাখিয়া তদন্ত করাই সুদক্ষ গোয়েন্দার কার্য্য।" অজিতকুমার গৃহের চারিদিক বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন, নিম্নতলের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন উভয়ে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত দেহ।

অজিতকুমার দেখিলেন যে সুকুমার হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "সুকুমার, দেখিতেছি আমার ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া তুমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছ। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের ত কোন কারণ নাই। আমার সঙ্গে কিছুকাল থাকিলে তুমিও এইভাবে অপরের বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারিবে। গোয়েন্দার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিবার জন্য আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি, গোয়েন্দার দৃষ্টি যেরূপ প্রখর হওয়া আবশ্যক, মাজিয়া ঘষিয়া আমার চক্ষুকে সেইরূপ প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই তুমি যাহা অনুমান করিতে না পার, আমি এখন তাহা অনুমান করিতে পারি। স্নেহলতার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানি; সে কি চাহে, তাহা আমি জানি; যাহা চাহে, তাহা পাইবার জন্য এতদিন কোন্ উপায়ে কত প্রকার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা আমি জানি—সুতরাং এখন তাহার একটা চাল দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় না।—যাক্ এ কথা; এখন স্নেহলতা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, এটুকু তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি?"

সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাহা বুঝিতেছি। সে যখন আমাকে এখনও ষোল আনা বিশ্বাস করে, তখন সে আমাদের হাতে আসিয়াছে, ইহা কেন না বুঝিব?"

"বেশ; আমি এখন তাহাকে অগাধ জলে থাকিয়া খেলিতে দিতেছি, সে যখন আমার টোপ্ গিলিয়াছে, তখন সময় হইলেই তাহাকে মুঠার ভিতরে আনিব।—মূষিক দুইটি কিভাবে মরিল, তাহা দেখিলে ত?"

"দেখিলাম।"

"মানুষের শরীরে এইভাবে বিষ প্রবিষ্ট হইলে মানুষও যে এইভাবে মরিত, তাহা বুঝিতেছ ত?"

"হাঁ, বুঝিতেছি।"

"বেশ; তবে আমি কেমন ভাবে মরিলাম, স্নেহলতার কাছে তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিবে ত?"

সুকুমার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "এতক্ষণে আপনার মৎলবটা বুঝিলাম।"

অজিতকুমার বলিলেন, "এতটা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হয়। স্নেহলতা বড় চতুর, সে পুরুষ হইলে পাকা গোয়েন্দা হইত। তাহার সহিত আমাকে চাল চালিতে হইতেছে। সুতরাং খুঁটিনাটি যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তৎসমুদায় তোমাকে জানিয়া রাখিতে হইবে।"

"বুঝিয়াছি, আমি আপনার চেলা হইতে পারিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"তুমি আমার জন্য ভাবিও না। আমার পক্ষে যাহা যাহা করিতে হইবে, সে সকল আমি করিয়া রাখিব। তুমি একটু পরেই স্নেহলতার কাছে যাও। খুন করিলে লোকে যেমন আতঙ্কে পথ চলে, সেইভাবে

চলিবে, তোমার হাত পা কাঁপিতে থাকিবে, গলায় কথা আটকাইবে—বুঝিতেছ? কিন্তু এ বিষয়ে যেন বাড়াবাড়ি করিও না। তোমাকে সে সান্ত্বনা প্রদান করিলে আমার মৃতদেহ দেখাইবার জন্য তাহাকে তুমি আমার বাসায় লইয়া যাইবে।"

সুকুমার অজিতকুমারের মুখের প্রতি সুতীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিন্তু আপনি সাবধান।"

"তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

"আপনি সত্যই মরিয়াছেন কি না, সে হয়ত তাহা নানা উপায়ে দেখিবে।"

"ওহো, সেজন্য ভাবিও না, সে ব্যবস্থা আমি করিব। আমি কিভাবে আট ঘাট বাঁধিয়া কার্য্য করি, তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, কিন্তু বিষাক্ত তরবারির সাহায্যে যেন আমাকে খুন করিতে ভুলিও না।" অজিতকুমার একটু হাসিয়া বিদায় লইলেন। আবার দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া তিনি সুকুমারের মুখের দিকে সুতীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মনে রেখো সুকুমার, সকল প্রকার বিপদের জন্যই আমরা প্রস্তুত থাকি।"

সুকুমার কথাটা বুঝিয়া বলিল, "আমাকে আপনি সন্দেহ করিবেন না।" অজিতকুমার চলিয়া গেলেন। সুকুমার মনে মনে ভাবিল—ব্যাপারটা মন্দ হইতেছে না। কিন্তু স্নেহলতা যে আমাকেও প্রাণে মারিতে চাহে, ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে। এখন সে যখন বুঝিবে যে আমি অজিতকুমারকে হত্যা করিয়াছি, তখন কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে বুঝিয়া সে আমাকেও হত্যা করিবে। কি মজা! গোয়েন্দাগিরি বেশ কাজ!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমার কিয়ৎক্ষণ পাদচারণা করিল, পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্নেহলতার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

স্নেহলতার বাসভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সুকুমার দেখিল যে দ্বার খোলা রহিয়াছে। সুকুমার দ্রুত পাদবিক্ষেপে একেবারে উপরের কক্ষে উপস্থিত হইল এবং মাথায় হাত দিয়া চেয়ারের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। স্নেহলতা তদ্দণ্ডেই সেই কক্ষে আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কি, ব্যাপার কি ?"

সুকুমার "ওঃ !" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্নেহলতা আরও ব্যস্তভাবে বলিল "ব্যাপার কি, শেষ করিয়াছ ?"

"ওঃ লতা, লতা—ওঃ !"

"খুলিয়া বল, শেষ করিয়া ছ ?"

সুকুমার অস্ফুটস্বরে বলিল "খুন করিয়াছি।"

"সে মরিয়াছে ?"

"ওঃ, আমি নরহন্তা !"

"বল না, সে মরিয়াছে ?"

"কি ভয়ানক ! লতা, ওঃ, সে কি ভয়ানক !"

"ব্যস্, আমি বুঝিয়াছি—সে মরিয়াছে।"

"লতা, কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—অজিতকুমার আমাকে খুন করিল না কেন ? বল কি, এমন ভাবে আমি তাহাকে খুন করিলাম ! কি যন্ত্রণা—সে আমাকে বিশ্বাসঘাতক জানিয়া মরিয়াছে।"

"কেন দুঃখ করিতেছ সুকুমার ? সে নিজে নরঘাতক ছিল।"

"তাহাতে কি ? আমি ত বিশ্বাসঘাতক হইলাম !"

"দুঃখ করিও না সুকুমার, তুমি ঠিক করিয়াছ। আমি সব জানি।"

সুকুমারের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে বলিল, "সব জান ?"

"হাঁ সবই জানি ?"

"কি জান লতা ?"

"সে তোমাকে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল, তাহা আমি জানি। আমি জানি সে তোমাকে বুঝাইয়াছিল যে তোমার জীবনও নিরাপদ নহে—আমি তোমার সহিত প্রতারণা করিতেছি। এখন সে মরিয়াছে, এখন তুমি বুঝিবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমার পত্নী হইয়া এখন তোমাকে বুঝাইব যে সে মিথ্যা কথা বলিয়া তোমাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা তাহাদের অভিসন্ধি কিছুই জানে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "সে যে আমাকে এ সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?"

"এ কথা ত তাহার নূতন নহে—সে ত সকলের নিকটেই এই কথা বলিত।"

"দূর হোক্, তাহার কথায় কে বা কান দিয়াছে ? যাহাকে খুন করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, তাহার সহিত আবার খোস খেয়ালে আলাপ করিব, এমন পাত্র আমি নহি।"

"তা বেশ ;—আচ্ছা সুকুমার সত্যই কি সে মরিয়াছে ?"

সুকুমার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আর ও কথা তুলিও না,—নিজের উপর নিজের ঘৃণা হইতেছে, তোমার প্রতি আমার ঘৃণা হইতেছে।"

স্নেহলতা সুকুমারের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "কেন সুকুমার ? আমি তোমার কি করিলাম ?"

"তোমার জন্যই ত এমন কাজ করিতে হইল !"

"সে নিজে নরঘাতক ছিল, তাহাকে খুন করিয়া মনস্তাপ পাইতেছ কেন ?—আচ্ছা সে কিভাবে মরিল ?"

"ও! কি ভয়ানক! তাহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র সে একবার পিছাইয়া যাইয়া অতিশয় ঘৃণার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়াই পড়িয়া গেল। ওঃ, কাটা পাঁঠা যেমন ছটফট্ করে, মরিবার পূর্ব্বে মানুষে যেমন খাবি খায়—ওঃ!"

"ঠিক।—মৃতদেহ কোথায় আছে?"

"সেইখানেই পড়িয়া আছে।"

"চল, আমি একবার তাহাকে দেখিব।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বলিতেছ? আমি পারিব না।"

"তোমাকে যাইতেই হইবে।"

স্নেহলতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সুকুমার বলিল, "তোমার দাসানুদাস হইয়াছি, নতুবা এমন কাজ করিব কেন? চল, আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি।"

স্নেহলতা কক্ষান্তরে যাইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল। পরে উভয়ে সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইল।

বাগবাজারের খালের ধারে, সুকুমারের বাসা হইতে কয়েক মিনি-টের পথ দূরে, অজিতকুমারের বাসা। সুকুমার স্নেহলতাকে লইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণে কয়েকটি ছোট ছোট আম-গাছ—অন্ধকারে উভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতরেও ভয়ানক অন্ধকার। সুকুমার উপরে উঠিয়া স্নেহ-লতাকে বলিল "দাঁড়াও"। সুকুমার অদূরে একটি কক্ষে গমন করিল; পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এস।" স্নেহলতা সুকুমারের সঙ্গে গেল।

কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ক্ষীণালোকে স্নেহলতা অজিত-কুমারের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া

শেষে সে অজিতকুমারের কপালে হাত দিয়া দেখিল, একবার বুকে হাত দিয়া দেখিল, পরে অজিতকুমারের নাকের নিকটে কান পাতিয়া দেখিল। শেষে বুঝিল যে অজিতকুমার সত্যই মরিয়া গিয়াছে। সন্তুষ্ট হইয়া সে সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়াছ ?"

সুকুমার অজিতকুমারের হস্তের এক স্থান দেখাইয়া দিল। স্নেহলতা সেখানে দুই এক ফোঁটা রক্ত দেখিল ; আরও দেখিল যে অজিতকুমারের অঙ্গের সেই স্থানটি কাল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সে হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "আমি বড় প্রীত হইলাম সুকুমার। এস, আর অপেক্ষা করিব না।"

সুকুমার বলিল, "তুমি প্রীত হইলে, কিন্তু আমি চিরদিনের মত শান্তিসুখ হারাইলাম।"

স্নেহলতা মধুর বচনে বলিল, "কেন দুঃখ কর সুকুমার, আমি তোমাকে সুখী করিব।" উভয়ে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা একটি রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অজিতকুমারের মুখে জলের মত একটা পদার্থ ঢালিয়া দিল। তাহার ফলে অজিতকুমারও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত আমরাও ঔষধ জানি। মরা মানুষ ত বাঁচিল।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"আমি সেই।"

সুকুমার স্নেহলতাকে তাহার বাসভবনে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময়ে স্নেহলতা বলিল, "দেখ সুকুমার, এখন তোমারও মাথার ঠিক নাই, আমারও মাথার ঠিক নাই। কাল এইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। এখন এই পঞ্চাশটি মোহর লও, একটু আমোদ প্রমোদ করিও।"

সুকুমার মোহর কয়টি গ্রহণ করিয়া বলিল, "তা করিব; কিন্তু স্মরণ রাখিও তুমি কি করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। কাল আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা হইবে ত?"

"এ কথার উত্তর কাল দিব।"

"ইহার আর উত্তর নাই—প্রতিশ্রুতি তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আমি কাল আসিব।" সুকুমার চলিয়া গেল।

নিজের বাসায় উপস্থিত হইয়া সুকুমার দেখিল যে দ্বারদেশে একব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুকুমারকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই বাড়ীতেই থাকেন?"

সুকুমার বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "হাঁ, কেন?"

"সুকুমার কাহার নাম ?"

"আমারই নাম, কেন ?"

"আপনার নিকটে একটি খবর লইয়া আসিয়াছি।"

"কে খবর পাঠাইয়াছে ?"

"ভিতরে চলুন, বলিতেছি।"

সুকুমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি খবর ?" লোকটি দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বলিল। সুকুমার দ্বার বন্ধ করিয়া বলিল, "তুমি কে শুনি, কি খবর লইয়া আসিয়াছ ?"

"কেন, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?"

সুকুমার লোকটির মুখ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "না, তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

"কিন্তু আমি বলিতেছি, আপনি আমাকে জানেন।"

"আমি ত তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না, এখন খবর কি বল।"

"আপনি কি এই মাত্র স্নেহলতার বাড়ী হইতে আসিতেছেন ?"

"কি ?" সুকুমার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল।

"আপনি যাহাকে খুন করিয়াছেন, তাহার মৃতদেহ দেখাইবার জন্য আপনি স্নেহলতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

সুকুমারের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে স্থির করিল যে স্নেহলতা ইহারই মধ্যে এক চাল চালিয়াছে। সুকুমার লোকটিকে বলিল, "তোমার সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে তুমি কে তাহা জানিতে চাই।"

"আমি আপনার বন্ধু।"

"বন্ধু! অথচ তুমি যা নয় তাই বলিতেছ।"

"কি করিব বলুন, আপনিও যে যা নয় তাই করিয়াছেন।"

সুকুমার একটু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "চুলায় যাউক একথা, তুমি কি চাও বল, কি জন্য আসিয়াছ?"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "আমি পঞ্চাশখানি মোহর চাই; সেই জন্যই আসিয়াছি। এই মোহর পাইলে আমি কাহাকেও কোন কথা বলিব না।"

সুকুমারের তখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে স্নেহলতা তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি কাহাকেও কোন কথা বলিবে না, এই জন্য পঞ্চাশখানি মোহর চাও? আমার কাছে যে পঞ্চাশটি মোহর মিলিতে পারে, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

"কেন, স্নেহলতা ত আপনাকে পঞ্চাশটি মোহর দিয়াছে।"

"যদি না দিই, তাহা হইলে তুমি লোকের কাছে কি বলিবে?"

"আজ রাত্রিকালে যাহা ঘটিয়াছে।"

"কি ঘটিয়াছে?"

"আবার বলিতে হইবে? আপনি যে অজিতকুমারকে খুন করিয়াছেন।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি, তিনি মারা গিয়াছেন?"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "আপনি কিছুই জানেন না নাকি? আপনিই ত বিষাক্ত তরবারির আঘাতে তাঁহাকে খুন করিয়াছেন।"

সুকুমার ক্ষণকাল গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া বলিল, "যদি তোমাকে মোহর না দিই?"

"এখনই একজন গোয়েন্দাকে বা পুলিশকে ডাকিয়া ধরাইয়া দিব।"

সুকুমার ক্রোধভরে বলিল, "তুমি কি স্বচক্ষে দেখিয়াছ যে আমি খুন করিয়াছি?"

"না, তাহা দেখি নাই। তবে আমি ইহা ভালরূপ জানি।"

"কিরূপে জানিয়াছ।"

"সেকথা বলিব না।"

সুকুমার আবার ভাবিল যে স্নেহলতাই এই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। সে বলিল, "তোমার পরিচয়টা জানিতে পারি কি?"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "পারেন বই কি। আমি সেই—আমার নাম অজিতকুমার।"

সুকুমার অজিতকুমারের পাকা গোয়েন্দাগিরি দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে অবাক করিয়াছেন। আপনাকে এখন কাহার সাধ্য চিনিতে পারে? আমার মনে ধারণা যে আমি বড়ই চালাক, কিন্তু আজ আপনি আমার সে চালাকি ভাঙ্গিয়াছেন দেখিতেছি।"

অজিতকুমার বলিলেন, "কোন্ অবস্থায় পরিচ্ছদের কিভাবে পরিবর্ত্তন করিলে লোকে চিনিতে পারিবে না, তাহা অতি কষ্টে শিখিয়াছি। আমি কাল আবার যদি তোমার সম্মুখে আসি, তুমি কাল আবার আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "মানুষ একবার ঠকে, আর আপনি আমাকে ঠকাইতে পারিবেন না।"

অজিতকুমার বলিলেন, "যাক্, স্নেহলতা ত বিশ্বাস করিয়াছে যে আমি মরিয়াছি?"

"আমার ত এইরূপই বিশ্বাস। সে যাহা হউক, রাত্রি ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আপনি এমন সময়ে আবার আসিলেন কেন?"

"তোমাকে একটা বিষয় শিখাইতে আসিয়াছি। স্নেহলতা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে যতই বিশ্বাস করুক না, সে আর একবার তোমাকে কায়দায় ফেলিয়া তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে। তুমি যদি ভয় পাও,

একটু আতঙ্কের ভাব দেখাও, তবেই সে বুঝিবে যে আমি মরিয়াছি; নহিলে সে সন্দেহ করিবে।"

"এমন চেষ্টাও করিবে নাকি?"

"আমার অনুমান এইরূপ।—আচ্ছা, আমার বাসা হইতে বাহির হইয়া সে কি করিল?"

"কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।"

"আমার মৃত্যুর পরই তোমাকে বিবাহ করিবার কথা আছে না?"

"সে ত এইরূপই প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।"

"এখন কি বলিল?"

"কাল দেখা করিতে বলিয়াছে। হয়ত সে দেখা দিবে না।"

"না, না—সে দেখা দিবে। সে যখন বেশ বুঝিবে যে আমি মরিয়াছি, তখন তুমি সাবধানে থাকিও। তোমাকে একটা কথা এখন বলি। সে কোন জমিদারের পুত্রকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। আমার জন্য তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় হয় নাই। এখন আমি মরিয়াছি, তুমি আমার স্থান অধিকার করিয়াছ। সুতরাং তোমাকেও যমালয়ে পাঠাইবার চেষ্টা সে করিবে। শোন, তোমাকে কয়েকটা কথা বলিয়া রাখি।"

অনন্তর অজিতকুমার কর্তব্য সম্বন্ধে সুকুমারকে পরামর্শ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুকুমারও অবসর পাইয়া নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অপরাধ-স্বীকার।

শয্যা হইতে উঠিতে সুকুমারের বেলা হইয়া গেল। স্নানাদি সমাপন করিয়া সে হোটেলে আহারের জন্য গমন করিল। আহারান্তে হোটেল হইতে বাহির হইবে, এমন সময়ে একব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, "একবার এদিকে আসুন, আপনার সহিত একটা কথা আছে।" সুকুমার জনৈক অপরিচিত ব্যক্তিকে এইভাবে তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু বিস্ময় গোপন রাখিয়া তাহার সহিত কিয়দ্দূর গমন করিল।

পথিপার্শ্বে একস্থানে ছায়া দেখিয়া আগন্তুক সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি আমাকে অজিতকুমারের কোন খবর বলিতে পারেন?"

সুকুমার যেন শিহরিয়া উঠিল, সে আতঙ্কের ভাব দেখাইয়া বলিল, "আপনি অজিতকুমারের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"আমার মনে হয় যে আপনি অজিতকুমারের খবর জানেন; সেই জন্যই আপনাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি জানি তাঁহার সহিত আপনার জানা শুনা আছে।"

সুকুমার জড়িতস্বরে বলিল, "তা—হাঁ—আমি জানি বটে। কিন্তু—কি বলিতেছিলেন, তাঁহার খবর ত কিছু বলিতে পারিলাম না।"

আগন্তুক সুকুমারের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তিনি বাঁচিয়া আছেন কি ?"

সুকুমারের কথা এখনও গলায় বাধিল। সে বলিল, "তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়াই ত জানি।"

"সংপ্রতি আপনার সহিত দেখা হইয়াছিল কি ?"

"হইয়াছিল। তিনি কাল চুঁচুড়ায় গিয়াছেন। তাঁহাকে আমি গঙ্গার ঘাটে বজরা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়াছিলাম।"

আগন্তুক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, তা' ত যান নাই।"

সুকুমার যেন ভয়ে কাঁপিতেছে, এইরূপ ভাণ দেখাইল। পরে বলিল, "আমি যতদুর জানি, তাহাই বলিলাম।"

আগন্তুক গম্ভীরভাবে বলিল, "তিনি যে চুঁচুড়ায় গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমি দেখিতে চাই।"

সুকুমার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তা, আপনি প্রমাণের সন্ধান করিতে যান, আমাকে এতকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

আগন্তুক আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি প্রমাণের সন্ধানেই যাইতেছি। কিন্তু যদি প্রমাণ না পাই, তবে আবার আপনার নিকটে আসিব।" এই বলিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। সুকুমার মনে মনে বলিল—অজিতকুমার ত যথার্থ অনুমান করিয়াছেন দেখিতেছি।

সন্ধ্যার সময়ে সুকুমার স্নেহলতার আবাসে গমন করিল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া কক্ষে সজ্জিত দুই একখানি ছবি মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কাটিয়া গেলে স্নেহলতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে সে হাসি নাই, অঙ্গরাগে সে পারিপাট্য নাই, পরিচ্ছদের সে বাহার নাই—তাহার বদন চিন্তায় বিষণ্ণ,

বেশভূষা নাই, বস্ত্রাঞ্চল অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে, নয়নের তারা দুইটি যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। ম্লানমুখী স্নেহলতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "সুকুমার এ কি হইল? এতদিনের আশায় এক দণ্ডে কি ছাই পড়িল?"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি লতা? তোমার এমন মূর্ত্তি কেন? কোন বিপদ হয়েছে নাকি?"

স্নেহলতা স্খলনোন্মুখ বস্ত্রাঞ্চল যথাস্থানে রাখিয়া বলিল, "সুকুমার, এত করিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না। মানুষে গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে। এতদিন কত কল্পনা করিয়াছি, অশান্তির শয়নেও কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করিয়া কত সুখে সুখী হইব বলিয়া কত আশা করিয়াছি—কিন্তু, একদিনের সামান্য ত্রুটিতে সে সকলই কি বৃথা হইল!"

সুকুমার বড় ব্যথা অনুভব করিল; বলিল, "লতা, কথাটা কি আমাকে খুলিয়া বল। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্নেহলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কি আর বলিব, জানা-জানি হইয়াছে।"

সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "কিসের জানাজানি লতা? আমি খুন করিয়াছি, এই কথা লোকে জানিয়াছে?"

"হাঁ, শুধু তাহাই নহে; আমার উপরেও লোকে সন্দেহ করিয়াছে।"

"বল কি! লতা, বল কি! এখন উপায়?"

"তাহাই ত ভাবিতেছি।"

"তুমি একথা কিরূপে জানিলে?"

"আজ প্রাতঃকালে একজন গোয়েন্দা আসিয়াছিল। তাহার কথার আভাসেই আমি বুঝিয়াছি।"

সুকুমার ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়াই বলিল, "সে লোকটা এখানেও আসিয়াছিল? আচ্ছা, লোকটা দেখিতে কেমন বল দেখি।"

স্নেহলতা সে ব্যক্তির চেহারা যেভাবে বর্ণনা করিল, তাহা শুনিয়া সুকুমার বলিল, "দেখ, ঠিক এই লোকটাই আমার কাছে গিয়াছিল।"

স্নেহলতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাই নাকি?"

সুকুমার বলিল, "হাঁ, আমাকে অজিতকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।"

"আমাকেও ত সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। যাই হোক্, তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ?"

"আমি তাহাকে বোকা বুঝাইয়া দিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে কাল অজিতকুমার চুঁচুড়ায় গিয়াছে, আমি তাহাকে বজরায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। তাহার পর আর কোন খবর আমি জানি না।"

"তা, বলিয়াছ মন্দ নয়। কিন্তু অজিতকুমারের দেহ ত পুলিশ এখনই বাহির করিবে!"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা করিও না। আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাকে থলের ভিতরে পূরিয়া দুইখানা শিল তাহাতে বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া দিয়াছি।"

"একাকী কিরূপে একার্য্য করিলে?"

"তাহার যোগাড় পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি বলিতেছি, এজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"

"তা বেশ; কিন্তু পুলিশ আমাদিগকে ত সন্দেহ করিয়াও ধরিতে পারে?"

সুকুমার বলিল "শোন লতা, তোমাকে একটা কথা বলি; বস।" স্নেহলতা নিকটেই উপবেশন করিল। সুকুমার আবার বলিল "দেখ,

যাহা হইবার তাহা হইবে। আমি তোমাকে বলিতেছি কোন ভয় নাই, পুলিশকে যেরূপ বোকা বুঝাইয়াছি, তাহাতে তাহারা আর আসিবে না। তাই বলিতেছি, যাহা হইবার তাহা হইবে। কবে কোন্ বিপদ ঘটিবে, বা ঘটিতে পারে, সেকথা ভাবিয়া অশান্তি টানিয়া আন কেন? যাহার জন্য তোমার বাঁচিয়া সুখ ছিল না, সে ত আর নাই—এখন আমার নিকটে যেজন্য প্রতিশ্রুত ছিলে, তাহা কর।"

স্নেহলতা সুকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি বলিতেছ সুকুমার?"

"বিবাহের কথা বলিতেছি।"

"এরূপ দুর্ভাবনায় কি বিবাহ করিয়া সুখী হওয়া যায়?"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি কথা লতা? তুমি যাহা বলিয়াছিলে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আমি তাহাই করিলাম। এখন তুমি কি বলিতেছ? তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ?"

"প্রতারণা সুকুমার? ছি! এমন কথা মনে আনিও না। আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করি—তোমার সহিত কি আমি প্রতারণা করিতে পারি?" স্নেহলতা মধুর হাসি বদনে ফুটাইয়া কথাগুলি বলিল।

সুকুমারের মুখে হাসিও নাই, বিরক্তির ভাবও নাই। সে বলিল, "তবে বিবাহে বিলম্ব হইতেছে কেন? যদি আমাকে পাইলে তুমি সুখী হও, তাহা হইলে বিবাহে আপত্তি করিতেছ কেন? যাহা ঘটিবার, তাহা উভয়েরই অদৃষ্টে ঘটিবে।"

"সত্য, কিন্তু আমি বড় ভয় পাইতেছি।"

"কিসের ভয় লতা?"

"আমাকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। সুকুমার, তুমি আর একটি বিশ্বাসের কাজ কর, তাহার পর বিনা আপত্তিতে আমাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে।"

"দেখ, তোমাকে একটা সোজা কথা বলি। তুমি একবার প্রতিশ্রুতির পর আবার এক প্রতিশ্রুতির কথা তুলিতেছ। এখন যদি তোমার বিশ্বাসের কাজটা করি, পরে আবার হয়ত তুমি একটা কাজের ফরমাইস্ করিবে। সেটা কি ভাল হইবে?"

স্নেহলতা বালিকার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি যে আমাকে ভালবাস, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমার এই কাজটি কর। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বে আর তোমাকে কোন বিষয়ের জন্য ফরমাইস্ করিব না।"

সুকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "কি কাজ?"

"দেখ, অজিতকুমারের মৃত্যুর সহিত আমার কোন সংস্রব নাই, একথা তুমি জান। আমাকে পাইবার আশায় তুমিই তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছিলে এবং তুমিই তাহাকে খুন করিয়াছ—"

স্নেহলতার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুকুমার বলিল, "হাঁ, কিন্তু তোমার পরামর্শ অনুসারেই ত করিয়াছি।"

"চুপ্" বলিয়া স্নেহলতা সুকুমারের মুখের প্রতি চাহিল। সুকুমার স্নেহলতার মনোভাব সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমান করিয়া বলিল, "বেশ, তুমি কি করিতে বলিতেছ?"

"আমার ইচ্ছা যে অজিতকুমারের মৃত্যুর বিবরণ তুমি একখানি কাগজে লিখিয়া দাও।"

"তাহাই যদি দিতে হয়, তাহা হইলেও ত আমাকে বলিতে হইবে যে তুমিই আমাকে বিষাক্ত তরবারি দিয়াছিলে?"

স্নেহলতা ঘৃণার সহিত বলিল, "সুকুমার, তুমি না পুরুষ? একটা স্ত্রীলোককে বাঁচাইবার জন্য সামান্য একটা কথা ঘুরাইয়া বলিতে জান না?"

সুকুমার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তবে কি অপরাধ স্বীকার করিয়া আমাকে একটি জবানবন্দী লিখিয়া দিতে হইবে?"

"হাঁ, আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছি।"

"বেশ; কাগজখানি কাহার নিকটে থাকিবে?"

"আমার নিকটেই থাকিবে; কেন, তোমার স্ত্রীকে কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার না?"

সুকুমার একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী হইলে কই? আমার স্ত্রী হও, তখন আমি একরার পত্র লিখিয়া দিব।"

স্নেহলতা নিজের যৌবনসুলভ হাবভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, অথচ তুমি আমাকে বিবাহ করিবার কথা বলিতেছ!"

সুকুমার আবার গম্ভীরভাবে বলিল, "আচ্ছা, আমি লিখিয়া দিতেছি, কিন্তু প্রতারণা করিও না, সাবধান।"

স্নেহলতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে, সেজন্য লেখাপড়া আমি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; তুমি কেবল স্বাক্ষর করিয়া দাও।" স্নেহলতা কটিদেশের বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া সুকুমারের হস্তে প্রদান করিল। সুকুমার তাহা পাঠ করিয়া দোয়াত কলম চাহিল। স্নেহলতা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কালি কলম দাও।" একটি স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষও আসিল। উভয়েরই বদন মুখোসে আবৃত। সুকুমার কাহাকেও

চিনিয়া লইতে পারিল না। সে কাগজে সহি করিল। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাক্ষী রূপে যথাক্রমে তাহাতে স্বাক্ষর করিল ও অঙ্গুলির ছাপ দিল। পরে তাহারা চলিয়া গেল।

সুকুমার বলিল, "পূর্ব্ব হইতেই সব ব্যবস্থা ছিল দেখিতেছি। যাক্, বিশ্বাসের কাজ ত করিলাম। বল,এখন বিবাহের কি হইবে? আজই রাত্রিতে ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ত?"

স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, এত অধীর হইও না।"

সুকুমার বিস্মত হইয়া বলিল, "বল কি! তবে আমাকে কাগজ-খানা দাও, ঐ কাগজে আমার জীবন মরণ রহিয়াছে।"

স্নেহলতা সুকুমারের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "দেখ সুকুমার, তুমি যদি কাগজখানি লইবার জন্য জিদ্ কর, তাহা হইলে আমি তোমার পত্নী হইতে পারিব না, ইহা যেন মনে থাকে।"

"তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ; আমাকে কাগজখানি দাও।"

স্নেহলতা সুকুমারের হস্তে কাগজ দিয়া বলিল "এই লও তোমার কাগজ; তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ।"

সুকুমার কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া দেখিল যে সেখানি সাদা কাগজ, তাহাতে কিছুই লিখিত নাই। তখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ইহার অর্থ কি?"

"ইহার অর্থ আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস।" স্নেহলতা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে চেয়ারখানি দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন প্রবঞ্চক জানিলে তোমার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতাম না।"

স্নেহলতা এই অবমাননার কথা সহ্য করিতে পারিল না। সে ভাবিল, সুকুমার পুরুষ, আমি রমণী—আমার অপেক্ষা সাহস সুকুমারের থাকিতে পারে, কিন্তু এখন আর শুধু সাহস লইয়া সুকুমার কি করিবে? সে নরহন্তা, আমি ত নরহন্তা নহি—সে যে খুন করিয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই একরার-পত্র আমার নিকটে রহিয়াছে। তবে সুকুমারের এত তেজ কিসের? পুরুষ বলিয়া? তা' পুরুষের দর্প আমি চূর্ণ করিতেছি।

স্নেহলতা ক্রোধভরে বলিল, "দেখ সুকুমার, আর তুমি আমার সম্মুখে আসিও না—তোমাকে আমি বিদায় দিতেছি, এই দণ্ডেই তুমি চলিয়া যাও। পুনরায় যদি সামান্য কথা কহিয়াও আমাকে অবমানিত কর, জানিও তোমার একরার-পত্র আমার নিকটে আছে, আমি তোমাকে জব্দ করিতে পারিব।"

সুকুমার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তবে তোমাকেও একটা কথা বলি। তুমি আমাকে যতটা বোকা মনে কর, আমি ততটা বোকা নহি। মনে করিও না যে একরার লিখাইয়া লইয়া তুমিই আমাকে হাতে পাইয়াছ। তুমিও জানিও যে তোমার জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি আমার হাতে আছে।"

পাপীর মন সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকে, স্নেহলতাও সুকুমারের কথা শুনিয়া ঈষৎ শঙ্কিতা হইল; বলিল, "সুকুমার, তুমি কি আমাকে সামান্যা রমণী বলিয়াই মনে কর যে দুটা বাজে কথা কহিয়া আমাকে ভয় দেখাইবে? আমার জীবন-মরণ আমার ইচ্ছার অধীন, তোমার মত কাপুরুষ ভবঘুরের হাতে তাহা নাই।"

"তাই ভাল; জানিও অজিতকুমারের জামার পকেট হইতে আমি এক তাড়া কাগজ পাইয়াছি। তুমি যে নিজের শয়তানি এত শীঘ্র

প্রকাশ করিয়াছ, ইহাতে ভালই হইয়াছে। অজিতকুমার তোমার সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতেন, এখন আমি তৎসমস্তই জানিয়াছি।”

স্নেহলতার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তাহার চক্ষের সে দীপ্তি কমিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি জানিয়াছ?”

“জানিয়াছি যে ললিতা এখনও বাঁচিয়া আছে।”

স্নেহলতা সুকুমারকে দেখিতে দেখিতে কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, “সে কাগজগুলি তোমার নিকটে আছে?”

“আছে। সেই সমস্ত কাগজ পাঠ করিয়া আমি জানিয়াছি যে ললিতার ধাত্রীকে কিরূপে তুমি ইহধাম হইতে সরাইয়াছ, ললিতাকে কিভাবে ধরিয়া আনিয়াছ—তোমার সকল কথাই আমি এখন জানি। এখনও বল, আমাকে বিবাহ করিবে?”

“সুকুমার রাগ করিও না। আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। কিন্তু একটা কথা; কাগজগুলি আগে আমাকে দিতে হইবে।”

“এরূপ চালাকি অপরের নিকটে খাটিতে পারে, আমার নিকটে খাটিবে না। আমি সে কাগজ দিব না।”

স্নেহলতার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সুকুমার বলিল, “কাগজখানা‌তে স্বাক্ষর করাইয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি উহা লইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে আমিও সেই সকল কাগজ আদালতে দাখিল করিব।”

স্নেহলতা চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিল, “কখনই সে কাগজ তোমার নিকটে নাই।”

“আছে।”

“তোমার সঙ্গেই আছে?”

“আছে।”

স্নেহলতা দ্বারপার্শ্বে সংলগ্ন একটি ঘণ্টা বাজাইল। তৎক্ষণাৎ দুইজন সশস্ত্র ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের মুখ মুখোসে আবৃত—উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া তাহারা আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুকুমার তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "এই দুইটি দুর্ব্বৃত্ত কি কারণে আসিয়াছে ?"

স্নেহলতা ওষ্ঠ দংশন করিয়া বলিল, "তোমার প্রাণ গ্রহণের জন্য।" স্নেহলতা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আর একটি সশস্ত্র ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমার তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা যে হও, যে কারণেই আসিয়া থাক, এক পদও অগ্রসর হইও না। তোমরা জানিও যে আমি এইরূপ একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। যদি একপদ অগ্রসর হও, তাহা হইলে এই বাড়ীর এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না।" সুকুমার জানালার পার্শ্বে গমন করিয়াই পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল এবং পিস্তলের ঘোড়া ঠিক করিয়া বলিল, "আমি আওয়াজ করিবামাত্র তোমাদের মত বহুসংখ্যক সশস্ত্র ব্যক্তি এখানে আগমন করিবে। ভাল, চাও তো চলিয়া যাও।"

সুকুমারের কথা শেষ হইতে না হইতেই এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং তদ্দণ্ডেই স্নেহলতা আবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। স্নেহলতাকে দেখিয়া সুকুমার বলিল, "দেখ শয়তানী, তোমাকে শয়তানী জানিয়াই আজ আমি এখানে আসিয়াছি। যদি ভাল চাও তো চলিয়া যাও, নচেৎ আমি এখনই আওয়াজ করিব; আমার সাহায্যার্থ দলে দলে সশস্ত্র লোক আসিবে; তোমরা এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না।"

"তুমি আমাকে বড়ই ভালবাসিতে; তোমার ভালবাসা যে মৌখিক, তুমি যে বিশ্বাসঘাতক, তাহাই জানাইবার জন্য আজ আসিয়াছ কি ?"

"বৃথা আমার নিন্দা করিও না। তুমি বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছ, শেষে শয়তানীর রূপ ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছ। তাহার পূর্ব্বে আমি বিশ্বাসঘাতক হই নাই। এখন চলিলাম, তোমার ক্ষমতায় যাহা থাকে, তাহা করিও।" সুকুমার সগর্ব্বে চলিয়া গেল। স্নেহলতা আর কথা কহিল না, কেহ তাহাকে বাধা দিল না।

কয়েক মিনিট কাল স্নেহলতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আপন মনে বলিল—এত তেজ, এত দর্প! আমি যদি কালাচাঁদ সর্দ্দারের কন্যা হই, তবে এ তেজ ভাঙ্গিব। আমার সকল কৌশল ব্যর্থ করিবার সামর্থ্য যাহার ছিল, সে ত মরিয়াছে —এখন এই সামান্য সুকুমারকে হস্তগত করা ত তুচ্ছ কথা, যদি পদদলিত করিতে না পারিলাম, তবে আমার সকল শিক্ষাই বৃথা হইয়াছে।

স্নেহলতা উদ্ধতভাবে দুই একবার কক্ষমধ্যে পদচারণা করিল। পরে ডাকিল "কাতি!"

সেই দণ্ডেই এক বৃদ্ধা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ?" বৃদ্ধার বয়স ষাট বৎসরের অধিক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহার চালচলন দেখিলে মনে হয় যে যুবতীর অপেক্ষাও তাহার ক্ষমতা অধিক। বৃদ্ধার নাম কাত্যায়নী—সে পরিচারিকা, স্নেহলতা তাহাকে "কাতি" বলিয়াই ডাকিত। "কি বল্‌ছ" বলিয়াই সে স্নেহলতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্নেহলতা বলিল, "কি বলিব, তাহা বুঝিতেছিস্ না?"

"বুঝেছি বই কি!"

"আমি কালই চাই।"

কাত্যায়নী হাত পা নাড়িয়া বলিল, "হুকুম করাটা যত সহজ, হুকুম তামিল করা তত সহজ নহে।—সুকুমারকে মুঠার ভিতরে চাই ত?"

"হাঁ, তাই চাই।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া কাত্যায়নী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে স্নেহলতা বলিল, "শোন্ কাতি, আরও কথা আছে। কাল ভোরেই এ বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে।"

"সে ব্যবস্থা ত করাই আছে; তাহার জন্য চিন্তা কি? এখন একবার রঙ্গিণীদের মহলে আমাকে যাইতে হইবে। সুকুমারকে ধরিতে হইলে ফাঁদের প্রয়োজন; সে ফাঁদ কেমন করিয়া পাতিতে হয়, তাহা আমি জানি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, আমি ফাঁদ পাতিব।"

স্নেহলতা কাত্যায়নীর ফন্দি বুঝিয়া একটু হাসিল; বলিল, "যাহা চাহিবি, তাহাই বখ্‌শিস দিব।" কাত্যায়নী চলিয়া গেল। স্নেহলতা আবার ওষ্ঠদংশন করিয়া বলিল,"এইবার দেখা যাবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নবীনার প্রেম।

সুকুমার প্রকৃতপক্ষে ক্রোধান্ধ হইয়াছিল। সে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়াই শয়ন করিল। কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। রাগের মাথায় সে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। ভাবিল, অজিতকুমার ত ঠিকই বলিয়াছেন ; পিস্তলটি সঙ্গে না রাখিলে এবং একটু বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা না বলিলে আজ প্রাণটা যাইত। যাহা হউক, স্নেহলতা কত বড় শয়তানী, তাহা একবার দেখিয়া লইতে হইবে।

রাত্রিটা কোনক্রমে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে সুকুমার একবার অজিতকুমারের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে বাটী হইতে বাহির হইল। যে রাস্তা দিয়া সুকুমার গমনাগমন করে, সেই রাস্তা দিয়াই সে যাইতে লাগিল। কিন্তু আজ একটা নূতন দৃশ্য তাহার নয়ন-পথে পড়িল।

রাস্তার পার্শ্বেই একখানি একতলা বাড়ীতে "ভাড়া দেওয়া যাইবে" এইরূপ বিজ্ঞাপন একখানি কাগজে লিখিত ছিল। অজিতকুমারকে খুন করিবার জন্য এই বাড়ীটা ভাড়া লইবে বলিয়া সুকুমার একবার ইচ্ছা প্রকাশও করিয়াছিল। আজ এই বাড়ীতে সুকুমার দেখিল যে সে বিজ্ঞাপনপত্র নাই, বাড়ীর সদর দ্বার খোলা রহিয়াছে, বাড়ীতে লোক আসিয়াছে।

সুকুমার ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল যে কাল অপরাহ্ন-কালে এই বাড়ীতে ত কেহ ছিল না, ইহারই মধ্যে কে এই বাড়ী ভাড়া লইল ; এমন সময়ে জানালা দিয়া সুকুমার দেখিল যে একটি যুবতী সেই গৃহ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুকুমার সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অজিতকুমারের নিকটে গমন করিল।

সহসা সুকুমারকে দেখিয়াই অজিতকুমার বলিলেন, "ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে নাকি ?"

"এখন কিছু ঘটে নাই, যাহা ঘটিবার তাহা কাল রাত্রিকালে ঘটিয়াছে।"

সুকুমার, স্নেহলতার সহিত যাহা যাহা কথা হইয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। অজিতকুমার বলিলেন, "আরে ছি! সব পণ্ড করিয়াছ ?"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "পণ্ড করিলাম !"

"তাহাই ত করিলে। আমি তো তোমাকে বারংবার বলিয়া আসি-তেছি যে, অপরাধীকে মুঠার ভিতরে রাখিয়া কাজ করাই সুদক্ষ গোয়েন্দার কর্ত্তব্য। তোমাকে স্নেহলতা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, ইহা জানিয়াই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে তোমার সহায়তায় আমার কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু তুমি যখন রাগারাগি করিয়া আসিয়াছ, তখন আমার অর্দ্ধেক পরিশ্রম নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

সুকুমারের বদন বিষণ্ণ হইল দেখিয়া অজিতকুমার বলিলেন, "যাহা হউক, দুঃখ করিও না—আমি সুদক্ষ গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, স্নেহলতার ন্যায় সামান্যা রমণীর কৌশল দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র আমি নহি। আমার অর্দ্ধেক পরিশ্রম নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তা' বলিয়া সে আমার আশার মূলে ছাই দিতে পারিবে না।"

সুকুমার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ; বলিল, "আমাকে নিতান্ত প্রাণের ভয় না দেখাইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

"বলিতেছি" বলিয়া অজিতকুমার সুকুমারকে কয়েকটি পরামর্শ দিলে সুকুমার চলিয়া গেল।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সুকুমার, কেন বলা যায় না, আবার সেই এক-তলা বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে যুবতীকে দেখিতে পাইয়া সুকুমার গলার আওয়াজ করিল—সঙ্গে সঙ্গে চারি চক্ষু এক হইল।

যুবতী একবার মস্তকের বস্ত্র টানিয়া দিল বটে, কিন্তু কক্ষ হইতে চলিয়া গেল না। এখানকার দ্রব্য সেখানে, সেখানকার দ্রব্য এখানে—এইভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে সুকুমারের প্রতি সলজ্জভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সুকুমারের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইল, সে অনন্যমনা হইয়া সেই গৃহের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল যে যুবতীর সীমন্তে সিন্দুর নাই, হস্তে অলঙ্কার নাই, কিন্তু পরিধানে শাটী রহিয়াছে—ইহাতেও যুবতীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। সুকুমার স্নানাহার ভুলিয়া সেই স্থানেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় এক দণ্ড কাল অতিবাহিত হইল। ইতোমধ্যে উভয়ের নয়ন সামান্য আলাপ করিয়া লইল। সুকুমারও হাসিল, যুবতীও হাসিল। যুবতী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুকুমার পুনরায় তাহার দর্শনের আশায় কিয়ৎক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া দেখিল যে যুবতী আর সে কক্ষে আসিল না, তখন স্নানাহারের কথা সুকুমারের মনে পড়িল। সুকুমার বাসার অভিমুখে চলিয়া গেল।

স্নানাহারের পর সুকুমার বিশ্রাম লাভের আশায় একবার শয়ন করিল, কিন্তু শয়নে তাহার তৃপ্তি হইল না—সে আবার বাঁড়ী হইতে বাহির হইল, আবার সেই একতলা বাড়ীর নিকটে গমন করিল।

এবারেও যুবতীর সহিত সুকুমারের সাক্ষাৎ হইল। শুধু সাক্ষাৎ নহে, আলাপ পরিচয়েরও সুযোগ ঘটিল। এই বাড়ীর পার্শ্ব দিয়াই একটি অতি অপ্রসর অনতিদীর্ঘ গলি গিয়াছে; সেই গলির উপরেই বাড়ীর সদর দ্বার। যুবতী সেই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমার একবার মনে করিল যে গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া যুবতীর সহিত দুই একটা কথা কহিবে, আবার সঙ্কোচ বোধ করিল। শেষে যুবতীর হাবভাব দেখিয়া সুকুমার অগ্রসর হইল, যুবতী তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

সুকুমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তাহার মনে একটু ভয় হইল। পরে কথায় কথায় সে জানিতে পারিল যে, এই বাড়ীতে যুবতী ও তাহার মাতামহী ভিন্ন অপর কেহ নাই। যুবতীর মাতুলালয়ও কলিকাতায়; কিন্তু মাতুলগণ খৃষ্টানি সংসর্গে পড়ায় যুবতীর মাতামহী তাহাদিগের বাড়ীতে গমন করেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, পুত্রেরা তাঁহাদের থাকিবার জন্য এই বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছে। কাল কলিকাতায় আসিয়াই যুবতী একবার মাতুলের খবর লইতে গিয়াছিল। যুবতী বাল-বিধবা বলিয়া তাহার মাতামহী তাহার প্রতি তত্টা বাধাবাঁধি রাখেন নাই। নিজে পুত্রদিগের বাড়ীতে যাইতেন না, কিন্তু নাতিনীকে পাঠাইতেন। তিনি জানিতেন যে একটু বয়স হইলে সে আপনিই ধর্ম্মপথ দেখিয়া লইবে—হিন্দুশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা আছে, দুই তাল গোবর খাইলে দেহ শুদ্ধ হইবে

সুকুমার এই সকল কথা শুনিয়া একটু হাসিল ; ভাবিল, যেমন কাণ্ড কারখানা দেখিতেছি, তাহাতে গোবরে কুলাইবে না।

অনন্তর উভয়ে কিছুক্ষণ কথোপকথন করিল। যুবতী নিজের জীবনের অনেক কথা সুকুমারকে বলিল। অবশেষে জানাইল যে কাল প্রাতঃকালে তাহার মাতামহী গঙ্গাস্নানে যাইবেন, সে সময়ে সে সুকুমারের দেখা পাইলে কৃতার্থ হইবে। সুকুমার "আসিব" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময়ে ভাবিল—আশ্চর্য্য, গৃহস্থের ঘরের মেয়ে যে এমন নির্লজ্জ ও বাচাল হয়, তাহা ত আমার ধারণা ছিল না।

বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া সুকুমার ক্ষুধা বোধ করিতে লাগিল। সে নিজের মনেই বলিল—কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছিলাম। এ ছুঁড়িটা দেখিতেছি অগ্নিমান্দ্যের ঔষধ, একদণ্ড কাছে বসিয়াই অরুচি কাটাইয়া দিয়াছে, এখন আমাকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইতে হইয়াছে।

সুকুমার কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিল। পরে শয্যায় শয়ন করিল। এবারে নিদ্রাদেবী তাহাকে দয়া করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই সুকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে অজিতকুমারের সহিত দেখা করিবার জন্য বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। এবার আর যুবতীর সহিত তাহার দেখা হইল না।

অজিতকুমারের ভবনে উপস্থিত হইয়াই সুকুমার দেখিল যে অজিতকুমার জামা কাপড় গুছাইতেছেন। সুকুমারকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা সুকুমার, এই জামাটি ঠিক তোমার জামার মত নহে কি ?"

সুকুমার জামাটি লইয়া বেশ করিয়া দেখিল, পরে বলিল, "সেইটিই ত দেখিতেছি। আমি কি এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলাম ?"

"না ; আমি ইহা তৈয়ার করাইলাম।"

"আমার জামার অনুকরণে জামা তৈয়ার করাইলেন, কিছু প্রয়োজন আছে নাকি?"

"অবশ্যই আছে, তাহা তোমাকে পরে জানাইব।"

অনন্তর অজিতকুমার একটি মুখোস বাহির করিয়া বলিলেন, "এটি কি ঠিক তোমার মুখের মত হইয়াছে?"

সুকুমার হাসিতে হাসিতে মুখোসটি লইয়া দর্পণের নিকটে গেল এবং আপনার মুখের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিল। শেষে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "আমার ফটো লইলেন কবে? গোয়েন্দারা ভয়ানক জীব দেখিতেছি।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমি সুকুমার হইতে পারিব, কি বল?"

"পারিবেন বলিয়াই ত মনে হইতেছে; কিন্তু গলার স্বর বদলাইবেন কিরূপে?"

"সম্পূর্ণ না পারি, অনেকটা পারিব, এ ভরসা আমার আছে।—যাক্, এখন খবর কি?"

"খবর আছে। স্নেহলতার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই; সে বিষয়ে আর কোন খবর নাই। তবে আমার নিজের সম্বন্ধে একটা খবর আছে।"

সুকুমার নবীনার প্রেম সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিল। অজিতকুমার তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সুকুমার, আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে আমাকে তোমার প্রকৃত বন্ধু জানিয়া অকপটভাবে যুবতীর প্রণয় কাহিনী আমার নিকটে ব্যক্ত করিলে, ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। কিন্তু যুবতীর বাড়ীতে এ ব্যাপার কেহই জানিতে পারিল না?"

সুকুমার বলিল যে, বাড়ীতে এক বৃদ্ধা মাতামহী ভিন্ন অপর কেহ নাই।

অজিতকুমার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহার নাম কি?"

"আঙ্গুর বালা।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেমন, টক্ না মিষ্ট?"

"মিষ্ট বলিয়াই ত বোধ হইল।"

অজিতকুমার আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, এ কাজের কথা নহে। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে। আঙ্গুর? গৃহস্থের ঘরে এমন রসাল নাম?—না সুকুমার, তুমি সাবধানে থাকিবে।"

"আপনি বারবনিতা বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।"

"আমি সেই সন্দেহই যে করিতেছি, এমন নহে।"

"তবে কি ভাবিতেছেন যে আমি এই নবীনার প্রেমে পড়িয়া মাটি হইব?"

"একে আঙ্গুর, তাহার উপর কচি বয়স, অবার সে বাল-বিধবা শুনিতেছি—এ প্রেম একবার জন্মিলে তোমাকে রক্ষা করা ভার হইবে।" অজিতকুমার একটু হাসিলেন।

"আচ্ছা যদি প্রেমেই পড়ি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জীবনে ইহাও ত একটা সাধ।"

"তা সত্য, কিন্তু জীবনের সাধ মিটাইতে গিয়া জীবনান্ত যেন না হয়।"

সুকুমার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

"কেন, ইহা ত সহজ কথা; যে কাজে হাত দিয়াছ সুকুমার, সে কাজে এমন দুই একটা নকল প্রেমের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে।

হয়ত তোমার আঙ্গুর সত্য সত্যই ভদ্র ঘরের মেয়ে হইতে পারে; আবার হয়ত সে স্নেহলতার হস্তপরিচালিতা পুত্তলিকাও হইতে পারে। যাহা হউক, তোমাদের মধ্যে যে সকল কথা হইবে, আমাকে জানাইও।"

সুকুমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে রাজি হইল। শেষে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিবার সময়ে ভাবিল, অজিতকুমার সকল বিষয়েই সন্দেহ করেন, তিনি বৃথা আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি যেমন পাকা গোয়েন্দা, তাহাতে তাঁহার কথা একেবারে অবহেলা করা যায় না।

পরদিন প্রাতঃকালে সুকুমার আঙ্গুরবালার ভবনে উপস্থিত হইল। আঙ্গুর পূর্ব্ব হইতেই জানালায় বসিয়া ছিল। সুকুমার গিয়া শুনিল যে আঙ্গুরের মাতামহী গঙ্গাস্নানে চলিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য কথার মধ্যে আঙ্গুর সুকুমারকে জানাইল যে আজ সন্ধ্যার পর সে মাতুলালয়ে যাইবে। সেই অবসরে সুকুমার যদি তাহার সহিত গাড়ীতে উঠিয়া একটু বেড়াইতে যায়, তবে সে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যবস্থা করিবে?"

"কেন, মোড়ের নিকটে গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিবে, তুমি সেইখানে গাড়ীতে উঠিবে। এখানে দিদিমা' আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন, সুতরাং এখানে ত গাড়ীতে উঠিবার পক্ষে তোমার সুবিধা হইবে না।"

সুকুমারের মনে একটু সন্দেহ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদিমা' কি তোমাকে একাকিনী গাড়ীতে ছাড়িয়া দিবেন?"

আঙ্গুর হাসিয়া বলিল, "পাগল হইয়াছ? মামার বাড়ীর বুড়ী ঝি আসিবে। সে সঙ্গে থাকিবে।"

"তবে আমি কিরূপে গাড়ীতে উঠিব ?"

"সে জন্য ভাবিও না। আমি তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিব যে আমার এক ঠাকুরদাদা সঙ্গে যাইবেন, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র পড়িতেছেন। তাঁহার বয়স কম, সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হন। এরূপ বলিলে ঝি আর সন্দেহ করিবে না।"

সুকুমার মনে মনে ভাবিল, যে রমণী দুষ্টা হইবে; বয়স কম হইলেও তাহার এদিকে বুদ্ধি বড় প্রখরা হয় দেখিতেছি।

একটু চিন্তা করিয়া সুকুমার বলিল, "তাহা না হয় হইল, কিন্তু ঝি যখন গাড়ীতে থাকিবে, তখন আমরা ত কথা কহিতেই পারিব না। এমন অবস্থায় আমি আর গিয়া কি করিব ?"

"কথা কহিতে পারিব না কেন, সে কানে কম শুনে। কথা কহিতে খুব পারিব। দেখ, ছেলেবেলা হইতে সাধ ছিল যে বিবাহ হইলে একদিনও দুজনে গাড়ী চড়িয়া বেড়াইব। তা ভগবান সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। আজ আবার আমারি সেই সাধ হইতেছে, তুমি আমার সে সাধ পূর্ণ করিবে না ?"

রমণীর কথায় গলিয়া যাওয়া সুকুমারের অভ্যাস বলিয়াই বোধ হয়। সে গাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত হইল। পরে আঙ্গুরের মাতামহীর আগমন সম্ভাবনা বুঝিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সুকুমারের আসিবার সময়ে আঙ্গুর আবার তাহাকে বলিয়া দিল যে মোড়ের মাথায় গাড়ী থাকিবে, তুমি সেই গাড়ীতে উঠিও।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"যমালয়ে।"

অজিতকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুকুমার এই সকল কথাও তাঁহাকে জানাইল। অজিতকুমার বলিলেন, "সুকুমার, তুমি দেখিতে পাইবে যে আমার অনুমানই ঠিক—আঙ্গুর স্নেহলতার পরিচালিত যন্ত্র মাত্র।"

সুকুমার কথাটা কানে তুলিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুকুমার একবার ভাবিল যে অজিতকুমারের অনুমান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে, আবার ভাবিল যে অজিতকুমার স্নেহলতাকে যতটা ভীষণা রমণী বলিয়া মনে করেন, তাহাতে জগতের কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাহা অদৃষ্টে ঘটিবার তাহা ঘটিবে, আঙ্গুরের সহিত গাড়ীতে দেখা করিতেই হইবে।

এইরূপ ভাবনায় সুকুমার সমস্ত দিনটা বিভোর হইয়া রহিল। এক দণ্ড যেন তাহার নিকটে এক যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তাহার সমস্ত দিনটা অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যার পরই সে যাত্রা করিল। দেখিল মোড়ের মাথায় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। সুকুমার গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে আঙ্গুর বলিল, "এই যে দাদা ঠিক হাজির হয়েছেন।" আঙ্গুর উঠিতে বলিলে সুকুমার গাড়ীতে উঠিল।

আঙ্গুর বৃদ্ধা পরিচারিকার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে বলিল যে সুকুমার সম্পর্কে তাহার ঠাকুরদাদা হয়; শুধু তাহাই নহে, সুকুমার কলিকাতায় একজন ভাল চিকিৎসক। এই সকল কথা পরিচারিকার হৃদয়ঙ্গম হইলে সে সুকুমারকে বলিল, "বেশ হয়েছে বাবা, তোমরা সবাই যাবে বই কি। আহা রোগে যে রকম কষ্ট পাচ্ছে, তা আর বল্‌বার নয়। তা বাবা তুমি যখন যাচ্ছ, তুমিও রোগটা ধরতে পারবে।"

সুকুমার ইসারায় বুঝাইতে যাইতেছিল যে সে যাইবে না। তখন আঙ্গুর বলিল "না, না—এমন কথা বলিও না। যাইবে না বলিলে যে সন্দেহ করিবে।"

সুকুমার কাজেই বৃদ্ধাকে জানাইল যে সে যখন যাইতেছে, তখন রোগীকে অবশ্যই দেখিবে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী একটি বাড়ীর সম্মুখে থামিল। বৃদ্ধা সুকুমারকে অগ্রে গাড়ী হইতে নামাইয়া পরে নিজে নামিল। সুকুমার অগত্যা যাইতে বাধ্য হইল।

বাড়ীর চারিদিকেই অনেকটা ফাঁকা স্থান আছে। তাহার স্থানে স্থানে দুই একটি কলমের আম গাছ, সুপারি গাছ ও ফুলের গাছ রহিয়াছে। সুকুমার সেই সকল দেখিতে দেখিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি, আঙ্গুর দ্রুত পাদবিক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে সুকুমারকে লইয়া উপরে গেল। উপরিতলে চারিদিকে চারিটি কক্ষ, মধ্যস্থলে একটি নাতিদীর্ঘ হল। সুকুমার দেখিল আঙ্গুর সেই হলে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একখানি কি কাগজ পড়িতেছে। বৃদ্ধা সুকুমারকে সেই হলে যাইতে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

হলের মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার টেবিল। টেবিলের পার্শ্বে চারিদিকে চারিখানি চেয়ার পাতা রহিয়াছে। হলটি নানাবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত। সুকুমার একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল, "আঙ্গুর, এত বড় বাড়ীতে লোকজনের সাড়া পাইতেছি না কেন? তোমার মামার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে?"

আঙ্গুর তখনও সুকুমারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কথা কহিল না।

সুকুমার আবার তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি আঙ্গুর নহি।"

সুকুমার বিস্মিত হইল। সুকুমার রমণীর শাড়ীখানি দেখিয়াই মনে করিয়াছিল যে সে আঙ্গুর; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিত হইল। তথাপি সুকুমার সাহস করিয়া বলিল, অপরাধ লইবেন না, আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি আপনাকে আঙ্গুর বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম।"

রমণী সেই অবস্থাতেই বলিল, "আমি কে, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে কি?"

সুকুমার শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "কে?"

"দেখ আমি কে" এই বলিয়া রমণী মুখ ফিরাইল, মস্তকের কাপড় একটু সরাইয়া দিল। সুকুমার দেখিল যে সে স্নেহলতা। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

স্নেহলতা হাসিয়া বলিল, "বিস্মিত হইতেছ?"

"না।"

"শুধু বিস্ময় নহে, তোমার ভয়ও হইয়াছে—সে কথা তুমি স্বীকার করিতেছ না।"

"ভয় বা বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; এমনই একটা ব্যাপার ঘটিবে, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলাম।"

"যাহা হউক, আমার বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলা দিয়াছ, তখন কিছু আহার কর, রাত্রিকালে আর কোথায় গিয়া খাইবে?

স্নেহলতা টেবিলের উপরিভাগের বস্ত্রাচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিল। সুকুমার দেখিল যে দুইটি পাত্রে নানাবিধ খাদ্য রহিয়াছে। স্নেহলতা বলিল, "এস, আমরা দুইজনেই আহার করি; পরে কথা কহিব।"

সুকুমার কিছুই বলিল না, স্নেহলতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্নেহলতা বলিল, "একদিন একটু রাগারাগি হইয়াছিল বলিয়া হয়ত তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। পাছে তুমি সন্দেহ কর, সেই জন্য আমি দুইখানি পাত্র সাজাইয়া রাখিয়াছি। নতুবা আমি স্ত্রীলোক, পুরুষের সমক্ষে আহার করিতে আমার লজ্জা হয়।"

সুকুমার বলিল, "এত খাতির কেন?"

"কোন্ কালে তোমাকে খাতির না করিয়াছি?"

"তবে এত কাণ্ড করিয়া আমাকে আনাইলে কেন?"

"আমার হাতের ভিতরে না আসিলে কি তুমি কথা শুনিবে?"

"তুমি কি মনে কর যে আমি তোমার হাতের ভিতরে আসিয়াছি?"

"নিশ্চিতই মনে করি; তোমার জীবন মরণ তো আমারই হাতে। আমাকে সেই কাগজগুলি দাও, তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিব।"

"আর সে ভালবাসা থাকিতে পারে না। থাকুক আর নাই থাকুক, আমি তোমাকে কাগজ দিব না।"

"সুকুমার, তোমার জীবন আমার হাতে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না?"

"তুমি আমার কিছুই করিতে পার না।"

স্নেহলতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কাগজগুলি দিবে না?"

"না।"

"তবে দেখ।" স্নেহলতা টেবিল হইতে একটি ছোট ঘণ্টা লইয়া বাজাইল। তৎক্ষণাৎ চারিটি বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র ব্যক্তি সেইস্থানে আগমন করিল। সুকুমার তখন মনে মনে ভাবিল—অজিতকুমারের কথায় বিশ্বাস না করিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। পিস্তলটিও সঙ্গে লইলাম না, এখন ত বলপ্রকাশ করা বৃথা। দেখা যাউক, ইহারা কি করে।

স্নেহলতা হুকুম দিল "ইঁহাকে বাঁধ।"

তদ্দণ্ডেই সেই চারিজন সুকুমারের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। সুকুমার বলপ্রকাশ করিল না। স্নেহলতা দেখিল যে সুকুমার আর কিছুই করিতে পারিবে না। তখন সে চারি ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া সুকুমারকে বলিল, "এখন বুঝিতেছ?"

"বুঝিব আবার কি?"

"তোমার বিপদ তুমি বুঝিতেছ না? জান এখনই তোমার হৃদয়ে আমি আমূল ছোরা বসাইয়া দিতে পারি?"

সুকুমার অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিল, "আমিও তাহাই চাই। তোমার মত শয়তানী রাক্ষসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই আমি শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করি।"

স্নেহলতার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "কি! এখনও তুমি আমার অবমাননা করিতে সাহসী হইতেছ?"

সেইরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরেই সুকুমার বলিল, "অবমাননা? অবমাননার কথা বলিও না। তুমি দস্যুপালিতা, নরহত্যাই তোমার পেশা—তোমাকে আবার কি বলিয়া অবমানিত করিব?"

"আমি নরহত্যা করিতে চাহি না, তোমাকে আমি খুন করিব না। তোমাকে যমালয়ে রাখিব।"

"আমি ত তাহাই চাহিতেছি।"

"না, তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি পূর্ণ করিব না; আমি সে যমালয়ের কথা বলিতেছি না। চূণের ঘরে তোমাকে আবদ্ধ রাখিব, তাহার পর—" স্নেহলতা কথাটা চাপিয়া গেল।

"তাহার পর কি হইবে?"

"তাহাও শুনিতে চাও? সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ধীরে ধীরে তুমি মরণের পথে অগ্রসর হইবে। এই উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণের জন্য তোমাকে সাধিয়াছিলাম, তুমি তাহাতে সম্মত হও নাই—"

"আমি এখনও অসম্মত।"

"তুমি সন্দেহ করিয়াছ যে ইহাতে বিষ আছে? না, না—বিষ খাওয়াইলে অতি শীঘ্র তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি দারুণ কষ্টে অল্পে অল্পে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে, আমি ইহাই দেখিতে চাই। তুমি আমাকে অকপটভাবে ভালবাসিতে পার নাই, ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। এখনও কাগজগুলি দাও, রক্ষা পাইবে।"

"কাগজ আমার বাসায় পাইবে—আমি তোমার নিকটে দয়া ভিক্ষা করিব না। তোমার ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্তই আমি গ্রহণ করিতেছি।"

"বটে! তুমি বড়ই সাহস দেখাইতেছ! তুমি কি এখনও জীবনের আশা রাখ?"

"যতক্ষণ মানুষ না মরে, ততক্ষণ সে জীবনের আশা রাখে।"

"মূর্খ, কোন আশা নাই। আমার নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লও।"

স্নেহলতা আবার ঘণ্টা বাজাইল। সেই চারি ব্যক্তি আবার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। স্নেহলতা বলিল, "যমালয়ে আবদ্ধ রাখ, আমার হুকুম তামিল কর।"

তাহারা সুকুমারকে নিম্নতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গেল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন জমিদার প্রজাকে দমন করিবার জন্য যেমন চূণের ঘর রাখিতেন এবং সেই ঘরে প্রজাকে আবদ্ধ রাখিবার হুকুম দিতেন, স্নেহলতাও সেইরূপ একটি কক্ষে চূণের রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সুকুমার সেই কক্ষে স্থান পাইল। কক্ষের এক স্থানে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সামান্য আলোকে সুকুমার কেবল নিজের অবস্থার ভীষণতা উপলব্ধি করিবে, এই জন্যই প্রদীপটি রক্ষিত হইয়াছিল।

সুকুমার সেই কক্ষে উপবেশন করিয়া ভাবিল—অজিতকুমার দেবতা, এতটা অনুমান মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"দোহাই তোমার, রক্ষা কর।"

সুকুমারকে "যমালয়ে" আবদ্ধ রাখিতে বলিয়া স্নেহলতা টেবিলের পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার হুকুম অনুসারে কার্য্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও সে মনে শান্তি পাইল না। সে ভাবিতে লাগিল—সুকুমার কি এতই নির্ব্বোধ যে কাগজগুলি অসাবধান হইয়া রাখিয়া দিবে? কাল প্রত্যুষেই আমি সুকুমারের বাসায় লোক পাঠাইব, সেখানে যদি কাগজগুলি থাকে, তাহা হইলে সেগুলি অবশ্যই আমি পাইব। যদি সুকুমারের সঙ্গেই কাগজগুলি থাকে, তাহা হইলেও কাল সেগুলি আমারই হইবে। কিন্তু সুকুমার আমার মনোভাব বুঝিয়া যদি কাগজগুলি স্থানান্তরিত করিয়া থাকে, অথবা অপরের অপরিজ্ঞেয় কোন স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে আমার উপায় কি হইবে? সুকুমার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরণের পথে অগ্রসর হইবে সত্য, কিন্তু সে কাগজ দুই দিন পরে অপরেরও ত হস্তগত হইতে পারে? তখন আমার কি হইবে? এই যে এতকাল স্ত্রীলোক হইয়াও দেশে দেশে ঘুরিলাম, কত পুরুষকে নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিলাম—এই যে নরহত্যার মহাপাপ সঞ্চয় করিলাম—এ সকল কেন করিলাম? সামান্য একটা বালিকার মায়া

ত্যাগ করিয়া, সামান্য অর্থলিপ্সা ত্যাগ করিয়া সেই সময় যদি সংসারী হইতাম, তাহা হইলে আজ এই দারুণ মনস্তাপ আমাকে সহ্য করিতে হইত না। গোয়েন্দা অমলেন্দু যখন আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, তখনও যদি আমি ধরা দিতাম, তাহা হইলেও এতদিনে আমার আত্মা শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিত। কেন তাহা না করিলাম, অহোরাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য কেন বাঁচিয়া থাকিলাম?

স্নেহলতা কত কথাই ভাবিল, শেষে স্থির করিল, যে পথে সে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন বিপদ বুঝিয়া সে পথ ত্যাগ করা হইবে না—যখন সে ডুবিয়াছে, তখন পাতাল কত দূরে, তাহা দেখিয়া লইবে।

অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্নেহলতা টেবিলের উপর হইতে একখানি রেকাব সরাইয়া লইল এবং উপাদেয় ভোজ্য সকল আহারে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময়ে দ্বারদেশে কাহার মূর্ত্তি স্নেহলতার দৃষ্টিগোচর হইল। সে তৎক্ষণাৎ রেকাবখানি সরাইয়া রাখিল। মূর্ত্তি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। স্নেহলতা দেখিল সুকুমার তাহারই দিকে ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে।

স্নেহলতার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি সুকুমার, তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ? আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যেরা আমার হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে?"

সুকুমারের প্রেতমূর্ত্তি অট্টহাস্য করিল। সে হাস্য স্নেহলতার হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

সেই মূর্ত্তি গম্ভীর আওয়াজে বলিল, "চিনিতেছ না?"

স্নেহলতা দেখিল সুকুমারই কথা কহিতেছে। কিন্তু সুকুমারের এমন বীভৎস মূর্ত্তি কেন? তাহার স্বর এমন ভীতিপ্রদ কেন? স্নেহলতা

আরও ভীত হইল। তাহার ভয়ের মাত্রা বুঝিয়া সেই মূর্ত্তি বলিল, "লতা, এস এখন দুইজনে বসিয়া খাই।"

স্নেহলতার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে সাহায্য লাভের আশায় ঘণ্টা বাজাইল। কিন্তু এবার আর কেহই আসিল না। তাহা দেখিয়া সুকুমার বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "সাবধান লতা, পলায়ন করিবার চেষ্টা করিও না, সে চেষ্টা করিলে তোমাকে খুন করিব।"

স্নেহলতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুকুমারের কথা শুনিয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল, সে আবার চেয়ারে উপবেশন করিল।

সুকুমার বলিল, "হাঁ, ব'স—এস দুজনে আহার করি। তুমি স্থির জানিও যে ঘণ্টা সহস্রবার বাজাইলেও তোমার সাহায্যার্থ কেহ আসিবে না।—দেখ লতা, তুমি আমাকে যমালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া অল্পে অল্পে আমার প্রাণ হরণের হুকুম দিয়াছিলে, আমি সহসা আবার যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিব, এমন বিশ্বাস তোমার ছিল কি?"

স্নেহলতা কথা কহিল না, বিস্ময়ে সুকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুকুমার আবার বলিল, "খাও লতা, খাও; এই তোমার শেষ খাওয়া।"

স্নেহলতা হতভম্ব হইয়া বলিল, "তুমি চলিয়া যাও।"

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "আমি কি যাইবার জন্যই আসিলাম?"

স্নেহলতা ভীতস্বরে বলিল, "দোহাই তোমার, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে রক্ষা কর।"

"তুমি কোন কালে কাহাকেও রক্ষা করিয়াছ কি? তাহা কর নাই, তবে তোমাকে ছাড়িব কেন?—একটা কথা, যদি বাঁচিতে চাও, একটি কাজ কর।"

"কি কাজ বল, আমি তাহাই করিব।"

"ললিতাকে দাও।"

স্নেহলতা শিহরিয়া উঠিল; বলিল "তাহাকে কেন?—তুমি ললিতাকে চাও? তুমি ললিতাকে লইবার কে?"

"আমি কে তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?"

"কে তুমি?"

"দেখ আমি মুখোস খুলি, এইবার দেখ। এখন চীৎকার করিতে হয় কর, কাঁদিতে হয় কাঁদ। দেখ, দেখ।" আগন্তুক মুখোস খুলিল। স্নেহলতা দেখিল, এ ব্যক্তি সুকুমার নহে, অজিতকুমার। সে কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না।

অজিতকুমার বলিলেন, "এত কৌশল ব্যর্থ হইল, শেষে আমারই হাতে পড়িলে।"

স্নেহলতা ভয়ে ভয়ে বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

"শ্মশানের চিতাভস্ম হইতে উঠিয়া আসিলাম।"

"না, আমি প্রতারিত হইয়াছি।" স্নেহলতা ক্রমশঃ কথা কহিবার সাহস পাইল।

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "সত্য নাকি? তুমি প্রতারিত হইয়াছ? আহা, এতকাল তুমিই সকলকে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছ, শেষে আজ তুমি নিজেই প্রতারিত হইলে! বড় দুঃখের কথা।"

"অজিতকুমার, তুমি বড়ই চালাকি খেলিয়াছ?"

"বটে! তুমি আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতেছ—প্রেতমূর্ত্তিকে দেখিয়া তোমার ভয় হইতেছে না?"

"না; আমি প্রেতকেও ভয় করি না, জীবিত ব্যক্তিকেও ভয় করি না; দুনিয়ায় কাহাকেও আমি ভয় করিতে শিখি নাই।"

"স্ত্রীলোকের পক্ষে এমন সাহস প্রশংসার বিষয় বটে।" অজিতকুমার একটু হাসিলেন।

"হাঁ অজিতকুমার, আমি সাহসী। কিন্তু এখন তুমি কি প্রকারে এই বাড়ীতে আসিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমারও সাহস কম নহে।"

"দুর্ব্বল হইলেও সাহস প্রকাশই আমাদের ব্যবসায়। ইহার পূর্ব্বে ইচ্ছা করিলে আমি তোমার সকল আড্ডাতেই প্রবেশ করিতে পারিতাম।"

"তাহা এখন বুঝিতেছি। সুকুমার যে তোমারই আজ্ঞাবহ ছিল, তাহা এখন বুঝিতেছি।"

"বড় মনে করিয়া দিয়াছ!—সুকুমার কোথায়?"

স্নেহলতা বিরক্ত হইয়া বলিল, "সুকুমার কোথায়, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"সংপ্রতি তুমি তাহাকে দেখ নাই?"

"যে দিন সেই পাষণ্ড আমার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিল, সেই দিন অবধি তাহাকে আর দেখি নাই।"

অজিতকুমার হাসিলেন। তাহা দেখিয়া স্নেহলতা বলিল, "তুমি হাসিতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার একটু দুঃখ হইয়াছিল; সেই সময়ে সে আমার অশান্তির কথা বুঝিতে পারে এবং তোমার শয়তানী হইতে আমাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এখন বুঝিতেছি যে, সে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা তোমার মুখে শুনিয়াই বলিয়াছে।"

"সে যাহাই হউক, তুমি এখনও আমার সহিত চালাকি করিবার চেষ্টা করিতেছ?"

"আমি চালাকির ধার ধারি না, তোমাকে যখন বিন্দুমাত্রও ভয় করি না, তখন তোমার সহিত আবার কি চালাকি করিব ?"

"কি, তুমি আর আমাকে ভয় কর না ?"

"না ; এখন তুমি যে এই বাড়ীতে আসিয়াছ, ইহাতে আমার পক্ষে ভালই হইয়াছে। তুমি ফাঁদে পা দিয়াছ।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "সত্য নাকি ? তবে আমাকেও তুমি সুকুমারের মত যমালয়ে পাঠাইয়া দিবে নাকি ?"

কথাটা শুনিয়াই স্নেহলতা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া অজিতকুমার বলিলেন, "স্নেহলতা, এত-দিনে তোমার শয়তানীর লীলাখেলা শেষ হইল। আমি এখানে একাকী আসি নাই। বাহিরে আর একজন গোয়েন্দা তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।"

স্নেহলতার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। তথাপি সাহস করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিবে কোন্ হিসাবে ? আমাকে তুমি কখনই গ্রেপ্তার করিতে পার না।"

"বল কি ? তুমি সুকুমারকে খুন করিয়াছ, অথচ তুমি গ্রেপ্তার হইবে না, তোমার এইরূপই বিশ্বাস নাকি ?"

"সুকুমার ত মরে নাই।"

অজিতকুমার হাসিলেন। স্নেহলতা আবার বলিল, "আমি সত্য বলিতেছি, সুকুমার মরে নাই।"

"শোন স্নেহলতা। তুমি কি মনে কর যে আমি সুকুমারকে বড়ই ভালবাসিতাম, সে আমার প্রিয় ছিল ? না, তাহা নহে। আমাকে খুন করিবার জন্য তুমি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলে, কিন্তু সে শেষে আমা-রই অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। অস্ত্রযুদ্ধে আমি তাহার জীবন রক্ষা

করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। আমি জানিতাম যে তোমার কার্য্য শেষ হইলে তুমি তাহাকে খুন করিবেই। সেইজন্যই আমি দেখাইয়াছিলাম যে আমার মৃত্যু হইয়াছে। তবে তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে ভয় করিও না, সর্ব্বদা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। সেই জন্যই একটু পূর্ব্বে সে তোমার নিকটে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিল। আমি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছি, তুমি তাহাকে খুন করিবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ছিল। এখন সে খুন হইয়াছে। খুনের সাক্ষী আছে; ঘাতক নিজে স্বীকার করিয়াছে যে তোমারই আদেশে সে খুন করিয়াছে। সুতরাং এখন তুমি আমার মুঠার ভিতরে আসিয়াছ।"

"আমি বুঝিতেছি যে তুমি আমাকে বিপন্ন করিবার সকল উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছ।"

স্নেহলতা অজিতকুমারের পদতলে পড়িয়া বলিল, "দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা কর। দেখ, একদিন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে—"

স্নেহলতার কথা শেষ হইতে না হইতেই অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "গোয়েন্দাকে এমন কত শত কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। যে স্ত্রীলোক নরশোণিত দর্শন করায় তৃপ্তি অনুভব করে, ভদ্রলোকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না।"

"তা না কর; তুমি কি চাও বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দান করিতেছি, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। এতদিন বনে বনে কাটাইয়াছি, আবার বনেই আশ্রয় লইব।"

"সে হয় না; তোমার সম্পত্তিতে নরশোণিত লাগিয়া আছে, উহা অস্পৃশ্য।"

"তবে কি হইবে? তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমাকে রক্ষা কর। তুমি যা বলিবে, আমি তাই করিব।"

"সত্য?"

"হাঁ সত্য—তুমি বল, এই দণ্ডেই আমি তাহা পালন করিব। কেবল আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও। আমি মরিতে পারিব না; কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। আমাকে রক্ষা কর।"

"বেশ; ললিতাকে দাও, তাহার উইল পত্র দাও।"

স্নেহলতা কথাটা শুনিয়া স্থির মনে কি চিন্তা করিল। পরে বলিল, "সত্য বল, সুকুমার মরিয়াছে?"

"কেন, তুমি ত তাহার প্রাণ গ্রহণের হুকুম দিয়াছিলে?"

"কিন্তু তুমি নিশ্চিতই তাহাকে রক্ষা করিয়াছ।"

"এরূপ মনে করিবার কারণ কি?"

"অজিতকুমার, তুমি অতি ভদ্রলোক, একটা লোক খুন হইবে, ইহা কখনই তুমি দেখিতে পার না। তুমি যখন এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছ, তখন সে অবশ্যই রক্ষা পাইয়াছে। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুমি নরহত্যার সহায়তা করিবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তবে বলিতেছি, সুকুমার বাঁচিয়া আছে।"

স্নেহলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তবে অজিতকুমার, আমাকে কেবল ভয় দেখাইতেছিলে?"

"না, বৃথা ভয় দেখাই নাই।"

"আসল কথাটা কি শুনি।"

"সুকুমার বাঁচিয়া নাই; আমি আর দুই মিনিট পূর্ব্বে আসিতে পারিলে সে রক্ষা পাইত। তুমি ঘাতকদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলে

যে নিম্নতলে লইয়া গিয়াই যেন খুন করা হয়। দুঃখের বিষয়, আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল ; নতুবা সুকুমারকে কে খুন করিতে পারিত ?"

"তুমি মিথ্যাবাদী হইয়াছ। এই বলিলে সে বাঁচিয়া আছে, তোমার কোন্ কথাটায় বিশ্বাস করিব ?"

"সন্দেহের প্রয়োজন কি ? একদিন আমার মৃতদেহ দেখিতে গিয়াছিলে, আজ একবার সুকুমারের মৃতদেহ দেখিবে চল।"

স্নেহলতা আবার বিমর্ষভাবে বলিল, "যাক্, ললিতাকে যদি তোমার হাতে দিই, তাহার উইলপত্র প্রভৃতি যদি তোমাকে প্রদান করি, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাইব ?"

"পাইবে।"

"বেশ ; তাহাই দিব।"

"ললিতা কোথায় ?"

"এ বাড়ীতে নাই।"

"তবে তুমি তাহাকে কি প্রকারে দিবে ?"

"সে যেখানে আছে, আমাদিগকে সেইখানে যাইতে হইবে।"

"কখন্ যাইবে ?"

"এখনই।"

"বেশ, চল।"

স্নেহলতা আবার ঘণ্টা বাজাইল, কিন্তু কেহই আসিল না। তখন সে বলিল, "এ বাড়ী কি তোমার অধিকারেই আসিয়াছে নাকি ?"

"হাঁ" বলিয়া অজিতকুমার বংশীধ্বনি করিলেন। তৎক্ষণাৎ এক-ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। স্নেহলতা বলিল, "আমার ভৃত্য কই ?" অজিতকুমার কথাটায় কান না দিয়া সেই লোকটাকে বলিলেন, "আমার আদেশ মত কার্য্য হইয়াছে।" সে জানাইল যে তাহাই হই-

য়াছে। অজিতকুমার তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হল হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ ?"

"বাড়ীটা একবার খানাতল্লাসি করিয়া দেখিব।" অজিতকুমার অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী আসিয়াছে কি ?"

"বোধ হয় আসিয়াছে।"

স্নেহলতা বলিল, "একটা কথা, সেখানে তুমি আর আমি যাইব; অপর কেহ যাইবে না।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, তুমি আর চালাকি করিও না। তোমাকে শয়তানী জানিয়াই আমি আপদ বিপদ ভাবিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। আমার সহিত এবার প্রতারণা করিলে তুমি আর রক্ষা পাইবে না।"

স্নেহলতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ; সে সন্দেহ করিও না।" উভয়ে দ্বিতল হইতে নামিয়া একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। অজিতকুমার স্নেহলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়োয়ান কোন্ দিকে যাইবে ?" স্নেহলতা রাস্তার নাম বলিল। গাড়োয়ান গাড়ী ছুটাইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ললিতা।

গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলে স্নেহলতা গাড়ী থামাইতে বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল; অজিতকুমারও নামিলেন। উভয়ে একটি দ্বিতল বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলের একটি কক্ষে অজিতকুমার আসন গ্রহণ করিলে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন আর আমার প্রতি সন্দেহ হয় কি?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। যখন চতুরে চতুরে কাজ চলিতেছে, তখন সন্দেহের কথা উত্থাপন না করাই ভাল।"

"যাক্, এখন আমার একটি কথা আছে। আপনি ললিতার মুখেই শুনিতে পাইবেন যে আমি তাহাকে অতি আদরে রাখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে সে কষ্ট পায় নাই।"

সহসা স্নেহলতার মুখে "আপনি" সম্বোধন শুনিয়া অজিতকুমারের মনে একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু তাঁহার সন্দেহের কথা স্নেহলতাকে বুঝিতে না দিয়া তিনি বলিলেন, "এরূপ কথা যদি শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত প্রীত হইব।"

"তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ললিতাকে লইয়া আসি। আমি পলায়ন করিব, এমন সন্দেহ করিবেন না।"

"না, সে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমি সে পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি।"

স্নেহলতা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরে একটি রমণীকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রমণীর বদন অবগুণ্ঠনে আবৃত, অজিতকুমার স্থির করিলেন যে ললিতা বোধ হয় স্নেহলতার অপেক্ষা বয়সে ছোট হইবে।

স্নেহলতা রমণীকে বলিল, "ললিতা, ইনি তোমার পরম হিতৈষী, ইনি তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে চাহেন। তোমার সম্পত্তি তোমাকে প্রদান করিয়া ইনি তোমাকে সংসারী করিয়া দিবেন, ইহাই ইহাঁর অভিপ্রায়। তুমি যাইবে ত?"

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। অজিতকুমার বিস্মিত হইলেন। এত সহজে যে ললিতাকে তিনি পাইবেন, এমন আশা তিনি করেন নাই। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি স্নেহলতাকে বলিলেন, "দেখ, আমি ললিতাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, আমার নিকটে তাঁহার লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। আমি একবার ললিতার মুখখানি দেখিতে চাই।"

স্নেহলতা বলিল, "আমাকে বিশ্বাস করুন, এ ললিতা ভিন্ন অপর কেহই নহে।"

"না, তুমি এত সহজে আমাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। আমি দেখিতে চাই, ললিতাই আমার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইতেছে কি না।"

"আপনি ত কখনও ললিতাকে দেখেন নাই, তবে আপনি কিরূপে চিনিয়া লইবেন?"

"আমি চিনিতে পারিব বলিয়াই বলিতেছি।"

"আপনি কি মনে করিতেছেন যে আমি আবার আপনার সহিত প্রতারণা করিতেছি?"

"তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, আমি সকল বিষয়ে সাবধান হইতেছি।"

"তাহা আমি জানি; আমি যে আপনাকে মিথ্যা কথা বলি নাই, তাহার প্রমাণ আপনি এখনই পাইবেন। আমি আপনার হস্তে ললিতাকেই সমর্পণ করিতেছি। ললিতাকে আমি কতপ্রকারে বুঝাইয়াছি, নতুবা আমার নিকট হইতে ইহাকে কেহ লইয়া যায়, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। ললিতা আপনার সহিত না যাইলে আমার মৃত্যু ঘটিবে, এইরূপ বুঝাইলে সে যাইতে রাজি হইয়াছে।"

স্নেহলতার কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অজিতকুমারের মনে সন্দেহ হইল যে সে আবার কোন ফন্দি আঁটিয়াছে। তিনি কোন্ কথা কহিলেন না।

স্নেহলতা আবার বলিল, "তবে আপনি ললিতাকে লইয়া যান।"

"যাইব; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমি ললিতার মুখখানি একবার দেখিতে চাই।"

"নতুবা আপনার সন্দেহ যাইবে না?"

"না।"

"তবে দেখুন!" স্নেহলতা ললিতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। অজিতকুমার দেখিলেন, এ ললিতাই বটে। তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন, "আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

স্নেহলতার বদনে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "আর কোন সন্দেহ নাই ত?"

"না।"

"ললিতা বেশ মনের আনন্দে আছে, তাহা আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?"

"দেখিয়া ত বোধ হইতেছে যে, ললিতা বেশ সুখেই আছে।"

স্নেহলতা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, আপনি অকারণ আমাকে এই কয় বৎসর নাকাল করিলেন। ললিতাকে পাওয়াই আপনার উদ্দেশ্য, একথা যদি আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকেও এত মনস্তাপ এবং এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হইত না।"

কথাটার সম্যক অর্থ অজিতকুমার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ললিতাকে পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য, একথা জানিলে স্নেহলতা কি করিত ? অজিতকুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কিসে ? কষ্ট সহ্য করিতে হইত না কিসে ?"

স্নেহলতা হাত নাড়িয়া বলিল "আহা, ললিতাকে লুকাইয়া রাখা ত আর আমার উদ্দেশ্য নহে। আমিই ত ললিতাকে রক্ষা করিয়াছি। আমি না থাকিলে কি ললিতা এতদিন বাঁচিয়া থাকিত ? ললিতার পিতা যে উইল করেন, তাহার বিষয় ত আপনি সব জানেন ?"

"হাঁ জানি।"

"ললিতার জ্ঞাতিবর্গ বড় ভাল নহে। তাহারা ললিতাকে ইহজগত হইতে সরাইবার চেষ্টায় ছিল, আমি সংবাদ পাইয়া ললিতাকে উদ্ধার করিয়াছি।"

স্নেহলতার কথা শুনিয়া অজিতকুমারের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। তিনি সে সন্দেহের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি ভাল কাজই করিয়াছ।"

"একথা সম্পূর্ণ সত্য। এখন আপনি ললিতাকে আমার নিকটে রাখিয়া যাইবেন কি ?"

"কেন রাখিয়া যাইব ?"

"ললিতা আমার নিকটেই থাকিতে চাহে। সত্য কথা বলিতে কি, আমার নিকট হইতে ললিতাকে লইয়া যাইবার অধিকার আপনার নাই। তবে আপনি নাকি আমাকে বিপদগ্রস্ত করিতেছেন, তাই বাধ্য হইয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছি। আপনি তাহাকে লইয়া যাইবেন কেন ?"

"আমি লইয়া যাইতেছি, তবে প্রতিশ্রুত হইতেছি যে পরে ললিতাকে আবার তোমার নিকটে রাখিয়া যাইব।"

"দেখুন, এই কয় বৎসর আপনি আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আপনি ললিতার আত্মীয়বর্গের পক্ষে কার্য্য করিতেছেন, নতুবা আপনাকেও এতদিন ঘুরিতে হইত না।"

এ কথাটাও অজিতকুমারের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। ললিতার আত্মীয়বর্গের পক্ষ হইয়া তিনি কার্য্য করিতেছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। সেইজন্য অজিতকুমারের সন্দেহ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি ভাবিলেন যে স্নেহলতা এবিষয়ে যখন চাতুরীর কথা কহিতেছে, তখন অন্য বিষয়েও তাহার চাতুরী থাকিতে পারে। তিনি স্নেহলতাকে স্পষ্ট বলিলেন "যাহাই হউক, ললিতাকে আমি তোমার নিকটে রাখিয়া যাইব না।"

"আমি কি তাহাকে দেখিতেও পাইব না ?"

"অবশ্য দেখিতে পাইবে।"

"এই আপনার ললিতা, আপনি ইহাকে লইয়া যান। বলুন, আর আমাকে কষ্ট দিবেন না ?"

"না ; তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।"

স্নেহলতা সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অজিত-কুমারকে বলিল, "একটা কথা, সুকুমার কোথায় আছে?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তাহাকে দেখিতে চাও?"

"না ; সে বাঁচিয়া আছে এবং নিরাপদে আছে, আমি এইটুকু জানিতে চাই।"

"বেশ, আমি বলিতেছি যে সে বাঁচিয়া আছে।"

"দেখুন, আমি তাহার প্রাণ গ্রহণের ইচ্ছা করি নাই। আমার ধারণা হইয়াছিল যে আপনার মৃত্যু হইয়াছে ; সেইজন্য তাহাকে একটা ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া আমি অন্যত্র পলায়নের সংকল্প করিয়াছিলাম। আমি চলিয়া গেলে সে মুক্তিলাভ করিত। যাহা হউক, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আপনি ললিতাকে লইয়া যান।"

অজিতকুমার তখন ললিতাকে বলিলেন, "এস দিদি, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমাকে আপনার ভাই বলিয়া মনে করিয়া আমার সঙ্গে এস।"

ললিতা কোন কথা কহিল না, অজিতকুমারের সঙ্গে সঙ্গে গেল। স্নেহলতা উভয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল। গাড়ি অজিতকুমারের নির্দ্দেশ মত ছুটিল।

যথাসময়ে অজিতকুমারের বাসভবনের দ্বারে গাড়ি পৌঁছিলে উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া অজিতকুমার ললিতাকে বলিলেন, "সত্য কথা বল দেখি দিদি, আমি তোমার মঙ্গলের চেষ্টাই করিতেছি, আমি তোমার শত্রু নহি, একথা তোমার বিশ্বাস হয় কি?"

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে বিশ্বাস হয়।

অজিতকুমার তখন বলিলেন, "শোন দিদি, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি সত্য কথা বলিও। স্নেহলতার নিকটে তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলে কি ?"

"না"। ললিতা এবার কথা কহিল।

অজিতকুমার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না ? তবে তাহার সাক্ষাতে তুমি কেন জানাইয়াছিলে যে তুমি পরম সুখে ছিলে ?"

"ভয়ে বলিয়াছিলাম।"

"সে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিত না ?"

"না; লোকে দাসী চাকরাণীকেও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক যত্ন আদর করে। আপনাকে কোনও প্রকারে সরাইতে পারিলে সে আমাকে খুন করিত।"

"তুমি এ বিষয় কেমন করিয়া জানিলে ?"

"তাহার কথাবার্ত্তার ভাবে আমি বুঝিয়াছিলাম। কেবল আপনার ভয়ে সে আমার প্রাণগ্রহণ করিতে পারে নাই।"

"আমি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ বিষয় তুমি জানিতে ?"

"তাহাও জানিতাম।"

"যাউক, এখন তুমি নিরাপদ হইয়াছ বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ কি ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

"বেশ, আমি তোমার জন্য একজন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহাকে তুমি যেরূপ ফরমাইস্ করিবে সে তাহাই করিবে।"

অজিতকুমার চলিয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে ললিতাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা সত্য; ললিতা তাঁহার নিকটে প্রকৃত

কথাই বলিতেছে, ইহাও সত্য ; কিন্তু স্নেহলতার ন্যায় চতুরা রমণী এত সহজে ললিতাকে কেন ছাড়িয়া দিল, তাহাই বুঝা যাইতেছে না। সে অবশ্যই কোন মৎলবে আছে। সে তাঁহাকে অন্য কোন উপায়ে অবশ্যই প্রতারণা করিবে। যাহা হউক, তাঁহাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

নিশাবসানে অজিতকুমার ললিতার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নান করিলেন, পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

শরীরের অবসাদ দূর হইলে অপরাহ্নকালে তিনি একবার স্নেহলতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্নেহলতার হাবভাবে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না। তথাপি তাঁহার মনে হইল যে স্নেহলতা তাঁহাকে ঠকাইয়াছে।

স্নেহলতার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি সুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কথোপকথন হইল। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে অজিতকুমার দুই একজন পরিচিত পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অজিতকুমার দেখিলেন যে পরিচারিকার হস্ত পদ আবদ্ধ, সে কাঁদিতেছে। তিনি ব্যাপার অনেকটা বুঝিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ? কাঁদিতেছ কেন ?"

পরিচারিকা জানাইল যে ললিতা স্নেহলতার সঙ্গিনী। সেও স্নেহলতারই মত সয়তানী। অজিতকুমার বাড়ী হইতে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরেই তিন ব্যক্তি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ললিতা আনন্দিত হইল। তাহারা তাহাকে বন্ধন করিয়া ললিতাকে লইয়া গেল।

অজিতকুমার বলিলেন, "তাহার জন্য ভাবনা কেন? সে একবার আমাকে ঠকাইল, আর ঠকাইতে পারিবে না। তোমাকে কি তাহারা প্রহার করিয়াছে?"

"না।"

"তবে কাঁদিতেছ কেন? তোমাকে আমি নিজ হাতে গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছি, এরূপ সামান্য বিপদে তুমি কাঁদিবে কেন?" বলা বাহুল্য, যে স্ত্রীলোক রাত্রিকালে সুকুমারকে প্রতারণা করিয়া ত্রিবেণীর প্রান্তভাগে দ্বিতল কক্ষে লইয়া গিয়াছিল, সে এই পরিচারিকা। সে অজিতকুমারকে বলিল, "কাঁদি কি সাধ করিয়া? এতদিন চেষ্টা করিয়া, এত কষ্ট সহ্য করিয়া আপনি যাহা করিলেন, আমি তাহা পণ্ড করিয়া দিলাম।"

"সেজন্য দুঃখ করিও না। এবার আর আমরা ঠকিব না।"

অজিতকুমার মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও পরিতাপের সীমা ছিল না। একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে বোকা বানাইল, এ দুঃখ কি মরিলেও যায়! তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকিয়া স্নেহলতার বাসভবনে গমন করিলেন।
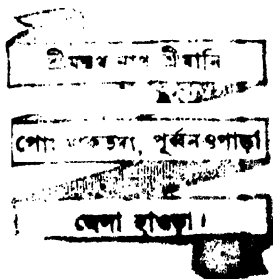
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ভবঘুরে"।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে অজিতকুমার স্নেহলতার বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। কোন গৃহে তিনি আলোক দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে বিশেষ যত্নসহকারে সন্ধান করিলেন, দেখিলেন সে বাড়ীতে একটিও লোক নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, স্নেহলতা যে সহজে আমাকে ধরা দিবার জন্য এই বাড়ীতেই থাকিবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ললিতাকে আনিবার পরই সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে—কলিকাতায় সে নানাস্থানে আড্ডা করিয়াছে। আমার অজ্ঞাত কোন আড্ডায় এখন সে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। তবে আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া এ বাড়ীতে আসিলাম কেন? কেন যে আসিলাম, তাহারও একটা কারণ আছে। ইহাই গোয়েন্দাগিরির পদ্ধতি।

সেই অন্ধকারাবৃত গৃহে এই ভাবের নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অজিতকুমার প্রায় পনেরো মিনিট কাল কাটাইয়া দিলেন। শেষে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিল। তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বসন, ছিন্ন গাত্রাবরণ দেখিয়া অজিতকুমার ঘৃণা বোধ করিলেন না। তিনিও দাঁড়াইলেন, লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ীতে যাহারা থাকিত, আপনি তাহাদিগকে খুঁজিতেছেন কি?"

অজিতকুমার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

"আমি আর কে মহাশয় ? আমি কেহই নহি, জগতে আমি একটা মানুষই নহি।"

"যেই হও, তুমি কি চাও ?"

"আমি আর কি চাহিব মহাশয় ? আমি মনে করিতেছি যে আপনিই বুঝি কিছু চাহিতেছেন।"

"আমি কি চাই মনে করিতেছ ?"

"আমি মনে করিতেছি যে ইহারা কোথায় গেল, আপনি তাহাই জানিতে চাহিতেছেন।"

"তোমার এরূপ মনে করিবার কারণ কি ?"

"আজ্ঞে, আমি তো বোকা নহি। আপনার আশীর্ব্বাদে আমিও দুই চারি পাতা বিদ্যা শিখিয়াছিলাম, কিন্তু গাঁজার আগুনে সে বিদ্যা ভস্ম হইয়া গিয়াছে। এখন ভবঘুরে হইয়াছি। কেবল দমের চেষ্টায় ফিরি। তা বলিয়া আমি যে বোকা, একথা ত কেহ বলিতে পারে না।"

"আমি ত তোমাকে নিরেট বোকা বলিয়াই মনে করিতেছি।"

"অভাবে পড়িলে অনেকেই বোকা হয়, আমি আপনার জন্যই এখানে দাড়াইয়া আছি।"

অজিতকুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার জন্য ?"

"হাঁ, আপনারই জন্য।"

"সরলভাবে কথা কও।"

"আজ্ঞে আমি সরলভাবেই বলিতেছি।"

"সরলভাবে বলিতেছ ? তুমি জান আমি কে ?"

"না মহাশয়, তাহা আমি জানি না।"

আমাকে জান না, অথচ আমারই জন্য দাঁড়াইয়া আছ?"

"আমি সত্য কথাই বলিতেছি। দেখুন, আমি ত এইমাত্র বলিলাম যে, আমি ভবঘুরে, নেশাখোর। কি উপায়ে নেশার পয়সা পাইব, তাহারই চেষ্টা করি। এই বাড়ী হইতে যখন লোকজন চলিয়া গেল, তখন তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল যে ইহারা কোন কাহাকেও ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতেছে। তখনই আমি স্থির করিলাম যে যাহাকে ইহারা ফাঁকি দিতেছে, সে অবশ্যই এখানে আসিবে, তখন যদি তাহাকে আমি ইহাদের ঠিকানা বলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কিছু বখশিস দিবেই। সেইজন্য আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি এবং এখানে অপেক্ষা করিতেছি। আপনি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আপনি তাহাদিগেরই সন্ধান করিতেছেন। আমি আপনাকে না জানিলেও আপনার জন্যই আমার অপেক্ষা করা হইতেছে না কি?"

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় অজিতকুমার বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি। তাহারা দুই দলে গিয়াছে। আমি শেষ দলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম।"

"দুই দল কি?"

"আজ্ঞে, প্রথমে দুইটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক গেল। তাহার একেক মিনিট পরেই দুইটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ গিয়াছে। আমি শেষ দলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। আপনি যদি যান, তবে আপনাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারি।"

"বেশ, চল।"

"দাঁড়ান; আমি কাহারও মুখ দেখিয়া কোন কাজ করি না আমাকে কিছু দিন।"

"তুমি কত চাও?"

"সে আপনার খুসী, আমার কি আর জোর আছে?"

"আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে কি?"

"আজ্ঞে তা হইবে বই কি।"

"কোন্ দিকে যাইতে হইবে?"

"আমি আপনাকে সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি, আপনার কোন ভাবনা নাই।"

"দেখ, তুমি যদি আমাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দাও, আমি তোমাকে দশটি টাকা দিব।"

সে ব্যক্তি আনন্দে আটখানা হইয়া বলিল "কেন দিবেন না? চলুন, দেখাইয়া দিতেছি। আপনি এখন আমাকে টাকা দিবেন কি?"

"না, আগে তুমি আমার কাজ কর, পরে টাকা পাইবে।"

তাহাতেই সম্মত হইয়া সে ব্যক্তি অজিতকুমারকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। যাইবার সময় অজিতকুমার একপ্রকার আওয়াজ করিলেন। লোকটা একবার ভয় পাইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না। অজিতকুমারের ইঙ্গিত অনুসারে পুলিশের লোক তাঁহার অনুগমন করিল।

সহরের এক জঘন্য পল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যক্তি অজিত-কুমারকে একটা গলির মোড় হইতে দূরবর্ত্তী একটি বাড়ী দেখাইয়া বলিল "ঐ বাড়ী।"

অজিতকুমার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কোথায় আসিলে?"

"আজ্ঞে ঐ বাড়ীতেই তাহারা গিয়াছে।"

"দুর্বৃত্ত! আমাকে এই জঘন্য স্থানে আনিবার জন্য তাহারা তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছে!"

সে ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "না মহাশয়, আমাকে কেহই নিযুক্ত করে নাই।"

অজিতকুমার রিভলভার বাহির করিলেন এবং সেই ব্যক্তির গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, "সত্য কথা বল, নতুবা যমালয়ে পাঠাইব।"

সেই ভবঘুরে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিল, "এ আবার কি মহাশয়?"

"তুমি কি আমাকে বোকা পাইয়াছ?"

"এ কেমন কথা? আমি কি আপনাকে বোকা পাইয়াছি বলিয়া মনে করি?"

"সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"আমি একটা কথা বলি। আপনাকে বোকা বুঝাইয়া আমার লাভ কি? আর কেই বা আপনাকে এখানে লইয়া আসিবার জন্য আমাকে পাঠাইবে?"

"আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"আমি সত্য কথাই বলিতেছি। তাহাদিগকে আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, তাই আমি আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।"

"বেশ চল। দুষ্টামি করিও না, তাহা হইলে তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।"

গলির প্রান্তভাবে একটি জীর্ণ দ্বিতল বাড়ী দেখাইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "এই বাড়ী। এখন আমাকে যদি বখশিস দেন, আমি চলিয়া যাই।"

"এখন নয়; আগে আমি বুঝি যে তোমার কথা সত্য, তখন তোমাকে টাকা দিব।"

"তবে এক কাজ করুন। আপনি ভদ্রলোক; আপনি যখন রাজি হইয়াছেন, তখন আমাকে টাকা দিবেনই। আমাকে আপনার ঠিকানাটা দিন, কাল আমি আপনার সহিত দেখা করিব।"

"সে ভাল কথা" বলিয়া অজিতকুমার পকেটবুক হইতে এক কাগজ লইয়া তাহাতে একটা স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন যে কাল বেলা ৩।৪ টার সময়ে সেইখানে গেলে টাকা পাইবে। লোকটি সেই কাগজ লইয়া চলিয়া গেল

অজিতকুমার তখন সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দ্বিতলে উঠিলেন না। নিম্নতলে প্রায় দশ মিনিট কাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে বড় রাস্তার অপর পার্শ্বে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সঙ্কেতধ্বনি করিবামাত্র সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিল। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ?"

"মহাশয়ের যেমন হুকুম।"

"একাকী আসিয়াছ?"

"কাজেই।"

"শীঘ্র যাও; দলবল লইয়া আইস। আমার মনে হইতেছে যে একটা রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিব।"

সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। সে আর কেহই নহে, সুকুমার। সুকুমার পুলিশের দলকে আহ্বান করিতে গেল। অজিতকুমার নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে গলির মধ্যস্থলে অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি

দেখিলেন যে একটা মাতাল সেই গলির পথে প্রবেশ করিতেছে। তখন অজিতকুমার মনে মনে বলিলেন যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহাই হইয়াছে। তিনি আরও পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।

মাতাল টলিতে টলিতে গলির ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিল। গলিতে আলোক নাই, ভয়ানক অন্ধকার। অন্ধকারে রাস্তা দেখিতে না পাওয়ায় সে জড়িতস্বরে বলিল, "আজ বেটা আমাকে রাত-কাণা করেছে—চোখ দুটো চেয়ে আছি, তবু রাস্তা ঠাওর হচ্চে না।"

এমন সময়ে সে একব্যক্তির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। রাস্তায় সে ব্যক্তি শয়ন করিয়াছিল, মাতালের পদাঘাতে সে চীৎকার করিয়া বলিল, "কে বাবা, গরিব দুঃখী ব'লে লাথি মেরে যাচ্ছ।"

মাতাল। তুমি যে অন্ধকারে রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছ! আমার দোষ হয়েছে চাঁদ; তোমাকে যদি লাথি মেরে থাকি, তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, আমিও পড়ে গেছি।

শায়িত ব্যক্তি। যাও, যাও; তুমিও দলের লোক দেখছি।

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতাল তাহাকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তুমি শুয়ে আছ কিসের চেষ্টায়, শুনতে পাই না কি?"

"ন্যাকা সাজছ কেন? তুমিও সেই দলের লোক, তা বুঝতে পেরেছি।"

"দলের লোক কি বলছ?" মাতালের স্বর অনেকটা সোজা হইয়া আসিল। যখন যেমন তখন তেমন, এমন সখের মাতালের অভাব কলিকাতা সহরে নাই।

"ন্যাকামি করছ কেন? তুমি ত তাদেরই একজন। এই বেলা সরে পড়; এখনই পুলিশ আসবে। সে মাগী থানায় খবর দিতে গেছে।"

"পুলিশ আসবে, তা আমার কি?"

"তুমি দলের লোক, তোমার ভয় নেই ?"

"কোন্ দল ?"

"যেন কিছু জান না, নয় ?"

"না, কিছুই জানিনা ; এই বাড়ীতে আমার বন্ধু থাকে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"বটে ? তবে বাড়ীতে যেও না। ও বাড়ীতে এইমাত্র একটা খুন হয়ে গেছে। আমি ওর নীচের তলায় থাকি। প্রায় এক ঘণ্টা আগে দুটো লোক ঐ বাড়ীতে আসে, একজন ওপরে যায়। তার কিছু পরেই একটা গোলমাল হয়। তারপর আমার মনে হল, যে সে লোকটাকে কে খুন করলে। আমি পালিয়ে এসে রাস্তায় শুয়ে আছি। মাগীটাকে থানায় পাঠিয়েছি। পুলিশ এতক্ষণ এল বলে।

মাতাল "বটে" বলিয়া সেই বাড়ীর দিকে-অগ্রসর হইল। এই লোকটি অমনি বলিল, "ঐ, ঐ—পুলিশ এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজ করিল। মাতাল দৌড়াইল, পুলিশের লোকদিগকে ঠেলিয়া সে চলিয়া গেল। পুলিশ তাহাকে ধরিল না। সে রাস্তায় পৌঁছিল। অজিতকুমার তাহার অনুসরণ করিলেন। বলা বাহুল্য অজিতকুমারই রাস্তায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার সময়ে পুলিশ কর্ম্মচারীকে কয়েকটি উপদেশ দিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"কে, তুমি ?"

কলিকাতার পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলে এই সময়ে বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস ছিল। এই পল্লীতে অনেক দুশ্চরিত্রা রমণীও বাস করিত। পল্লীতে অধিকাংশ ঘরই খোলার, পাকা ঘরের সংখ্যা অতি অল্প। অজিতকুমার পলাতকের অনুসরণ করিতে করিতে এই পল্লীতে আসিলেন। লোকটি একটি অতি সঙ্কীর্ণ ও আবর্জ্জনাময় গলিতে প্রবেশ করিল, অজিতকুমার ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে লোকটি অজিতকুমারকে দেখিতে পাইল না।

গলির ভিতরে কিছুদূরে যাইয়া লোকটি একটি খোলার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বারে টক্ টক্ করিয়া কয়েকবার শব্দ করিল। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল, সে ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। অজিতকুমার দ্রুত পদবিক্ষেপে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে লোকটি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, দ্বারদেশে তখনও একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। অজিতকুমারকে সেই স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি রস্তায় আসিল এবং অজিতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় কাকে খুঁজছ গা ?"

অজিতকুমার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধা তাহাকে গলার আওয়াজ করিতে নিষেধ করিয়া তিনি তাহার হস্তে একখানি দশ টাকার নোট প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা একেবারে গলিয়া গেল; বলিল "আছে বটে, কিন্তু আপনি ভদ্দর লোক, পছন্দ হবে কি? আপনি কি এ বাড়ীতে আর কখন এসেছ?"

অজিতকুমার হাসিয়া বৃদ্ধার কানে কানে বলিলেন, "আমি সেজন্য আসি নাই, এই বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য থাকিতে পাইব কি?"

বৃদ্ধাও, অপরে না জানিতে পারে, এমন মৃদুভাবে বলিল, "এ ত আমারই বাড়ী, আপনি যদি ইচ্ছা কর, আমি ঠাঁই দিতে পারি।"

"তোমারই বাড়ী? তা বেশ হইয়াছে, চল।" অজিতকুমার আর কালবিলম্ব করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বৃদ্ধার মনে কি ভাবের উদয় হওয়ায় সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন এসেছ বল দেখি?"

"ঐ যে লোকটি গেল, ও যে ঘরে আছে, তাহারই পাশের ঘরে আমাকে থাকিতে হইবে। তুমি যদি এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও, তোমাকে আরও কিছু দিব।"

"আহা, আপনাদের ছিরিচরণেই যে বেঁচে আছি। দেবে বই কি, তা ও লোকটি কি করেছে?"

"সে কথা শুনে কাজ কি?" পাছে বৃদ্ধা কোন গোলযোগ ঘটায়, এইজন্য অজিতকুমার আবার বলিলেন, "দেখ, আমি পুলিশের লোক; ভয় পেয়ো না। তোমার মন্দ আমি করিব না। আমাকে ঐ লোক-টার কথাবার্ত্তা শুনিতে দাও।"

"ওমা, বটে?" বলিয়া বৃদ্ধা নিঃশব্দে অজিতকুমারকে ভিতরে লইয়া গেল এবং পূর্ব্বোক্ত লোকটি যে ঘরে ছিল, তাহারই পার্শ্বের ঘরে

অজিতকুমারকে বসিতে দিল। অজিতকুমারের আদেশে ঘরের আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল এবং বৃদ্ধা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

খোলার ঘর, পার্শ্বের ঘরের লোকের কথোপকথন অল্প অল্প শুনিতে পাওয়া যায়। অজিতকুমার দুই একটি কথা শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং দ্বারের তক্তার ফাঁক দিয়া দেখিলেন যে ঘরে মিট্‌ মিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। সম্মুখে স্নেহলতা বসিয়া আছে, আর সেই লোকটি তাহারই নিকটে দাঁড়াইয়া আছে।

স্নেহলতা বলিতেছে, "সকল কথা আমাকে ঠিক জানান হয় না, এ বড় অন্যায়।"

যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল "সে যাই হোক, আপনার শত্রু যে এইবার সত্য সত্যই মরিয়াছে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই।"

"তাহার শবদেহ বেশ করিয়া না দেখিলে আমি আর একথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সে আবার না শ্মশান হইতে উঠিয়া আসে, আবার না আমাকে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করায়।—আচ্ছা, পুলিশকে আসিতে দেখিয়া তুমি চলিয়া আসিয়াছ ?"

"পুলিশ যাইতেছে দেখিয়াই আমি পলায়ন করিয়াছি।"

স্নেহলতা ক্ষণকালের জন্য কি ভাবিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনেই বলিল, এই আমার শেষ চেষ্টা ; এবার যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত।

এইভাবে প্রায় একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। অজিতকুমার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে নিরবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে স্নেহলতা আবার বলিল, "এখনও কেহ সংবাদ লইয়া আসিল না কেন ? তুমি যাও দেখ যদি কিছু জানিতে পার। আমি চলিলাম। শেষ রাত্রিতে সেই বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিও।"

লোকটি চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতাও বাহির হইয়া গেল। অজিতকুমার বৃদ্ধার হস্তে আবার চারিটি টাকা দিয়া স্নেহলতার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। রাত্রিকালে গাড়ী নাই, স্নেহলতা পদব্রজেই চলিল। অজিতকুমার মনে মনে ভাবিলেন, দস্যুপালিতা যুবতীর সাহস অপরিসীম বটে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বড় রাস্তার ধারে একটি বাড়ীর সম্মুখে স্নেহলতা দাঁড়াইল। পরে বহির্দ্বারের চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অজিতকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে" এইরূপ বিজ্ঞাপন-পত্র রহিয়াছে। তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। স্নেহলতা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, অজিতকুমার কৌশলক্রমে প্রাচীর উল্ল-ঙ্ঘন করিয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে সকল দ্বারই উন্মুক্ত ছিল, কারণ সেখানে যে কেহ প্রবেশ করিবে, এমন সন্দেহ স্নেহলতা করে নাই। ভিতরে চারিদিকেই অন্ধকার। অজিতকুমার অতি কষ্টে সিঁড়ির সন্ধান করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। দ্বিতলেও সর্ব্বত্র অন্ধকার, কেবল প্রান্তবর্ত্তী একটি কক্ষের ভিতর দিয়া দালানে একটি আলোকরশ্মি প্রতিভাত হইতেছিল। অজিতকুমার বুঝিলেন যে স্নেহলতা সেই ঘরেই প্রবেশ করিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে সেই ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল, অজিতকুমার দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিলেন যে স্নেহলতা একখানি আরাম চেয়ারে উপবেশন করিয়া আছে, আর তাহার পদপ্রান্তে মেঝের উপরে একটি বালিকা বা যুবতী বসিয়া আছে। অজিতকুমার তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, সে ললিতা। তাঁহার নিকটে যে ফটো ছিল, এই বালিকার আকৃতি তাহারই অনুরূপ।

স্নেহলতা কি বলিতেছে বুঝিয়া অজিতকুমার দ্বারপথে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

স্নেহলতা বলিল, "দেখ ললিতা, তুমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলে ; আজ তোমাকে বলিতেছি যে হয়ত কালই আমরা এখান হইতে রওনা হইব।"

ললিতা বলিল, "আমার মন নিতান্ত খারাপ না হইলে আর তোমাকে যাইতে বলি নাই দিদি।"

"তোমার ভাল লাগিতেছে না ?"

"না।"

"আমার কাছে থাকিলে তুমি সুখী হও না ?"

ললিতা চুপ করিয়া রহিল। স্নেহলতা আবার বলিল, "আমাকে কি তুমি শত্রু বলিয়া মনে কর ?"

ললিতা এবারও চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া স্নেহলতা বলিল, "বোধ হয় কেহ আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকটে কিছু বলিয়া থাকিবে।"

ললিতা মুখ অবনত করিয়া বসিয়াছিল। স্নেহলতার কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া স্নেহলতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না দিদি, কেহই তোমার সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলে নাই।"

"তবে তুমি যে আমাকে শত্রু বলিয়া মনে কর না, একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছ না কেন ?"

ললিতা একথার কোন উত্তর দিল না। স্নেহলতা কি ভাবিয়া ললিতাকে বলিল, "আচ্ছা, আজ যাও ; এখনও রাত্রি আছে, শয়ন করগে। কাল আবার তোমার সঙ্গে কথা কহিব।"

ললিতা সেই কক্ষের সংলগ্ন দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তখন স্নেহলতা চেয়ার হইতে উঠিয়া গৃহমধ্যে কয়েকবার পদচারণা

করিল। শেষে আবার চেয়ারে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য্য!” তাহার পর গালে হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পা দুলাইতে লাগিল। একবার বা সে মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া থাকে, আবার করে মস্তক ন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, আর মধ্যে মধ্যে আপন মনে কি বলিতে থাকে। অজিতকুমার বুঝিলেন যে স্নেহলতার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই।

স্নেহলতা একবার ললিতার কথা ভাবে, একবার বা অজিতকুমারের মৃত্যু হইল কি না সেই কথা ভাবে, একবার বা তাহার গুপ্তচরের আগমনে বিলম্ব হওয়ার কথা ভাবে—নানা চিন্তায় তাহার কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। মানুষ এইরূপেই পাগল হয়। স্নেহলতার অবস্থা দেখিয়া অজিতকুমার ভাবিলেন যে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিতেছে।

স্নেহলতা আরাম চেয়ারে একবার হস্তপদ ছড়াইয়া শয়ন করিল, আবার পরক্ষণেই উঠিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, “ছি, ছি—এমন জীবন থাকার অপেক্ষা যাওয়াই ভাল। আমার এই বয়স, এত ঐশ্বর্য্য, আমার কিসের ভাবনা? মনে করিলে আমি কত সুখী হইতে পারিতাম। দস্যুপালিতা বলিয়া আমাকে কি লোকে ঘৃণা করিত? না, না—সেদিন গিয়াছে; টাকায় সকলেই আমার গোলাম হইয়া থাকিত। কেন এ অশান্তির সৃষ্টি করিলাম? এ জীবনের এত সাধ, কেন সে সকল মিটিল না?”

আপন মনে স্নেহলতাকে এইরূপ বকিতে দেখিয়া অজিতকুমারের বড় কষ্ট হইল। তিনিই যে স্নেহলতার জীবনে পরোক্ষভাবে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন; কিন্তু আবার ভাবিলেন যে আমার কি দোষ; স্নেহলতা স্বেচ্ছায় এই অশা-

ত্তির অনল জ্বালিয়াছে ; সে সোজা পথে চলিলে তাহাকে ত এমন ভাবে কাল কাটাইতে হইত না - আমি ত তাহার শত্রু নহি।

স্নেহলতা আবার আপন মনে বলিতে লাগিল, "আর এই অজিত-কুমার, সে আমার জীবনকে আরও দুঃসহ করিয়াছে। সে ললিতাকে চায়। ললিতাকে যদি এতদিন যমালয়ে পাঠাইতাম, তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক, এই মানবরূপী দানব অজিতকুমার কখনই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত না। পাষণ্ডের প্রাণগ্রহণের জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মায়াবী অজিতকুমার আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিল। এবার আবার আসরে নামিয়াছি, এই আমার শেষ চেষ্টা। এবার যদি বিফল মনোরথ হই, তবে আমার সর্ব্বস্ব রসাতলে যাইবে। সে রাক্ষস, সে পিশাচ, সে মায়াবী দানব—তাহাকে বিশ্বাস নাই, হয়ত সে মরিবে না—হয়ত সে মরে নাই। আমার লোক এখনও খবর দেয় না কেন? হয়ত সে পাপিষ্ঠ আমার সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে। তাহাকে বিশ্বাস নাই—সে যদি এই দণ্ডে আমার সম্মুখে করাল মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাতেও আমি বিস্মিত হইব না। তাহার—"

স্নেহলতার কথা শেষ হইতে না হইতে অজিতকুমার দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্নেহলতা পাগলিনীর ন্যায় চেয়ার ছাড়িয়া দুই পদ সরিয়া গেল এবং লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে অজিত-কুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "কে—তুমি, তুমি?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেন স্নেহলতা, আমাকে কি আসিতে নাই? তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ কেন? তুমি ত এইমাত্র বলিলে যে এখানে আমাকে দেখিলেও তুমি বিস্মিত হইবে না।"

স্নেহলতা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তবে তুমি আমার সকল কথা শুনিয়াছ?"

"হাঁ, শুনিয়াছি।"

"কি ভয়াঙ্কর লোক তুমি, এতদিনে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"

অজিকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তা হইয়াছে।"

স্নেহলতা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল "আচ্ছা আমার নিকটে যে ছিল, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ?"

"হাঁ, দেখিয়াছি। এতদিনে আমি প্রকৃত ললিতার সন্ধান পাইয়াছি। আচ্ছা সেদিন তুমি ললিতা বলিয়া কাহাকে পাঠাইয়াছিলে?"

"আমাকে আর সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ললিতাই সেকথা তোমাকে বলিবে।"

"তুমি ললিতাকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে নাকি?"

"কি করিব, উপায়ান্তর থাকিলে পাঠাইতাম না। আমি বেশ বুঝিতেছি যে আমারই অধীন কোন ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে।"

অজিতককুমার আরাম চেয়ারখানা একটু টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং স্নেহলতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "না স্নেহ, তোমার লোকজন সকলেই খুব বিশ্বাসী; শুধু বিশ্বাসী নয়, কাজের লোক। তবে আমার সঙ্গে টেক্কা দিয়া যায়, এতটা ক্ষমতা তাহাদের নাই, একথাটা ঠিক। তোমার মত একটা বালিকার কৌশল যদি ব্যর্থ করিতে না পারিব, তবে এতকাল ডিটেক্‌টিব-গিরি করিলাম কি জন্য? তুমি এবার যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকটে নিতান্তই তুচ্ছ।"

"তুমি আমাকে খুন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলে ?"

"হাঁ; করিয়াছিলাম।"

"কি আশ্চর্য্য ! তুমি আমার সমক্ষে একথা স্বীকার করিতেছ ?"

"কেন না করিব ? এখন আমার সকল আশা ভরসা গিয়াছে, এখন আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি। যতক্ষণ আমার শক্তি ছিল, ততক্ষণ আমি ছলনার আশ্রয় লইয়াছিলাম ; এখন আমি নিস্তেজ, তোমার হস্তগত—এখন আর সত্য কথা না কহিব কেন ?"

"সে কথা ঠিক ; তুমি মিথ্যা কথা বলিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম। যাই হোক, তুমি ত স্বীকার করিতেছ যে, আমার হস্তগত হইয়াছ, এখন ললিতাকে ডাক।"

"আচ্ছা, আমি ডাকিয়া আনিতেছি।"

"না, তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দেখিয়াছি, ললিতা এই দ্বার দিয়া গিয়াছে। তুমি এই দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলে সে অবশ্যই শুনিতে পাইবে। আমি একবার প্রতারিত হইয়াছি, পুনরায় আমি প্রতারিত হইতে ইচ্ছা করি না। তোমার এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইবে না।"

"তুমি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস কর ?"

"কখনও ত বিশ্বাসের কাজ কর নাই, সুতরাং অবিশ্বাস না করিব কেন ? তুমি বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দাও, ললিতাকে ডাক।"

স্নেহলতা একবার অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা বলিল না। শেষে সহসা বক্ষঃস্থলের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল "মরণই ভাল"—সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুরিকা নিজের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অজিতকুমার তদ্দণ্ডেই তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তোমাকে ভলবাসি।

স্নেহলতা অস্ত্রত্যাগ করিয়া অতি কাতরভাবে বলিল, "অজিত-কুমার, আমার কি মরণেও অধিকার নাই? নিজে তুমি আমাকে করতলগত করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার প্রাণটা ত তোমার নয়, আমার প্রাণ লইয়া আমি খেলা করিব, তাহাতে তুমি বাধা দাও কেন? এতকাল প্রাণকে অমূল্য বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি, এখন মনে হই-তেছে এই প্রাণই আমার শত্রু—শত্রুকে দণ্ড দিব, সে অধিকারও কি আমাকে দিবে না?"

স্নেহলতার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে পূর্ব্বে কখনও কাঁদে নাই, কাঁদিতে শিখে নাই। কালাচাঁদ সর্দ্দার স্নেহলতাকে দস্যুতা শিখায় নাই, কিন্তু তাহাকে দস্যুর ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও নির্ভীক করিয়া তুলিয়া-ছিল। সেই জন্যই সে অজিতকুমারের মত সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে "পাল্লা" দিয়াছিল। এখন সে দেখিল যে তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; এখন তাহার জীবন, তাহার সুখ সম্পদ সমস্তই অজিতকুমারের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে—তাই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে আবার বলিল, "অজিতকুমার, আর আমার শান্তি নাই, হয়ত মরিলে আমি শান্তিলাভ করিতে পারি—তুমি কি আমাকে মরিতেও দিবে না?"

অজিতকুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি মরিতে চাও কেন ?"

"আর কি জন্য বাঁচিব ? আমার সকলই ত গেল—আমার সুখ শান্তি, সম্পদ সকলই ত গেল—আর এ প্রাণ রাখিয়া কি করিব ?"

"তুমি এমন মনে করিতেছ কেন ? তোমার রূপ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, জীবনের কোন আশা এখনও তোমার মিটে নাই, তবে মরিবে কেন ?"

"বেশ কথা অজিতকুমার ! এখন আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি, এখন তুমি আমাকে কুকুর শৃগাল বলিয়া মনে করিতে পার, তাই এখন আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবার জন্য তুমি আমার রূপের প্রশংসা করিতেছ, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিতেছ।"

"না স্নেহলতা, আমি তোমার মনে কষ্ট দিবার জন্য একথা বলি নাই। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাই মনের কথা সরলভাবে তোমাকে বলিতেছি।"

স্নেহলতা অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। অজিতকুমার তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ স্নেহলতা, তোমাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। কথাটা শুনিয়া তুমি হয়ত আশ্বস্ত হইবে। কথাটা শুনিবে কি ?"

স্নেহলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "না শুনিলে তুমি ছাড়িবে কেন ? বল, শুনিব।"

"তুমি আত্মহত্যা করিও না ; আমার অনুরোধ, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

স্নেহলতা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা বটে, আমি না মরিলে তুমি আমাকে পুলিশের হাতে দিয়া নানা অভিযোগে আমাকে দণ্ড

দিতে পারিবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সুনাম হইবে, ওস্তাদ ডিটেকৃটিভ বলিয়া রাজদরবারে খ্যাতিলাভ করিবে!"

"না স্নেহলতা, আর তুমি আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিও না। আমি যেজন্য এতকাল পরিশ্রম করিতেছিলাম, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। ললিতা বাঁচিয়া আছে, তাহাকে যখন আমি পাইতেছি, তখন তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস করিও না। আমি কাল তোমাকে একটি কথা শুনাইব, তখন তুমি বুঝিবে যে আমি তোমার মঙ্গলপ্রার্থী।"

"তুমি আমার মঙ্গলপ্রার্থী?"

"সত্যই তোমার মঙ্গলপ্রার্থী।"

"নিতান্ত অসম্ভব অজিতকুমার। আমি দুনিয়ার সকলই বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু তুমি যে আমার মঙ্গল কামনা কর, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"তোমাকে আমি যে কথা শুনাইব বলিতেছি, সেই কথা শুনিলেই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিবে।"

"বল, শুনি।"

"আজ নহে, কাল বলিব।"

"কাল আর কাহাকে বলিবে?"

অজিতকুমার চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিবে? না স্নেহলতা, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

"কেন একথা বলিতেছ?"

"তোমার রূপ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে—দস্যুপালিতা হইলেও তোমার হৃদয়ে ভালবাসা আছে। তুমি ভালবাসিতে জান, একজনকে ভালবাসিয়াছ। সুতরাং মরিবে কেন?"

স্নেহলতা অবাক হইয়া অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজিতকুমার আবার বলিলেন, "তুমি কুশপুরের জমিদারকে ভালবাস, একথা অস্বীকার কর কি ?" স্নেহলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। অজিতকুমার পুনরপি বলিলেন, "আমি জানি তুমি কুশপুরের জমিদার কৈলাস চন্দ্র বসুকে ভালবাস। তুমি বোধ হয় ভাবিতেছ যে তোমার শয়তানীর কথা আমি সকলকে বলিব, আর জমিদার সেই কথা শুনিয়া তোমাকে ঘৃণাভরে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আমাকে এতটা নীচ বলিয়া ভাবিও না। আমি বুঝিতেছি যে পাছে তোমার কুকার্য্যের কথা শুনিয়া তিনি তোমাকে ঘৃণা করেন, সেই জন্যই তুমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিতেছ।"

স্নেহলতা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইল, সে বলিল "অজিতকুমার, তুমি সাধারণ মানুষ নও।"

"না, আমিও মানুষ ; তবে আমি মানুষকে দেখিয়া তাহার চরিত্র বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সে যাহাই হউক, তুমি যখন একজনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছ, যখন জগতে একমাত্র তাহাকেই চিনিয়াছ, তখন আত্মহত্যার কল্পনা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে।"

স্নেহলতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ডিটেক্‌টিভ অজিতকুমার কিরূপে তাহার মনের কথা জানিলেন, কুশপুরের জমিদারের প্রতি ভালবাসার কথা তিনি কিরূপে জানিলেন, সে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে স্পষ্টভাবে সে অজিতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "অজিতকুমার, তুমি এ সকল কথা কিরূপে জানিলে ? জমিদারের সহিত তোমার জানাশুনা আছে কি ? বোধ হয় তিনিই তোমাকে একথা বলিয়াছেন।"

"না, আমি ডিটেক্‌টিভ বলিয়াই এ বিষয় জানিতে পারিয়াছি।"

"নিশ্চিত তাঁহার মুখে শুনিয়াছ, অপরে ত একথা জানে না।"

"আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই।"

স্নেহলতা বিস্মিতা হইয়া বলিল, "তবে তিনি বোধ হয় তোমার কোন বন্ধুর নিকটে একথা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, তোমার সেই বন্ধুই তোমাকে একথা শুনাইয়াছে।"

"না। আমি নিজে সকল ঘটনাই জানি। শোন; কালীগঞ্জের নিকটে তোমাদের নৌকা ডুবিয়া যায়, জমিদার তখন তোমাদের সন্ধানের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেন।"

স্নেহলতা আরও বিস্মিতা হইয়া বলিল, "হাঁ, একথা ঠিক।"

অজিতকুমার আবার বলিলেন, "জমিদারের সহিত তোমার সেই প্রথম সাক্ষাৎ। কালাচাঁদ সর্দ্দার ও তুমি জমিদারের নৌকায় উঠিয়া চুঁচুড়ায় যাও। সেখানে পুলিশ তোমাদিগকে আটক করে। জমিদার তোমাদিগকে রক্ষা করেন।"

"সত্য কথা।"

"তুমি জমিদারকে তোমাদের বাসায় যাইতে বল, তিনি পরে আবার দেখা করিবেন বলিয়া চলিয়া যান।"

"একথাও সত্য।"

"তাহার পর মধ্যে মধ্যে জমিদার তোমাদের সহিত দেখা করিতেন। সেই সময়েই তোমাদের প্রণয় সঞ্চার হয়।"

স্নেহলতা অজিতকুমারের প্রত্যেক কথায় বিস্মিত হইতেছিল। সে মনে করিতেছিল, অজিতকুমার বুঝি যোগশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সে এবারও বলিল, "অজিতকুমার, তোমার একথাও সত্য।"

"বেশ ; একদিন তোমরা শান্তিপুরে যাইতেছিলে, পথে জমিদারের সহিত তোমাদের দেখা হয়। তখন দুইখানি নৌকা একসঙ্গে যাইতে থাকে। বোধ হয় তোমার একথা মনে আছে ?"

স্নেহলতার বিস্ময় চরমে উঠিয়াছিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে মনে আছে।

অজিতকুমার তখন বলিলেন, "সেই রাত্রিতে নৌকার ছাদে বসিয়া জমিদার তোমাকে বলিয়াছিলেন—স্নেহলতা, আমি এক গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত আছি, সে কার্য্য শেষ হইলে আমি আবার তোমার নিকটে আসিব। গঙ্গার উপর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তখন যদি তোমার চরিত্রের উপর আমার সন্দেহ না হয়, তবে তোমাকে আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইব।"

স্নেহলতা বিস্ময়-বিহ্বলা হইয়া বলিল "অজিতকুমার, জগতে কেহ কখনও আমাকে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কে।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি মানুষই স্নেহলতা। অবশ্য আমার কথায় তোমার বিস্ময়ের কারণ আছে, কেন না এ জগতে তোমাদের এই প্রণয় আর কেহ জানে না। কেবল আমি জানি, পাছে আমি কৈলাস বাবুর নিকটে তোমার জীবনের সকল কথা প্রকাশ করি, সেই জন্যই তুমি আমার উপর বিরক্ত হইতে পার। এ সকল কথা আমি বুঝি।" অজিতকুমার স্নেহলতার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। স্নেহলতাও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর অজিতকুমার একবার উঠিয়া জানালার দিকে গেলেন। জানালা খুলিয়া আপন মনেই

বলিলেন, "এখনও ভোর হয় নাই দেখিতেছি।" ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্নেহলতাকে বলিলেন, "দেখ, তোমাকে আমি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি ঠিক উত্তর দিও।"

স্নেহলতা ঘাড় তুলিয়া বলিল, "কি কথা ?"

"আমাকে তুমি কেন খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ?"

"তুমি আমার জীবনের সকল কথা জান বলিয়া।"

"ললিতার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে নহে ?"

"না; আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, তাহার প্রাণ গ্রহণ করা আমার কখনই অভিপ্রেত ছিল না।

"তাহার প্রাণ রক্ষা করায় তোমার লাভ ?"

"লাভ আবার কি ? লাভের জন্য আমি তাহাকে বাঁচাই নাই, কাহারও নিকটে লাভের প্রত্যাশাও আমি করি না। অর্থ ?—আমার কি তাহার অভাব অছে ? ললিতার আত্মীয়েরাই ললিতাকে খুন করিত, তাই আমি তাহাকে লইয়া আসিয়াছিলাম। এক বৎসর তাহাকে কাছে রাখায় তাহার উপর মায়াও জন্মিয়াছিল।"

"কালাচাঁদের প্রধান চেলাকে খুন করিয়াছিলে কেন ?"

স্নেহলতার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া লঠিল, সে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, আমি খুন করি নাই, আমার কথাতেও সে খুন হয় নাই।"

অজিতকুমার একটু হাসিলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালাচাঁদ মরিল কিসে ?"

"তুমি আজ এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? আমি এসকল কথার উত্তর দিব না।"

"ক্ষতি কি স্নেহলতা? আমি ত তোমাকে বলিয়াছি যে আমি

তোমার বন্ধু। তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বল না, কালাচাঁদ কিসে মরিল।"

"প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে খুন করিয়াছ, কিন্তু পরে বুঝিলাম যে আমার সে ধারণা ভুল।"

অজিতকুমার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কথা, কুশপুরের জমিদারকে কি তুমি সত্য সত্যই ভালবাস? তাঁহাকে পাইলেই কি তুমি সুখী হও?"

স্নেহলতা এবার একটু হাসিয়া বলিল, "অজিতকুমার, তুমি এত কথা জান, আর আমার মনের এই কথাটা জান না?"

অজিতকুমারও হাসিয়া বলিলেন, "তা' কি সব বুঝা যায়? তুমি মুখে ভালবাসা জানাইতে পার, তোমার মনে কি আছে, তা কি করিয়া বুঝিব?"

"তা বেশ; আমি জমিদারকে ভালবাসি কি না, পাইলে সুখী হই কি না, এ সকল কথা জানিয়া তোমার কি হইবে?"

"কিছু হইবে বই কি! নতুবা কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম? সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল; বাজে কথা লইয়া বকিবার লোক আমি নহি।"

"সে কথা ঠিক। তবু তোমার প্রয়োজনটা কি, তাহা শুনিতে পাই না?"

"প্রয়োজনের কথা পরে শুনিতে পাইবে। এখন আর একটা কথা বলি। জমিদার তোমার জীবনের সকল কথাই জানেন, তুমি তাহা জান কি?"

কথাটা স্নেহলতার হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করিল। সে ভাবিল, জমিদার কোন্ কথা জানেন? আমি দস্যুপালিতা, ইহাতে তাঁহার

কোন আপত্তি নাই ; আমাকে দস্যুপালিতা জানিয়াই তিনি বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। তবে একটা কথা আছে, আমি যে এইভাবে গোয়েন্দার উপর চাল চালিয়া দিন কাটাইয়াছি. নরহত্যার জন্য বারংবার ফাঁদ পাতিয়াছি, কতবার পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি—এ সকল কথাও কি তিনি জানেন ? তিনি দয়ার আধার, মানুষকে রক্ষা করাই তাঁহার ব্রত ; আমি নির্দ্দয় হইয়া নরশোণিত দেখিবার চেষ্টায় ফিরিয়াছি, একথা শুনিলে তিনি রাগ করিবেন, হয়ত আমাকে ঘৃণা করিবেন। কে তাঁহাকে এ সকল কথা শুনাইল ? কে আমার সর্ব্বনাশ করিল ?

স্নেহলতার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া গেল। অজিতকুমার তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারও ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি স্নেহলতাকে যতটা অপরাধিনী মনে করিয়াছিলাম, স্নেহলতার ত তত অপরাধ নাই। সে আমার কথার যে ভাবে জবাব দিয়াছে, তাহাতে আমি তাহাকে সন্দেহ করিতে পারি না। ললিতা ও কালাচাঁদের শিষ্যের সম্বন্ধে আমি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম, বৃথা আমি স্নেহলতাকে অপরাধিনী স্থির করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এখনও দুই একটি কথা আমার জানিবার আছে, সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর পাইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব।

স্নেহলতা আপনার অবস্থার কথা ভাবিয়া কাতরভাবে বলিল, "অজিতকুমার, তুমি আমাকে এ কি কথা শুনাইলে ? কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলে ?"

অজিতকুমার স্নেহলতার কথার অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, "দেখ স্নেহলতা, তুমি মনে করিতেছ যে, আমিই তাঁহাকে সকল কথা বলিয়াছি, কিন্তু তা নয় ; আমি সত্যই বলিতেছি, আমি তাঁহাকে একটি কথাও বলি-

নাই। যাহাতে তোমার অনিষ্ট হয়, এমন কার্য্য আমি কখনও করি নাই। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এ কথায় কি তুমি বিশ্বাস কর না?"

"সত্য কথা বলিব অজিতকুমার? তুমি এই সুদীর্ঘকাল আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়াছ; আমি যেখানে গিয়াছি, তুমি সেইখানেই গিয়াছ—তোমার জন্য আমি কোথাও দুই দিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমার মত একটা সামান্য স্ত্রীলোকের সন্ধানে কিভাবে তোমার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! একবার আমার সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে শান্তি-সুখ চহিয়াছিলাম, তুমি তাহাতেও রাজি হও নাই। বল দেখি, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী?"

"সকলই সত্য। আমিও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছিলাম, সুতরাং এখন আর সে কথা তুলিও না। এখন আমি সত্যই তোমার মঙ্গলপ্রার্থী। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর।"

"বেশ, না হয় বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু তাহাতে লাভ কি?"

"লাভ আছে; তুমি জীবনে সহস্র প্রকার শয়তানী করিয়া থাকিলেও আমি বলিতেছি যে তুমি সুখী হইবে, তোমার সকল আশা মিটিবে।"

স্নেহলতা আবার বিস্মিতা হইল। অজিতকুমার এ কি বলিতেছেন? স্নেহলতা শয়তানী করিলেও সুখী হইবে, তাহার সকল আশা মিটিবে—কথাটা বড়ই জটিল। স্নেহলতা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি তোমাকে আমার মঙ্গলপ্রার্থী বলিয়াই মনে করিলাম।"

"তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর দাও—সত্য কথা বলিও, কাপট্য করিও না।"

"কি জানিতে চাও, বল।"

"তুমি জীবনে যে সকল পাপ করিয়াছ, তাহা বল।"

স্নেহলতা প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে বলিল, "অজিতকুমার, একথা অপরে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি ত সকলই জান। পাপ ত মানুষে পদে পদে করে, কে কয়টা মনে করিয়াই বা রাখে?"

"তা ঠিক। কিন্তু যেগুলি গুরুতর অপরাধ, সে গুলির কথা মানুষের মনে থাকে। আমি সেইগুলির কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে কার্য্যের জন্য তুমি কখন না কখন অনুতাপ করিয়াছ বা করিতে পার, আমি সেই কার্য্যের কথাই জানিতে চাই।"

"এমন কাজ যে আমি করি নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে কথা ত তুমি জান।"

"আমি জানি?"

"জান—আমি সত্য কথাই বলিতেছি, যদি কখনও কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকি, তবে সে তোমার সম্বন্ধেই করিয়াছি।"

"সে কি?"

"তোমাকে খুন করিবার জন্য আমি বারংবার চেষ্টা করিয়াছি।"

"সুকুমারের প্রাণ গ্রহণের চেষ্টা কর নাই?"

"না। সে তোমাকে খুন করিতে সমর্থ হইলে তাহাকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিতাম, অথবা সে আর যাহাতে আমার দেখা না পায়, এমন ব্যবস্থা করিতাম। তাহাকে খুন করিবার অভিপ্রায় আমার কখনই ছিল না।"

"তবে তাহাকে চূণের ঘরে আটক করিয়াছিলে কেন?"

"আটক রাখিয়াছিলাম মাত্র—আমি সে স্থান ত্যাগ করিলেই সে মুক্তিলাভ করিত।"

"তোমার সরলতা দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

স্নেহলতা মনে মনে সাত পাঁচ ভাবিয়া বলিল, "তুমি আমাকে যে কথা শুনাইবে বলিতেছিলে, তাহা এখন বলিবে কি ?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বলিব।" অজিতকুমার বুঝিলেন যে স্নেহলতার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এক পসলা বৃষ্টির পর আকাশ যেমন পরিচ্ছন্ন হয়, কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাতের পর স্নেহলতার চিত্তও সেইরূপ পরিশুদ্ধ হইয়াছে। অজিতকুমার ভাবিলেন, এখন আর না বলিব কেন ? আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। সমস্ত জীবনটাই কি লুকোচুরি খেলিয়া কাটাইব ? স্নেহলতা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছে। তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলি। স্নেহলতা অপরাধিনী নহে, তাহা বুঝিতেছি।

অজিতকুমার স্নেহলতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "স্নেহলতা, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ।"

স্নেহলতা চাহিয়া দেখিল সত্য, কিন্তু কি দেখিবে ? অজিতকুমারকে সে ত কতবার দেখিয়াছে। যাহাকে সে পরম শত্রু জ্ঞান করিত, তাহাকে আবার নূতন করিয়া কিভাবে দেখিবে ? স্নেহলতা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অজিতকুমার ইহা বুঝিয়া বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া তোমার কিছুই মনে হইতেছে না ?"

"না।"

"সে কি ! আমার ভাবগতিক দেখিয়া তুমি একটিবার সন্দেহও করিতেছ না ?"

"কিসের সন্দেহ ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি ওসব কথা রাখ; আমাকে কি বলিতে চাও বল।"

"শুনিবে? আমি তোমাকে ভালবাসি। কতটা ভালবাসি তাহা জান? এমন বুঝি জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসি নাই, বোধ হয় কাহাকেও এমন ভালবাসিব না।"

স্নেহলতা কথাটা শুনিল বটে, কিন্তু তাহার ভয় হইল; তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

অজিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা শুনিলে স্নেহলতা?"

স্নেহলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "শুনিলাম।"

"তোমার কি কোন কথা বলিবার নাই?"

"আমি তোমাকে এক বিন্দুও ভালবাসি না।"

"কৈলাস বাবুকে তুমি ভালবাস ত?"

"আমি কাহাকে ভালবাসি, সে কথা তোমার কাছে বলিতে যাইব কেন?" স্নেহলতা ক্রোধের সহিত কথাগুলি বলিল।

"রাগ কর কেন? তুমি কৈলাস বাবুকে বিবাহ করিবে?"

স্নেহলতা সেইরূপ ক্রোধভরেই বলিল, "না, এ জীবনে নয়। কিন্তু তুমি এসব কথা জিজ্ঞাসা করিবার কে?"

"আমাকে কেন তুমি ভালবাস না, তাহাই আমি জানিতে চাহি। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তুমিও যে আমাকে ভালবাসিবে, এমন ত কোন কথা নাই। আমি যদি বুঝিতে পারি যে, তুমি কৈলাস বাবুকেই ভালবাস, তাহা হইলে আমি তোমাদের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইব।"

কথাটা শুনিয়া স্নেহলতা একবার অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; পরে কি ভাবিয়া বলিল, "তুমি যখন আমাকে ভালবাস বলিয়াছ, তখন তুমি সরিয়া দাঁড়াইবে না, আমাদের পথ অবরোধ

করিয়াই দাঁড়াইবে। তোমার স্বভাব আমি বুঝিয়াছি ; তুমি কিরূপ একগুঁয়ে মানুষ, তাহা আমার জানিতে বাকি নাই। তুমি—"

অজিতকুমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি স্নেহলতা! অজিতকুমারকে এমন হীন মনে করিও না ; তুমি যখন আমাকে ভালবাস না, তখন তোমার ভালবাসার দাবিও আমি রাখি না ; আমি ভালবাসা পাইলাম না বলিয়া তোমার শত্রুতা করিব, এরূপ মনে করিও না।"

স্নেহলতার ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল ; সে বিস্মিতা হইল। মনে মনে ভাবিল—অজিতকুমার কি মানুষ? শুনিয়াছি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিলে বাহির হওয়া যায় না ; এখন দেখিতেছি অজিতকুমার গোলকধাঁধার প্রকৃতির লোক ; এতদিন ইহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিলাম, আমি ত ইহার পরম শত্রু—অথচ অজিতকুমার যে কথা বলিতেছে, পরম মিত্রও সেকথা বলিতে পারে না।

অজিতকুমার আবার বলিলেন, "দেখ স্নেহলতা, আমার প্রবৃত্তি নীচ নহে। তুমি যদি বল যে কৈলাস বাবুকেই বিবাহ করিবে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তোমাদের মিলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব।"

স্নেহলতার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একবার ভাবিল, এ কি সত্য, না কপাট্য?"

অজিতকুমার স্নেহলতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তোমার সুখের পথ খোলসা করিয়া আমি দেখাইব যে প্রকৃতই আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"তুমি যে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতেছ অজিতকুমার?"

"হইতে পারে ; এখন তোমাকে আর একটা কথা বলি। কৈলাস বাবু তোমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন।"

স্নেহলতা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘৃণাভরে বলিল, "তাই বল অজিতকুমার ; তাঁহার সহিত তোমার জানাশুনা আছে, এটা স্বীকার কর।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আবার তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ ? আমাকে অবিশ্বাস করিও না। আমি স্বীকার করিতেছি যে তোমার সহিত যে কোন ব্যক্তির কোন প্রকার সংস্রব আছে, তাহারই খবর আমি রাখিয়া থাকি। তাহা না রাখিলে আমি পাকা ডিটেক্‌টিভ হইতে পারিতাম না। যাহা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, তাহার জন্য আমাকে দোষী করিও না।

"তুমি তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছ ত ?

"সত্য বলিতেছি, এবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি।"

স্নেহলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চিন্তায় কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তিনি কলিকাতাতেই আছেন ?"

"এখনও আছেন। তুমি এখানে আসিয়াছ জানিয়াই তিনি আসিয়াছেন। আচ্ছা, কৈলাস বাবু তোমার কাহিনী কিছুই জানিতে পাইবেন না, তুমি এমন অভিলাষ করিতেছ কেন ?"

"আমার মত শয়তানীকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, ইহা কেন তাঁহাকে জানিতে দিব ? যাহাই হউক, আমি যেমন তোমার প্রাণ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তুমি তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছ !"

অজিতকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার আচরণের সম্বন্ধে স্নেহলতার সন্দেহ কিছুতেই যাইতেছে না। স্নেহলতা ও জমিদার পরস্পরকে

ভালবাসে, সেই ভালবাসার পথে পাছে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, স্নেহলতা সেইজন্য কাতরা, আর পাছে তিনি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন, সেই জন্য স্নেহলতা তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তিনি স্নেহলতার চিন্তা দূর করিবার জন্য আবার বলিলেন, "তুমি আমাকে এখনও অবিশ্বাস করিতেছ কেন? পুরুষ হইয়া একটা স্ত্রীলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব, তুমি আমাকে এমন কাপুরুষ মনে করিও না। যদি মানসিক ক্লেশ দিতে হয়, তবে বরং কৈলাস বাবুকে দিতে পারি, তোমাকে ক্লেশ দিলে আমার পৌরুষের পরিচয় দেওয়া হইবে না। আমি কৈলাস বাবুকেও মানসিক ক্লেশ দিই নাই, দিতে চাহি না—তুমি আমার এই সোজা কথাটায় বিশ্বাস করিতেছ না? আমি তোমার প্রতি কখনও অসদ্ব্যবহার করিব না, একথা আর কতবার তোমাকে বলিব? প্রতারণা করিলেন কৈলাস বাবু, কিন্তু তুমি দোষী করিতেছ আমাকে! স্ত্রীলোক এমনই অসার এবং অপসিদ্ধান্তের বশবর্ত্তিনী বটে।"

স্নেহলতা কিছুক্ষণ অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া কি [illegible]ল, শেষে বলিল, "তুমি যদি এত কথা না শিখিতে, তাহা হইলে [illegible]-গিরি করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইত। তুমি যে বারংবার বলিতেছ কৈলাস বাবু আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন, কই প্রতারণার কথাটা কি শুনি।"

"তুমি ত তাঁহাকে জমিদার বলিয়া জান? কিন্তু তিনি জমিদার নহেন; কুশপুরে তাঁহার এক কাঠাও জমি নাই। পরিচয়টা একটু উচ্চদরের হইবে বলিয়াই তিনি তোমাদের কাছে জমিদার বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিও চাকর; মাস-মাহিনার ভিখারী। বাপ-মায়ের তোয়াক্কা কখনও রাখেন নাই; আজকালের নবীন ভাবের

ভাবুক—চাকরী করেন, টাকা পান, আমোদে কাল কাটান। মাসে মাসে মায়ের নামে কিছু টাকা এখনও পাঠান, এই পর্য্যন্ত। বলিতে কি, তিনি তোমার অপেক্ষাও হতভাগা।"

স্নেহলতা একমনে সকল কথাই শুনিয়া বলিল, "বেশ ত, তাহাতে আর আমার কি হইবে? তিনি কে, কি প্রকারের লোক, তাঁহা আমার জানিবার কি প্রয়োজন?"

"তুমি এমন হতভাগাকে বিবাহ করিবে?"

"না, বিবাহ করিব না। তিনি যাহাই হউন, আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব না।"

"তিনিই কি তোমার যোগ্য? তবে তুমি যেমন সৎপথে আসিতেছ, তিনিও পরে সেইরূপ সৎপথে আসিতে পারেন, একথা ঠিক।"

স্নেহলতা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "অজিতকুমার, তোমার মুখে এমন কথা? আমাদের মিলনে তোমার কি লাভ, তাহা কি আমাকে বলিবে না? আমি তোমাকে অকপট ভাবে এত কথা বলিলাম, তুমি কি আমাকে তোমার মনের কথা বলিবে না?"

"তুমি জমিদারের মুখেই সেকথা শুনিতে পাইবে।"

"না, তুমিই বল। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব না।"

"কেন দেখা করিবে না? আমি ত তোমাকে বলিতেছি যে তোমরা কতটা সুখী হইবে, আমি কেবল কৌশলে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতেছি। কাল জমিদার তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার মুখেই শুনিও।"

"কাল দেখা করিবেন? এতটা ঠিক-ঠাক্ হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, তিনিই আমাকে একথা জানাইয়াছেন। তিনিও তোমাকে আন্তরিক ভালবাসেন দেখিলাম।"

"দেখ অজিতকুমার ; আমার সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছ ?"

"তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না ? আচ্ছা, তোমাকে আমি বিশ্বাসের প্রমাণ দিতেছি। ললিতা ত এখন আমার হাতে আসিয়াছে ?—কিন্তু তাহাকে আমি তোমারই নিকটে রাখিয়া যাইতেছি।"

স্নেহলতা যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইয়া বলিল, "বল কি ! এতদিন এত কাণ্ড করিয়া শেষে তুমি তাহাকে রাখিয়া যাইবে ? এ সকল কি সত্য ?"

"এই দেখ আমি চলিলাম। আমাকে বিশ্বাস কর; আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কাল কৈলাস বাবু এই বাড়ীতেই আসিবেন। এত দিন পরে তুমি সুখী হইবে।"

স্নেহলতার সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে ভাবিল অজিতকুমারের এ কেমন ভালবাসা ? স্নেহলতা এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে একটিবার মাত্র অজিতকুমারের অবস্থা বুঝিয়া দুঃখিতা হইল। সে অজিতকুমারের মুখখানি কিছুক্ষণ দেখিল, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আসিবে না ?" অজিতকুমার "দেখা যাক্, কি হয়" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"অপরাধিনী নহে।"

অজিতকুমার আসিবার সময়ে একবার স্নেহলতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি বুঝিলেন যে স্নেহলতা আত্মহত্যা করিবে না। আপন মনে বকিতে বকিতে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রাতঃকালে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া কিছু জলযোগ করিবার পর অজিতকুমার শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং অবিলম্বে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

মধ্যাহ্নকালে অজিতকুমার নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া একটি বৃহৎ মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বেশ করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে আপন মনেই বলিলেন, "এই ঠিক হইয়াছে।"

অনন্তর গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অজিতকুমার প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইল। তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—স্নেহলতার কথায় কি সত্যই আমার বিশ্বাস হইয়াছে, না তাহাকে ভালবাসি বলিয়া তাহার চাতুরী আমি বুঝিতে পারিতেছি না? কি জানি আমার যেন সব গোলমাল

হইয়া যাইতেছে। সে যে আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাতে আর তাহার অপরাধ কি? আমি যেরূপ তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছি, তাহাতে সে ত আমাকে খুন করিবেই। দোষী সে নয়, দোষী আমি।

এমন সময়ে একজন সাহেব হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পেণ্টুলেনটি ছিটের, সার্ট ছেঁড়া, তাহার উপরে একটি জিনের কোট, নেক্‌টাই অতি পুরাতন, পায়ে মোজা নাই কিন্তু ছেঁড়া জুতা আছে, মস্তকের সোলার টুপিটি তাঁহার হাতেই আছে। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "আরে, তুমি কেল্লার সান্ত্রীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন?"

অজিতকুমার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়াই আপনার অবস্থা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "একি! আপনি? আপনি আমাকে খবর না দিয়াই প্রায় আসেন, আর আমাকে অপ্রতিভ করেন।"

এই স্থানে বলিয়া রাখি, এই সাহেব আর কেহই নহেন, সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ও ফৌজদার কর্ণেল বেন্‌সন্। তিনি অজিতকুমারকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহারই আনুকূল্যে অজিতকুমার প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। স্নেহলতার সম্বন্ধে অজিতকুমার যে তদন্ত করিতেছিলেন, তাহাতে কর্ণেল বেন্‌সন্ তাঁহাকে নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। এখন সহসা সাহেবকে দেখিয়া অজিতকুমার লজ্জিত হইলেন।

কর্ণেল বেন্‌সন্ পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আবার কি মতলব আঁটিতেছ, শুনি।" যাঁহারা সার্কাসে ক্লাউন বা সং-এর মুখভঙ্গী দেখিয়াছেন, তাঁহারা সাহেবের হাসির কল্পনা করিতে পারিবেন সাহেবের সে হাসি আর ফুরায় না।

অজিতকুমার বলিলেন, "আমি যে মতলব আঁটিতেছি, আপনি কিরূপে জানিলেন?"

"হো-হো-হো-হো! তুমি পাগল হয়েছ নাকি? আমি অনেকক্ষণ এসেছি।" অজিতকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, "গোপন করছ? আরে, তাও কি পার—আমি যে আগেই সব শুনেছি।"

"আমার সৌভাগ্য—এখনই আপনার আছে আমাকে যেতে হ'ত।"

"তবে ত জরুরি কাজ! ব'লে ফেল, শোনা যাক্।"

উভয়ে জানালার পার্শ্বে তক্তাপোষের উপর উপবেশন করিলেন। সাহেব একখানা হাত-পাখা লইয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তিনি আবার বলিলেন, "কি হ'ল? কথাটা গলায় বাধে নাকি?"

অজিতকুমার বলিলেন, "আমি এক মহা বিপদে পড়েছি। ভাবনায় অস্থির হয়েছি।"

"সেটা তুমি না বল্লেও আমি বুঝেছি। তারপর ব'লে যাও।"

"এমন দুর্ভাবনা আমার জীবনে কখনও হয়নি।"

"আহা, তাইত! তার পর?"

"বড় বিপদ সাহেব।"

"যত বড়ই বিপদ হোক, অজিতকুমার সে বিপদ থেকে উদ্ধার হতে সমর্থ, এ বিশ্বাস আমার আছে। বাজে কথা ছাড়, তারপর?"

"কতকগুলি মনের কথা তা হ'লে আপনাকে বলতে হয়।"

"কতক কতক আগেই শুনেছি—বাকিটা বল।"

"প্রথমতঃ ধরুন, আমি একটা পশুমূর্খ।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কথা কাঁদিবার কায়দা আছে। দেখ, লোকে যখন বুঝিতে পারে যে সে মূর্খ, তখন থেকেই সে বিজ্ঞ হতে আরম্ভ করে।"

"না, না—আমি যে জেনে শুনেও বোকা হচ্ছি।"

"সাবাস্ সাবাস্! তবে ব'লে ফেল, আমি পরামর্শ দিই।"

"সাহেব, আমি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চি।"

"দূর আহাম্মক্!" বলিয়াই সাহেব এক গাল হাসিতে হাসিতে পাকাখানি জানালার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আবার পাকাখানি আনিয়া বলিলেন "একটা মাগীর প্রেমে পড়েছ বুঝি?"

"সেটাও কি বল্‌তে হবে? আমি স্নেহলতাকে ভালবেসেছি।"

"এই কথা? তা এতে আর নূতনত্ব কি আছে? এ আমি জানি।"

"বলেন কি? আমি ত মনে করেছিলাম যে এ ভালবাসা দুনিয়ার কেউ জানে না।"

সাহেব চক্ষু মিটিমিটি করিয়া, দন্তপাঁতি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি গণ্ডমূর্খই বটে, ভালবাসা কি গোপন থাকে নাকি? একবার আমারও এই দুর্দ্দশা হয়েছিল। দূর হোক্ তোমার ভালবাসা—গণ্ডায় গণ্ডায় খুনে ডাকাতের সন্ধানে ফিরতে রাজি আছি, ভালবাসার ছায়া মাড়াতে আর রাজি নই। তুমি যখন ভালবেসেছ, তখন অধঃপাতে গেছ, জগতের কোন কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না।"

অজিতকুমার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি ভালবাসায় পড়েছি জেনেও আপনি আমার সঙ্গে হেসে কথা কইবেন?"

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অবশ্য, একশ'বার।"

"তবে আপনি আহাম্মকের দলে থাকৃতে চান?"

"না ; কিন্তু ভালবাসার হাত কে এড়াতে পারে ? আমি এটাকে দোষের মনে করিনে। বিশেষ, স্নেহ বড় সুন্দরী।"

"কিন্তু শয়তানী।"

"তার কোন প্রমাণ পেয়েছ কি ?"

"কেন, আপনি কি তাকে শয়তানী ব'লে মনে করেন না ?"

"না, না, না—আমি তিন সত্য করছি। তাকে ভাল ব'লেই আমার বোধ হয়।"

"আপনার যা বোধ হয়, তাতে সন্দেহ করা মূর্খের কাজ। আমি এতটা মূর্খ হতে চাইনে। যাই হোক, আপনার কথায় আমার কত আনন্দ হচ্ছে, তা বুঝেছেন ?"

সাহেব ঘাড় নাড়িলেন। তখন, স্নেহলতার সহিত পূর্ব্ব রাত্রিতে যে সকল কথা হইয়াছিল, অজিতকুমার সাহেবকে একে একে সকলই বলিলেন। সাহেব সে সকল শুনিয়া বলিলেন "তুমি ভালবাসলে কি হবে ? সে তোমাকে ভালবাস্‌বে না। ও বাবা, অজিতকুমার ?—সে ত স্নেহের কাছে জুজুরও জুজু। আচ্ছা সে তোমার কথা শুনে ঘৃণায় মুখ ফেরালে, কেমন ?"

"না।"

"বল কি ?"

"হাঁ, সে বল্লে যে আর একজনকে সে ভালবাসে।"

"হায়, হায়—তবেই ত ! তোমার দশা কি হবে ? তোমার আশা ভরসা ঐ খানেই শেষ ! সে ভাল হোক, আর মন্দই হোক, আমি যতটা বুঝেছি, তাতে সে একজনকেই ভালবাসতে পারে। সেপক্ষে তার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।"

"ঠিক্ বল্‌ছেন ?"

"আমার ত এমনই মনে হয়।"

অজিতকুমার তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে আমাকেই বিবাহ করবে সাহেব।"

"তা পারে, এখন সে তোমার হাতে পড়েছে; একে পুরুষ, তাতে আবার তুমি যে সে নয়, স্বয়ং অজিতকুমার, দুর্দ্দান্ত গোয়েন্দা, তুমি জোর করলে সে আর কি করবে?"

"ছি, ছি—তা মনে করবেন না। আমাকে ভালবাসতে তাকে শিখিয়ে দেবো।"

সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি সত্যই পাগল হয়েছ! ভালবাসতে শেখাবে? কি মজা, বাহবা অজিত—সাবাস্, সাবাস্!" সাহেবের আদরের চপেটাঘাতে অজিতকুমারের পৃষ্ঠদেশ ব্যথা অনুভব করিল।

"সাহেব আপনি আমার গুরু; আপনার উপর আমার খুব বিশ্বাস। আপনি যদি বলেন যে সে অপরাধিনী নয়, তবে এমন অদ্ভুত চেষ্টাও আমি করব।"

সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে অপরাধিনী নয়। এখন যাই, পরে ভেবে চিন্তে রায় দেওয়া যাবে।" সাহেব সহসা চলিয়া গেলেন। গোয়েন্দার প্রকৃতিই এইরূপ।

কর্ণেল বেন্‌সন চলিয়া গেলে অজিতকুমার বেশ-পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে সুকুমারের নিকটে গমন করিলেন। সুকুমার একখানি কাপড় কোঁচাইতেছিল, সহসা অজিতকুমারকে দেখিয়াই সে বলিল "এত রৌদ্রে, এমন সময়ে?"

"প্রয়োজন আছে, শোন।"

অজিতকুমার বসিলেন, সুকুমারের বস্ত্রের পাড় দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। শেষে দুই এক কথার পর বলিলেন, "আর

কলিকাতা-সহরটা তোমার ভাল লাগিতেছে সুকুমার?" সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ আবার কি কথা? আবার একটা কিছু সঙ্কল্প করিয়াছেন বুঝি?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন "খেলা ধূলা ফুরাইল, আর কি করিতে থাকিব?"

"আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আচ্ছা, তোমাকে সোজা ভাবেই বলি। তুমি যখন আমার কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলে, তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমার কাজ করিলে তোমার দারিদ্র্য দূর হইবে, তুমি পরম সুখে থাকিবে, শত শত স্নেহলতা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে—সে কথাটা তোমার মনে পড়ে কি?"

অজিতকুমারের কথার ভঙ্গী দেখিয়া সুকুমার একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল, সে বলিল, "হাঁ, মনে পড়ে।"

"এখন আমার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, তুমি প্রাণপাত করিয়া আমার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছ। এখন আমিও আমার কথা রাখিব। তোমার জীবনের সাধ কি, আমাকে বল।"

সুকুমার যেন কেমন হইয়া গেল। সে অজিতকুমারের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না; অজিতকুমারের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইল, তাহাও সে বুঝিল না, অথচ অজিতকুমারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়াও মনে করিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অজিতকুমার বলিলেন, "তুমি বিস্মিত হইতেছ? না, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। সত্যই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। এখন বল, তুমি কি চাও।"

"কি আর চাহিব?"

"তোমার জীবনে কি কোন সাধই নাই?"

"সাধ যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমার মনে হয় যে যদি বিঘা কয়েক জমি পাই, আর একখানি বাড়ী তৈয়ার করিতে পারি, তাহা হইলে চাষ-বাস করিয়া সুখে দিন কাটাইতে পারি।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে অবিবাহিত বলিয়াই জানি—সেটা ঠিক কি?"

"তা ঠিক।"

"তবে বিবাহ না করিলে কেবল জমিতে তোমার কি সুখ হইবে? মনের মত একটি স্ত্রী চাও না?"

সুকুমার হাসিয়া মাথা হেঁট করিল। অজিতকুমার বলিলেন, "তোমার আশা আমি পূর্ণ করিব। তোমার বাড়ীও হইবে, জমিও হইবে। আর ললিতার ফটো তুমি দেখিয়াছ, তাহাকে যদি বিবাহ করিতে চাও, তবে না হয় ঘটকালীটাও করি।"

অন্ধের পথিপরিক্রমণের ন্যায় সুকুমার অজিতকুমারের কথাগুলির ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল; একবার এই অর্থ, একবার বা অন্য অর্থ—নানা অর্থই সে করিতে লাগিল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইতে পারিল না।

অজিতকুমার তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি স্নেহলতাকে ভালবাসি। সে—"

সুকুমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "এ সন্দেহ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম।"

"তবে তোমার বুদ্ধি পাকিয়াছে। যাক্, তাহাকে আমি বিবাহ করিব। সে রাজি হইতেছে না, ইহাই দুঃখ।"

"সে তো আপনার হস্তগত, আপনি ইচ্ছা করিলেই তো তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন।"

"আমি যেমনই হই না কেন, তবু হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিই। সুতরাং জোর করিয়া বিবাহ করা আমার পক্ষে সাজে না। যদি অলাক্ দিবার বাসনা থাকিত, তবে জোরের কথাটা মনে আসিত। কিন্তু সে বাসনা নাই। আমি স্ত্রীকে তৈজসপত্রের বা আতর গোলাপ-জলের সামিল করিতে চাই না, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী বলিয়া বুঝিতে চাই। কাজেই জোর করিয়া স্নেহলতাকে বিবাহ করিতে আমি নারাজ। যাই হোক, আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তা ভগবানই জানেন ; আপাততঃ তোমাকে বলি যে যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ততদিন স্নেহলতার সম্বন্ধে কোন কথা তুমি কাহাকেও বলিবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হও।"

"আপনি যখন বলিতেছেন, তখন প্রতিশ্রুত হইলাম।"

"কালই তোমাকে নূতন কথা শুনাইব এবং তোমাকে প্রচুর অর্থ দিব, সঙ্গে সঙ্গে তোমার জমি ও বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আর যদি ললিতাকে চাও, তবে আজ হইতেই ঘটকালীও আরম্ভ করিব।"

"আপনি বুঝি মনে করিতেছেন যে আমার কার্য্যের এইভাবে বেতন দিবেন? তাহা মনে করিবেন না ; আপনি আমাকে বন্ধুত্বের হেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন, সে বন্ধন আমি চিরকাল বজায় রাখিব। আমি আপনার নিকটে পয়সার প্রত্যাশী নহি।"

"একথা শুনিয়া সুখী হইলাম। আমিও তোমারই মত বন্ধুত্বের বন্ধন বজায় রাখিব। এখন একটা কথা, স্নেহলতার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা কেমন?"

"আমার মনে হয়, তার চরিত্র ভাল।"

"যেরূপ অপরাধ করিলে ভদ্রলোকে বিবাহ করিতে নারাজ হয়, স্নেহলতার তেমন কোন অপরাধ নাই কি?"

"না, সে অপরাধিনী নয়।"

"তোমার সম্বন্ধে?"

"কিছু না। আমার বিশ্বাস, সে আমাকে খুন করিত না।"

"শেষ কথা, এখন তাহার প্রতি তোমার ভালবাসা কেমন?"

"আগে ছিল, মধ্যে গিয়াছিল—এখন আর সে ভাব নাই। এখন আপনি তাহাকে বিবাহ করিলে আমি সুখী হইব।"

অজিতকুমার বড় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তোমার মনে কি এই ছিল?"

অজিতকুমার যখন সুকুমারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে স্নেহলতা ভাবিতেছিল,—আজ জমিদারের আসিবার কথা; তিনি কি আসিবেন? যদিই আসেন, তাহা হইলেই বা কি করিব? পাষণ্ড অজিতকুমার পূর্ব্বেই তো আমার নামে তাঁহাকে কত কি বলিয়াছে, সে সকল শুনিয়া কি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন? আমি যদি তাঁহার পদতলে পড়িয়া সত্য কথা বলি, যদি তাঁহাকে জানাই যে আমার কোন অপরাধ নাই, আমি খুনী নহি, দুশ্চরিত্রা নহি, কখনও কোন পুরুষের সংস্রবে থাকি নাই,—তিনি কি সে কথায় বিশ্বাস করিবেন? যদি আমাকে অবিশ্বাস করেন, যদি ঘৃণাভরে আমাকে কটূক্তি শুনাইয়া চলিয়া যান, তখন কি হইবে?

স্নেহলতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। শেষে স্থির করিল—তিনি যদি ঘৃণা করেন, উপায় তো আমার হাতেই আছে। আমি কালাচাঁদ সর্দ্দারের শিষ্যা, পালিতা কন্যা—আমার বিষ আছে, অব্যর্থ বিষ আছে—সে বিষ পান করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তিনি যদি ঘৃণা করেন, আমি মরিব। কাল অজিতকুমার ছোরা কাড়িয়া লইয়াছিল, আজ আর কি কাড়িবে?

স্নেহলতা আবার ভাবিল—আর যদি তিনি না আসেন, অজিতকুমার যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়া থাকে? তাহাও তো অসম্ভব নয়, অজিতকুমার নর-পিশাচ, সে সব পারে। হয়ত পুলিশের হস্তে আমাকে ধরাইয়া দিবার জন্য সে এই কৌশল করিয়া গিয়াছে। তাহাই যদি হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? বিষ আছে, বিপদ বুঝিলেই পান করিব।

স্নেহলতার শেষ চিন্তা—আর যদিই তিনি আসেন, যদি তিনি আমাকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন? তবে আমি বিনা বিষেই মরিব। সে সুখ রাখিবার কি স্থান হইবে?

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে স্নেহলতা উঠিল। অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিল—বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে দেহ আবৃত করিল। বসন ও ভূষণের ঔজ্জ্বল্যে কক্ষ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। স্নেহলতা একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু রত্নপ্রভায় তাহারও চোখ ঝলসিয়া গেল। তখন একটি অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া আপন মনেই বলিল, শুনিয়াছি কৌটার ভিতরে রাক্ষসীর প্রাণ ছিল, এখন বুঝিতেছি যে এই আংটির ভিতরে আমার প্রাণ আছে—বিপদ বুঝি, ইহাই মুখে দিব।

এই সময়ে ললিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমাকে যতটা বোকা মনে কর, আমি কি ততটা বোকা? আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

"কি বুঝেছিস্?"

"তুমি মরবে? তা হবে না, তুমি মরতে পাবে না। আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন তুমি মরতে পাবে না। আমার কথাটা রাখবে না দিদি?"

বড় দুঃখেও স্নেহলতার মুখে হাসি আসিল। সে বলিল, "এক সা এত কথা যে কখনও শুনিনি। তুই হলি কি ললিতা? তুই ভাবছি, আমি মরব? মরা কি সহজ কাজ, আমি কি মরতে পারি?"

"না, তুমি বিড়বিড় করে যা বক্‌ছিলে, তা আমি শুনেছি। তুমি বিষ হাতে করেছ। তুমি কেন মরবে দিদি?"

"আচ্ছা আমি মরব না। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই ঠিক উত্তর দিবি?"

"কেন দোবো না? আমি অত ঘোরফের বুঝিনে দিদি—কি বল না, শুনি।"

"আমি তোকে ভালবাসি, তোর যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করি. তোকে বাঁচাবার জন্যে ধরে এনেছি—এসব কথা তুই বিশ্বাস করিস্ কি?"

"সত্যি বল্‌ব? আগে করতাম না, এখন করি। সেই যে এক মাগী বুড়িকে আমার কাছে রেখেছিলে, সে আমাকে অন্য রকম বুঝিয়ে ছিল। কিন্তু সেবার যখন আমার খুব অসুখ হয়, তুমি তিন দিন তি রাত না খেয়ে-দেয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়েছিলে, আমাকে কত যত্ন করেছিলে। সেই থেকে আমার মনের ভাব বদ্‌লে যায়। তার পর আমি নানা কাজে বুঝতে পেরেছি যে তুমি সত্যিই আমার দিদি।"

"হাঁ আমি সত্যই তোর দিদি।"

"তবে তুমি মরবে কেন? তুমি মরে গেলে আমার দুঃখ রাখতে জায়গা থাকবে না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ম'রনা দিদি।" ললিতা স্নেহলতার পা দুখানি ধরিতে গেল।

স্নেহলতা তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, "দূর পাগলি, আমার সহস্র বছর পরমায়ু হোক, আমি মরব কেন?"

"না, তুমি যেন আমাকে ছেলে ভোলাচ্চ। কাল গোয়েন্দা বাবু তো বল্লেন যে তিনি তোমাকে ভালবাসেন। তিনি যখন ভালবাসেন, তখন তিনি তোমার মন্দ করবেন না। এই দেখ না, তুমি আমাকে ভালবাস, তুমি কি আমার মন্দ করতে পার?"

ললিতা বাল্যকাল হইতে স্নেহলতার নিকটে আবদ্ধা আছে, কাজেই জগতের ক্রূরতা তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। সে বড়ই সরল। স্নেহলতা তাহার এই সারল্য দেখিয়া বড় সুখী হইল।

স্নেহলতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ললিতা বলিল, "আবার কি ভাবছ? তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্চে। কোথায় তোমার বিষ, তুমি ওটা ফেলে দাও।"

স্নেহলতা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, গিয়ে ফাঁসি দেবে, কি শূলে দেবে—সেটা কি ভাল হবে? যদি পুলিশ আসে, তবেই বিষ খাব। তুই ভাবিস নে।"

ললিতা গম্ভীর্য্যের ধার ধারে না। সে বলিল, "পুলিশের বড় মাথা ব্যথা, সে তোমার কাছে আসবে কেন? তুমি ফেলে দাও।"

"আরে বোকা, অজিতকুমার যে পুলিশের লোক, সে যে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যেই এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"না, না—তিনি ভাল লোক। তিনি তোমাকে ভালবাসেন, তিনি তেমন হতেই পারেন না। কাল যখন তোমরা কথা কচ্ছিলে, তখন আমি এই ঘরে ছিলাম, দুয়োরের ফাঁক দিয়ে দেখেছি তিনি হাসছিলেন। বদমায়েসের মুখে বুঝি আবার হাসি আসে?"

"তুই বুঝিস্ নে ললিতা, অজিতকুমার বড় পাজি, সে শয়তান।"

এমন সময় কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। "শয়তান হাজির" বলিয়াই অজিতকুমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ললিতা সেই দণ্ডেই অন্য

কক্ষে চলিয়া গেল। স্নেহলতা একবার অজিতকুমারের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—দেখিল যে আর কেহ নাই। সে তখন ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিল, "কই, জমিদার কোথায়?" অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমাকেও তো আসিতে বলিয়াছিলে।"

"বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তোমাকে একাকী আসিতে বলি নাই।"

"তুমি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস কর স্নেহলতা?"

"কবে তুমি বিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছ যে তোমাকে আজ অবিশ্বাস না করিব?"

"কেন, সুকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম।"

"সেটা নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।"

"জমিদারকে যে তোমার সম্বন্ধে একটি কথাও বলি নাই?"

"জমিদারও তোমার হাতের পুতুল। তোমার সঙ্গে [illegible]ড়িয়া তিনিও আমার শত্রু হইয়াছেন।"

"তবে আর তাঁহার প্রতি তোমার ভালবাসা নাই?"

"না, থাকিতে পারে না।"

"বল কি, তবে ত আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি যে তাঁহাকে বলিয়াছি, তুমি জগতের মধ্যে তাঁহাকেই ভালবাস!"

"ওসব চালাকির কথা রাখ অজিতকুমার। তুমি মনে করিয়াছ যে জমিদারের প্রতি আমার ভালবাসার কথা তুলিয়া আমাকে বিপদ-গ্রস্ত করিবে, প্রতিশোধটা ভাল করিয়া লইবে,—কিন্তু তাহা হইতেছে না; তোমার পথ তুমি যেমন দেখিয়াছ, আমার পথ আমিও তেমনি দেখিয়া রাখিয়াছি।"

ঘর্ম্মাক্তকলেবর অজিতকুমার রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি তোমার শত্রু নহি স্নেহলতা, আমাকে কেন এ সব কথা বলিতেছ?"

"এ জীবনে কখনও ভাবিতে পারব না যে তুমি আমার শত্রু নও।"

"কেন, এমন কি অপরাধ করিলাম? কাল ললিতাকে তোমার বুকটেই রাখিয়া গিয়াছি, ইহাতেও কি আমার উপর তোমার সন্দেহ গেল না?"

"কিসে যাইবে? তুমি বলিয়াছিলে, জমিদার আজ আসিবেন। কিন্তু কোথায় তিনি?"

"এখনই দেখিতে পাইবে; তিনিও আসিয়াছেন। তুমি সত্য সত্যই তাঁহাকে চাও কিনা, আমি কেবল তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

এক কথায় স্নেহলতার ক্রোধ-শান্তি ঘটিল। সে অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না। অজিতকুমার বলিলেন, "এখনও সন্দেহ করিবে কি?"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি আমাকে পাগল করিবে?"

"তুমি নিজেই পাগল হইতেছ স্নেহলতা। আমার অপরাধ কি? তুমি বল যে জমিদারকে পাইলে সুখী হইবে, আমি তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

"ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া একথা বলিতেছি।"

"তবে তুমি বসিবার স্থান ঠিক কর, আমি ডাকিতেছি।" স্নেহলতা আর কথা না কহিয়া আরাম চেয়ারখানি ঝাড়িতে লাগিল। সেই অবসরে অজিতকুমার ক্ষিপ্রতার সহিত পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম গোঁফদাড়ি ফেলিয়া দিলেন। রুমালে মুখ মুছিয়াই বলিলেন, "এই দেখ স্নেহলতা।" স্নেহলতা চাহিয়া দেখিল, মেঝের উপর অজিতকুমারের পরিত্যক্ত [illegible] দেখিল—সে, কাঁপিতে লাগিল। স্নেহলতার চক্ষের পলক পড়িল না, সে কথা কহে না। অজিতকুমার

তাহা দেখিয়া হাসিলেন। তখন স্নেহলতা অজিতকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "নিষ্ঠুর, পাষাণ, তোমার মনে কি এই ছিল ?"

অজিতকুমার চেয়ারে উপবেশন করিলেন; স্নেহলতা, সেই সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা স্নেহলতা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "আমি একি দেখিতেছি ? অজিতকুমার আর জমিদার একই ? আমি না বুঝিয়া কি সর্ব্বনাশ করিতেছিলাম ! আমাকে ক্ষমা কর।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন, "একদিনও কি তোমার সন্দেহ হয় নাই ? যাই হোক্, এতদিন আমি কেবল তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি—তুমি নিষ্কলঙ্ক জানিয়াই আজ ধরা দিলাম। তোমার উপর সন্দেহ থাকিলে আমি চিরকালই অজিতকুমার থাকিতাম, কাহাকে কৈলাস বলিয়া তুমি জানিতে না। এখন সত্য কথা বলি আমি কৈলাসও নহি, আমি ডিটেক্‌টিভ অমলেন্দু।"

"একি ! একি স্বপ্ন ?" স্নেহলতা আত্মবিস্মৃতা হইল। কক্ষে আলো জ্বলিল, উভয়ের হৃদয়ও উজ্জ্বল হইল। সেই দীপালোকে দুজনের কত কথা হইল। শেষে অজিতকুমার বা অমলেন্দু বলিলেন, "তবে পুরোহিতকে দিন দেখিতে বলি ? সমাজের কথা ভুলিয়া যাও, সমাজ এই অগ্নিপরীক্ষাকে গ্রাহ্য না করে, ক্ষতি কি ? সমাজকেও নূতন হইতে হইবে—শেষ কথা, একদিন সুকুমারের প্রাণ লইতেছিলে, আজ তাহাকে প্রাণ দাও। ললিতা কি তাহাকে বিবাহ করিবে না ? করুক আর না করুক, ঘটকালীটা করিব।"

অতঃপর একদিন শুভলগ্নে হিন্দু পুরোহিতই অজিতকুমারের হস্তে স্নেহলতাকে ও সুকুমারের হস্তে ললিতাকে সমর্পণ করিলেন।